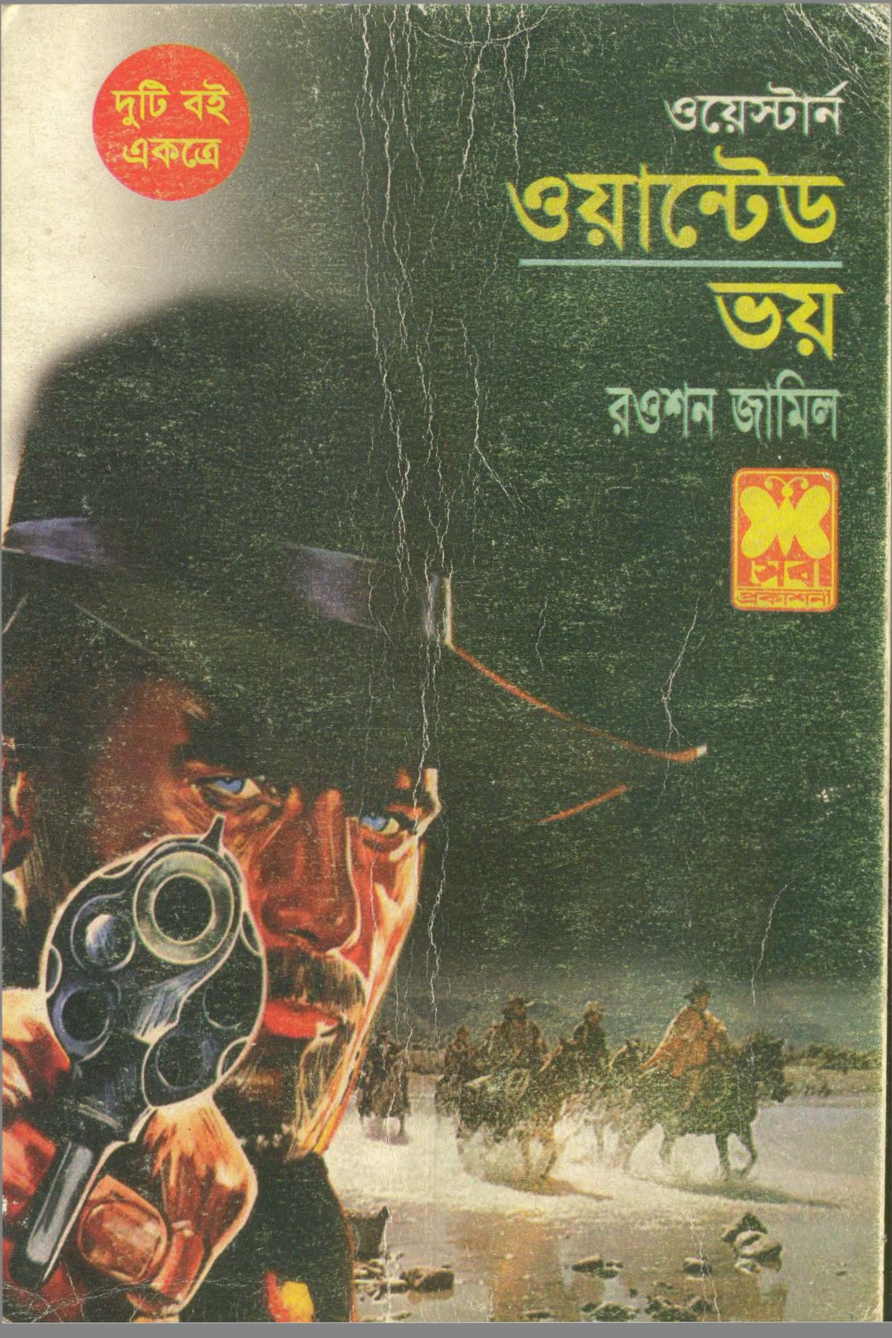

দুটি বই একত্রে
ওয়েস্টার্ন
ওয়ান্টেড
ভয়
রওশন জামিল
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই একত্রে

রওশন জামিল-এর

ওয়ানটেড

বব হেলার পশ্চিমের একটি অতিপরিচিত নাম।
ব্যাংক ডাকাতির সোনা নিয়ে সীমান্তে পালাচ্ছে সে।
অথচ দুরাত আগে লরা হাডসন তার মনে যে-দোলা দিয়ে
গেছে তা-ও নেহাত সামান্য নয়। তাই দোটানায় পড়েছে সে:
মেকসিকোতে নিরাপদ আশ্রয় নেবে, না মেয়েটিকে
অ্যাপাচিদের কবল থেকে উদ্ধার করবে?
ওদিকে আইন ধেয়ে আসছে তাকে ধরার জন্যে…
কি করবে বব?

ভয়

কোম্যাঞ্চি এলাকার ভেতর দিয়ে গরুর পাল
নিয়ে যাচ্ছে সাত জন মানুষ।
একে অপরকে ঘৃণা করে ওরা, লোভ লালসা
আর আক্রোশের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-16-8269-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

WANTED
BHOY
Two Western Novels
By: Raoshan Jamil

তেতাল্লিশ টাকা

ওয়ান্টেড : ৫–৯৫

ভয় : ৯৬–২০৮

ওয়ান্টেড

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

গানসাইট শৈলশ্রেণীর ও-পাশে বাঁকা চাঁদ বিশ্রাম নিতেই বেলাভূমি ভেঙে এগিয়ে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। মন্থর গতিতে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে ওরা।

নীরব নিশুতি রাত। শুধু ক্রিকেট পোকা জেগে আছে এখনও। আস্তাবলে তামাটে রঙের একটা ঘোড়া অস্থিরভাবে পা ঠুকছে মেঝেতে, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে কিছু।

ছোট একটা টিলার আড়াল থেকে আরেকজন বেরিয়ে এল। বিশাল বপু, সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে। সরু গলিপথ ধরে শহরের প্রধান সড়কের দিকে হেলে-দুলে এগিয়ে চলল সে। শুধু কামারের কানে ওই শব্দ পৌঁছুল।

রেড ইন্ডিয়ানদের রণকৌশল সম্পর্কে বহু কিছু তার জানা আছে। সতর্ক অবস্থায় চোখ মেলে শুয়ে রইল সে। আনমনে ভাবতে চেষ্টা করল, এই রাত দুপুরে কোন ধরনের লোক রাস্তায় বেরোয়। তবে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না, গভীর ঘুম গ্রাস করল তাকে। মধ্যরাতের অশ্বারোহীর কথা ভুলে গেল কামার।

বড় রাস্তায় উঠল না বিশাল-বপু, মুদিখানার পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর লাগাম টেনে ধরল। প্রথম দুই ঘোড়সওয়ারের চলমান খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

বব হেলার-এর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না কোথাও, যাওয়ার কথাও নয়। অশরীরীর মত ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ববের।

সোজা এগিয়ে গেল দুই ঘোড়সওয়ার, শেষ মুহূর্তে ডানে মোড় নিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে ঝটপট নেমে পড়ল। দুজনের হাতেই রাইফেল। ওরা পজিশন নেয়ার পর অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল গিবসন। রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করাল ঘোড়া। একটা ফলের ক্যান হাতে নামল। ক্যানটা আকারে খুব ছোট, কিন্তু গিবসন মাতৃস্নেহে ধরে রেখেছে।

দরজার নবে হাত দেয়ার আগেই ভেতর থেকে পাল্লা ফাঁক করল হেলার। 'মরচে ধরা সেকেলে সিন্দুক,' বলল ও। 'পানির মত সোজা কাজ।'

হেলারকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল গিবসন। ওই রকম একটা দশাসই শরীর, অথচ বেড়ালের মত নিঃশব্দে পদচারণা করছে। বিশাল লোহার সিন্দুকের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল ও।

ফাঁকা রাস্তাটা আর একবার দেখে নিতে বাইরে গেল হেলার। গিবসন ওদিকে কাজে নেমে পড়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে পেছনে তাকাল হার্ডি। সে বয়সে হেলারের ছোট। লম্বায় দুজনেই সমান, তবে ও একটু রোগা। ক্ষুরধার চেহারা, চোখে-মুখে ভয়ের

লেশমাত্র নেই। জ্বলন্ত সিগারেটের মৃদু আলোয় আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে সেটা।

কিওয়া অনড় দাঁড়িয়ে, মুখে কথা নেই। খর্বকায়, পেশীবহুল শরীর। কলোরাডো থেকে সনোরা পর্যন্ত এই দোআঁশলা লোকটাকে একডাকে সবাই চেনে। সর্বত্র ওর নামে হুলিয়া ঝুলছে।

আবার গিবসনের কাছে ফিরে এল হেলার। নিবিষ্টভাবে সিন্দুক ভাঙতে ব্যস্ত সে। দরদর ঘাম পড়ছে কপাল বেয়ে, দুহাতে শক্ত করে পাল্লার ওপর ড্রিল বিট ঠেসে ধরেছে। ওপর দিকে কোণের প্রথম ফুটোটা প্রায় শেষ করে এনেছে।

'হাত লাগাব?' জিজ্ঞেস করল হেলার।

'না, একাই পারব।'

গিবসন দক্ষ কারিগর, এ-ব্যাপারে তার অহঙ্কারও আছে। গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে টেক্সাসে একবার কিছু দিন জেল খেটেছিল সে। সেখানে এক সিঁদেল চোরের কাছে সিন্দুক ভাঙার কৌশল শিখেছে। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরে এ-কাজে এখন আর ওর জুড়ি নেই। তাড়াহুড়োর কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মাঝে।

ধীর লয়ে বয়ে চলেছে সময়…অদূরেই কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। কয়েক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাতর সুরে প্রতিবাদ করে উঠল একটা রাস্তার কল। খানিক বাদে একটা খালি টিনের বালতিতে জল পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

ঝিম মেরে পড়ে রইল চারজন, তবে জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না। গিবসন ভারি ড্রিলটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। মিনিটকয়েক পর দড়াম করে কোথাও একটা দরজা বন্ধ হলো, তারপর আবার নিঝুম পরিবেশ। ফুটোতে ড্রিলটা বসিয়ে ফের নিজের কাজে মেতে উঠল গিবসন। ঘামে সারা মুখ ভিজে উঠেছে, অথচ সে-দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্নায়ুর চাপ ক্রমশ বাড়ছে, অনুভব করল হেলার। প্রতিটা সেকেন্ড এখন মহামূল্যবান: এখানে যত দেরি করবে, ততই ওদের বিপদ বাড়বে। পশ্চিমের এই শহরগুলো সম্পর্কে ওর ধারণা খুব স্বচ্ছ, এখানকার অধিবাসীদের খেপিয়ে নিস্তার পায় না কেউ। বাজারে আউট-লদের নিয়ে নানা গল্প চালু আছে, কিন্তু ওগুলো স্রেফ রটনা। কোনও বন্দুকবাজ, কিংবা একদল আউট-ল যদি পশ্চিমের কোনও শহরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে চায়, তবে কার আগে কে গুলি খাবে তাই নিয়ে ওই শহরের লোকদের মাঝে প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যাবে।

যেমন, এই শহরের ব্যাঙ্কার লোকটার কথাই ধরা যাক। গৃহযুদ্ধের সময়ে ইউনিয়ন আর্মিতে কর্নেল ছিল সে। তারও আগে, মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট ছিল। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বহু লড়াইতে অংশ নিয়েছে। রাস্তার উল্টো দিকে যে-সেলুনটা আছে, তার মালিক একজন পাকা মোষ শিকারী ছিল। মুদি লোকটা গৃহযুদ্ধ চলাকালে তার রেজিমেন্টের শার্পশুটার ছিল। ওয়াইওমিং আর নেবরাস্কায় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে।

গোটা শহরটাই বলতে গেলে এ-রকম লোকজনে পূর্ণ। জীবনে একটাও গুলি ছোঁড়েনি, এমন তিনজন লোক এখানে মিলবে কিনা সন্দেহ। এই যুগটাই এমন

যে, পশ্চিমের শহরগুলোয় কেবল অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় লোকেরাই পাড়ি জমিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সাহসী, নিজেদের কাজে-কর্মে দক্ষ। বড়াইসর্বস্ব কোন লোক এদেশে ভুলেও থাকতে আসবে না। সাধারণ মানুষের শান্তিতে ব্যাঘাত না ঘটালে বন্দুকবাজ বা আউট-লদের কেউ কিছু বলে না। আর ওরাও শহরবাসীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, সস্তা সেলুন আর বাজারে মেয়েছেলেদের আশপাশে ভিড় জমায়।

একটা গুবরে পোকা গুঞ্জন তুলে উড়ছে আঁধারে, দূরে কোথাও একটা কোয়েল ডাকছে। খিলানের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে হেলার, ড্রিলের একঘেয়ে শব্দ শুনছে।

সে একটা নিরেট বোকা, ভাবল হেলার। এ-ধরনের কাজে হাত দেয়, এমন লোকমাত্রই তাই। আচ্ছা, সে চোর হলো কী করে? চোর শব্দটাতে লজ্জা পেল ও। প্রথমে ব্যাপারটাকে কৌতুককর বলেই মনে হয়েছিল। টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল ওদের। অথচ, শহরে দিনকতক ফুর্তি করতে হলে টাকা চাই। কয়েকটা গরু চুরি করে পরিচিত এক লোকের কাছে বেচে দেয় ওরা।

আবারও সেই ঘটনা ঘটে। চতুর্থবার জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা, গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়ে ওরা। ফলে ওই শহর ছাড়তে বাধ্য হয়।

ওর নামে হুলিয়া জারি হলে কানসাসে পালিয়ে আসে সে। এরপর আর পেছনে তাকায়নি, একের পর এক অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। এবং এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙছে।

চার বছর হলো অপরাধ জগতে বিচরণ করছে সে। অথচ কোনও বাথানে কাজ করলে যে-বেতন পেত, তার চেয়ে মাত্র সামান্য কিছু বেশি রোজগার হয়েছে। তফাত কেবল এটুকুই, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করলে আজ তাকে পালিয়ে বেড়াতে হত না।

কাজ থামিয়ে কপালের ঘাম মুছল গিবসন। প্রথম ফুটোটা শেষ হয়েছে। ঘরে-তৈরি সাবানের একটা বার তুলে নিয়ে সিন্দুকের দরজার চারপাশে গুঁজে দিল হেলার। রাস্তায় পাথুরে জমিতে পা ঠুকল একটা ঘোড়া। গিবসন ড্রিল তুলে নিয়ে নতুন আরেকটা ছ্যাঁদা করতে লেগে পড়ল। ইস্পাতের দাঁতের ঘষায় ধীরে ধীরে সাদা হয়ে উঠছে সিন্দুকের কাঁচা লোহা।

নিঃসঙ্গ কোয়েলটা আবার ফরিয়াদ জানাল। চটাস করে ঘাড়ের ওপর একটা মশা মারল হেলার। মনে মনে মশাটাকে ঝেড়ে গাল দিল।

চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও। হার্ডি এখন আর হেলান দিয়ে নেই। ওর মুখের ভয়লেশহীন ভাব উবে গেছে। রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে ও। কেবল কিওয়া নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ চাপা স্বরে শিস দিল হার্ডি, আলতোভাবে গিবসনের কাঁধে হাত রাখল হেলার। অমনি ড্রিল থেমে গেল। ভৌতিক নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে, শুধু ব্যাংকের ঘড়িটা টিক টিক শব্দে তখনও বেজে চলেছে।

কয়েকটা বাড়ি পরে ও-পাশের রাস্তা ধরে দুটো ঘোড়া হেঁটে আসছে, খুরের শব্দে টের পেল ওরা। ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই সওয়ারি বড় রাস্তা

পেরিয়ে নিশ্ছিদ্র আঁধারে হারিয়ে গেল। টেরও পেল না, এতক্ষণ দুটো রাইফেলের নল তাকিয়ে ছিল ওদের পিঠের দিকে। ওরা চলে যাওয়ার ঝাড়া এক মিনিট পর গিবসনকে ইশারা করল হেলার। ফের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল বিশাল-বপু। কাজ ছাড়া জগতের আর কিছুতে যেন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তার।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। অধীর হয়ে উঠছে হেলার। জিভ শুকিয়ে খটখট করছে। স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছে। কারণ, কোন লোক বেআইনি পথে পা বাড়ালে প্রতিটা লোক তার শত্রু হয়ে ওঠে। সে পথচলতি যে-কোন লোকের টার্গেট হতে পারে। সাধারণ মানুষের শত্রু হয়ে ওঠে সে; তবে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সাধারণ মানুষ তার শত্রু হয়ে ওঠে।

রাস্তায় অস্থিরভাবে আবার পা ঠুকল একটা ঘোড়া, হার্ডি আরেকটা সিগারেট ধরাল। ড্রিল মেশিনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, পাল্লার চারপাশে সূক্ষ্ম ফাটল সাবান দিয়ে ভরাট করল গিবসন। তারপর চাবি ঢোকানোর গর্তে সাবান গুঁজে স্বল্প সময়ের একটা ফিউজ ঢুকিয়ে দিল।

পেছন দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটা জীর্ণ শতরঞ্চি সঙ্গে এনেছিল হেলার। সিন্দুকের ওপর সে ওটা বিছিয়ে দিল। ব্যাংকের আস্তাবল থেকে নিয়ে-আসা ছেঁড়া কম্বলগুলো দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিল সিন্দুকটা। তারপর দুজনে মিলে ব্যাংকের সব জানালা খুলে দিল যাতে শকওয়েভে কাচ ভেঙে না যায়। কাচ ভাঙলে লোকজন জেগে যায়, কিন্তু শকওয়েভের শব্দ হয় না।

দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে হার্ডি আর কিওয়ার দিকে তাকাল হেলার। 'রেডি?'

হাত তুলে সায় জানাল ওরা। কিওয়া এগিয়ে এসে সবকটা ঘোড়ার লাগাম ধরল।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল হেলার। 'ওকে, গিব।'

বাইরে দুই প্রহরী রাইফেল বাগিয়ে ধরল। কিওয়া ঘোড়াগুলোর কানে কানে কিছু বলল। গিবসন ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, এবার সে ওটা ফিউজে ছোঁয়াল। চটচট শব্দে পুড়তে লাগল ফিউজ। মাথা দুকাঁধের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে এল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় মিশে গেল দেয়ালের গায়ে।

কোয়েলটা ডাকল, তবে ওর কান্নার আওয়াজ ব্যাংকের ভেতরে চাপা একটা 'বুম' শব্দের তলায় ঢাকা পড়ে গেল।

হেলার আর গিবসন দৌড়ে সিন্দুকের কাছে গেল। কটু গন্ধের ঝাপটা লাগল নাকে। একটামাত্র কবজার সঙ্গে তখনও আত্মীয়তা বজায় রেখে অসহায়ভাবে ঝুলছে ভাঙা পাল্লাটা।

সিন্দুকের মালপত্র মেঝেতে ঢেলে ফেলল হেলার। তিক্ত সুরে কাকে যেন গাল বকল। সোনার ভারি থলেটা গায়েব হয়ে গেছে।

একটা ট্রেতে ভাঙতি পয়সা পেল কিছু। গিবসনের ব্যাগে ট্রেখানা উপুড় করে দিল সে। আরেকটা ড্রয়ার হাতড়ে অল্প কয়েকটা ডলার মিলল।

অদূরে কোন একটা বাড়িতে দরজা খোলার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে গুলি ছুঁড়ল হার্ডি। আশপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই আওয়াজ গোটা তল্লাট মুখরিত

করে তুলল।
চিৎকার শোনা গেল একটা, পরক্ষণে বাফেলো গানের বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেল। তার জবাবে কিওয়ার উইনচেস্টার গর্জে উঠল একবার।
হেলার উঠে দাঁড়াল। 'সব ফক্কা, চলো কেটে পড়ি!'
দীর্ঘ তিন কদমে বাইরে চলে এল গিবসন, দ্রুত নিজের ঘোড়ার পাশে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল। হেলার খিড়কি পথে বেরিয়ে এল। আরেকটু হলেই একটা কুঠারে পা বেধে পড়ে যাচ্ছিল, ওই কুঠারটা দিয়েই খিড়কির তালা ভেঙেছে সে। ওদিকে রাস্তায় তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে।
হেলার ঘুরপথে এসে দেখল, ইতিমধ্যে স্যাডলে চড়ে বসেছে হার্ডি। কিওয়া তার ঘোড়ার লাগাম হাতের সঙ্গে পেঁচিয়ে হিসেব করে গুলি ছুঁড়ছে।
'চলো!' বলল হেলার।
লাফিয়ে জিনে উঠে বসল ইন্ডিয়ান। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গলির পথ ধরল চার অশ্বারোহী। খটাস শব্দে একটা জানালা খুলে গেল, ওদের লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল এক লোক। গিবসনের পয়েন্ট ফোর ফোর গর্জে উঠল একবার, জানালার ওপাশে আর্তনাদ করে উঠল কেউ এবং রাইফেলটা টুপ করে পড়ে গেল রাস্তায়।
উইলো বনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল ওরা। একটা ঝরনা পেরিয়ে দক্ষিণে মোড় নিল। ওরা বেশি জোরে ছুটছে না, তবে ধাওয়া খেলে দ্রুত পালানো যাতে সম্ভব হয়, সে-জন্যে ঘোড়াগুলো তৈরি রেখেছে।
পেছনে শহরের দিক থেকে কয়েকটা এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ ভেসে এল, কিন্তু ততক্ষণে ওরা বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাইফেলের নাগালের বাইরে চলে এসেছে।
হেলার প্রায় দুমাইল অবধি একই গতিতে ছুটল তারপর ডান দিকে ঘুরে একটা ঝরনায় নামল। বাকি সবাই অনুসরণ করল ওকে। একটা পাহাড়ী কারনিসের কাছে ঝরনাটা পেরিয়ে ফের জলে নামল। প্রায় পোয়ামাইলের মত ভাটিতে গিয়ে একটা বালুময় ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে উঠে এল।
পুরু বালুতে ওদের খুরের ছাপ পড়ছে, তবে খুব অস্পষ্টভাবে। দেখে চেনার উপায় নেই, বোঝাও যাবে না ছাপগুলো কতক্ষণ আগের।
'কত মিলল?'
হার্ডি ওদের ভেতর সবচেয়ে ছোট, কৌতূহলও তাই বেশি। ওর ধারণা, প্রতিটা দাঁও মোটা হবে। অনেকক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ডাকাতিতেও যে শূন্য হাতে ফিরতে হয়, সেটা এখনও শেখেনি।
'এক রতি সোনাও ছিল না। নোট আর খুচরো মিলিয়ে শ-দুয়েক ডলার হবে।'
'ধুস, শালা!'
হার্ডির বিরূপ মন্তব্যে কেউ প্রতিবাদ করল না, কথা বলার মত মানসিক অবস্থা এখন কারও নেই। খালি সিন্দুক, তবে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেবে না লোকে। ওদের ধরার জন্যে হন্যে হয়ে উঠবে। হেলার পশ্চিমা শহরগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র জানে, উত্তেজনার খোরাক এখানে খুব বেশি মেলে না। ডাকাতির ফলে সে-

খোরাক পাবে ওরা– এবং সেটা পুরোমাত্রায় গ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না। পোসি গঠন করা হবে। ঝানু সব লোক থাকবে সেই দলে।

সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে গিরিখাত বেয়ে এগিয়ে চলল হেলার, যেন দিনের আলোয় পথ চলছে। শরীরে হিমশীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বুঝল পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে। আকাশের গায়ে বিশাল নচ চোখে পড়ল ওর : মুখব্যাদান করে ভেংচি কাটছে ওদের। একটা দুরারোহ ট্রেইল ধরে সে-দিকে এগিয়ে চলল ও। ওর ঘোড়ার পায়ের নীচে নুড়িপাথর পিছলে যেতে চাইছে।

ঘোড়ার পক্ষে চড়াইটা দারুণ বিপজ্জনক, তবে এতে পেছনে কোন ট্র্যাক পড়বে না। মেসায় উঠে ঘোড়াগুলোকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম দিল। ভোরের আগে ওদের পিছু নেয়া সম্ভব হবে না, সূর্য উঠতে এখনও চার ঘণ্টা বাকি আছে।

সারা রাত ছুটে চলল ওরা। আকাশের রং ফিকে হতে শুরু করেছে। একটা সরু ক্যানিয়নের ভেতর ওদের নিয়ে গেল হেলার। সেখানে বাঁশের খুঁটি-ঘেরা একটা আস্তাবলে চারটে ঘোড়া বাঁধা আছে। পাশেই, একটু ভেতরে, একটা নড়বড়ে কুটির চোখে পড়ল ওদের।

উনুনে কফির জল চড়িয়ে নাস্তা বানাতে বসল গিবসন। পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পিঠ থেকে জিন নামিয়ে নিল কিওয়া, তারপর পাছার কাছে মৃদু চাপড় মেরে খেদিয়ে দিল। মালিকের বিনা-অনুমতিতে ওগুলো ধার করেছিল ওরা, এখন ছাড়া পেয়ে স্বগৃহে ফিরে যাবে। আস্তাবলে অপেক্ষমাণ চারটে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল সে।

ওরা ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে নীরবে নাস্তা খেলো। কারও মনে কথা বলার ইচ্ছে জাগছে না। গতরাতের কাজটায় অনেক স্বপ্নের হাতছানি ছিল, অথচ কিছুই হলো না। তাই ভীষণ হতাশ বোধ করছে।

ওদের কেউ আহত হয়নি, কাউকে খুনও করেনি। তবে, পালাতে আর একটু দেরি হলে এতক্ষণে অন্তত একজন যে মারা যেত– তাতে ওদের কোন সন্দেহ নেই।

'তা,' নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল হার্ডি, 'জেসি জেমসও তো কয়েকবার ঠকেছে এ-রকম।'

কোন জবাব না পেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। বলল, 'তবে শোনা যায় মিসৌরিতে কোন এক গুহায় নাকি দশলাখ ডলার পুঁতে রেখেছে সে। আমার ওটা খুঁজে বের করার ইচ্ছে আছে।'

'এ-সব কথায় কান দিও না,' বলল গিবসন। 'চাইলেই যে-কেউ হিসেবটা মিলিয়ে নিতে পারে। ষোলো বছরের দস্যু-জীবনে জেমসের দল পুরো চার লাখও কামাতে পারেনি। সেটাও আবার ছ থেকে বারোজনের মধ্যে ভাগ হয়েছে। আরে, বাপু, অধিকাংশ সময়েই তো সফল হয়নি ওরা।'

কফিতে চুমুক দিয়ে গিবসন বলল, 'সিন্দুকটা যে অত সহজে ভাঙা যাবে আমি ভাবতেই পারিনি। কেন যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না।'

কফি পান শেষে সবাই উঠে দাঁড়াল। গিবসন মাটি দিয়ে আগুন চাপা দিল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখে নিল ওরা কোন ভুলচুক রয়ে গেল কিনা, তারপর

ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো।

শ্রান্তি বোধ করছে হেলার। ঘোড়ার দুলকি চালে ঝিমুনি আসছে। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা হবার নয়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা সোনার হরিণের মত– ধরতে গেলেই ছুটে পালায়।

পর্বতগুহায় মুখ লুকিয়েছে অন্ধকার। সোনা-রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক। ক্রমশ তেতে উঠছে রোদ। পাহাড়ের কিনারে এসে রাশ টেনে ধরল হেলার, তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করল। লু হাওয়ায় চিকচিক করছে বালু।

কোন মানুষ যখন আউট-ল জীবন বেছে নেয়, তখন তার সামনে কেবল অনন্ত আনন্দোল্লাসের ছবিই ভাসে। নিদ্রাহীন অনাহারী পথশ্রমের কথা ভাবে না সে; এই সত্যটা মনে থাকে না যে, সে যে-কোন শান্তিপ্রিয় মানুষের বন্দুকের নিশানা হতে পারে।

একটা সময় ছিল যখন সে···চকিতে তার মানসপটে ওবারো শহরের ছবি ভেসে উঠল।

হেলার আসলে ওবারোর স্মৃতি ভুলতে পারেনি কখনও। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী শহর। স্থানীয় একটা বাথানের নামে ওটার নামকরণ হয়েছে কারণ ওই বাথানের রেঞ্জেই শহরটা গড়ে উঠেছে। বাথানটার নাম, ও বার ও। তবে সেটা একদিনে হয়নি, সময় লেগেছে। প্রথমে স্টেজ থামতে শুরু করে। তারপর সাপ্লাই পয়েন্টে পরিণত হয়, আশপাশের অঞ্চল থেকে লোকজন ওই র‍্যাঞ্চে এসে তাদের মাল ডেলিভারি নিত। ধীরে ধীরে এই ভাবে শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে।

হেলার ওই বাথানের পাঞ্চার ছিল। ওখানে অনেক দিন কাজ করেছে। সেই সূত্রেই পিট রানিয়ন-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। পিট কাজের লোক, যে-কোন আউটফিটই গর্ব করতে পারে ওকে নিয়ে। সর্বদা এক সাথে থাকত দুজনা। যেন ছায়া আর কায়া। কখনও কারও সাথে ঝগড়া বাধলে একত্রে মোকাবেলা করত। আবার নিছক মান-অভিমানের কারণে খটাখটিও লাগত দুজনার।

ওই শহরের এক মেয়েকে ভালবাসত হেলার। অনেক কল্পনার জাল বুনেছিল ওকে ঘিরে।

সে-সময়ে ওদের রেঞ্জে মার্কাবিহীন অনেক গরু-মোষ চরতে আসত। মাঝে-মধ্যে কখনও ফুর্তি করার সাধ জাগলে ওগুলোর কয়েকটাকে শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দিত ওরা। তবে কাজটা সহজ মনে হলেও ততটা সহজ ছিল না আসলে; পয়সাঅলা র‍্যাঞ্চারদের ধারণা তাদের সীমানায় যত পশু চরে সবগুলোর মালিক তারা। মার্কা না থাকলেও পরোয়া নেই।

বস্তুত, স্বত্বহীন গবাদি পশুর সংখ্যা তখনকার দিনে নেহাত কম ছিল না। তা ছাড়া, গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অসংখ্য গরুর মার্কা লাগানো সম্ভব হয়নি। লোকজন তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। অধিকাংশই বাড়িছাড়া। ফলে, যুদ্ধের পর ওদের স্বত্ব খুঁজে বের করার কোনও উপায় রইল না, আর সেই সুযোগে সম্পদশালী বাথান মালিকেরা ওগুলো আত্মসাৎ করল।

গরু বিক্রির অপরাধে হেলার আর রানিয়ন বাথান থেকে বিতাড়িত হয়। সে-

বারের শীতটা ওরা চোরাই মালের ওপর দিয়েই পাড়ি দেয় কোনওমতে। তবে এ-বার আর বাছবিচার করেনি, সুযোগ পেলে মার্কা আছে এমন গরুও চুরি করেছে।

এর কিছু দিন বাদে পিট রানিয়ন শেরিফ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পাস করে। এবং তারপর ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে।

এই ঘটনার দুরাত পর হেলার ডেনভার-রিওগ্রান্ড ট্রেনে চাপে। পথে একটা বেওয়ারিশ ঘোড়া দেখতে পেয়ে নেমে যায়। এক হপ্তা বাদে সেই একই ট্রেন ধরে ফিরে আসে সে।

সীমান্তের দক্ষিণে পোকার খেলা নিয়ে এক লোকের সাথে ওর ঝগড়া বাধে। লোকটাকে সে খুন করে। এখানেই কিওয়া আর গিবসনের সাথে ওর পরিচয় হয়। এর চারমাস পর, হার্ডি যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

ওবারো শহরে একটা ব্যাঙ্ক আছে। সাধারণত প্রচুর সোনা মজুদ থাকে ওখানে। ব্যাঙ্কটাকে ঘিরে শহরবাসীদের মনে একটা চাপা অহঙ্কার রয়েছে; আজ পর্যন্ত লুট হয়নি ওটা। এ-যাবৎ তিনবার চেষ্টা হয়েছে, এবং শহরবাসীরা ডাকাতদের জন্যে পাহাড়ের গোড়ায় একটা নতুন কবরখানা স্থাপন করেছে। সাতজন লোককে গোর দেয়া হয়েছে ওখানে। কবরখানাটা হেলার চেনে– প্রথমজনকে গোর দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

প্রতিটা দোকান আর অফিসে বন্দুক আছে, সর্বদা তৈরি-অবস্থায় থাকে। অচেনা কোনও লোক ব্যাঙ্কের কাছে ঘুরঘুর করলে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। শহরবাসীরা যে-কোনও মূল্যে তাদের ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। ব্যাঙ্ক অভ ওবারো কেউ লুট করতে চাইলে তাকে এমন এক শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, মার্কসম্যান হিসেবে যার বাসিন্দাদের নামডাক আছে।

ঠায় ছুটে চলেছে চারজন। গিবসনের মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। হেলারের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। পালানোর রাস্তা তৈরি থাকে। দিশেহারা হতে হয় না। প্রতিবারই ধাওয়াকারীদের ফাঁকি দিতে সক্ষম হয় কারণ আগেভাগে সব পরিকল্পনাও সেরে রাখে।

শুরুতেই হেলার চাতুর্যের সাথে ওদের ট্র্যাক মুছে ফেলে। ফলে পোসি নাজেহাল হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে ওদের ঘোড়া। ওরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেলার যে-জায়গায় ঘোড়া বদলায়, সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

যেমন এবার– ওই বালুময় গিরিখাত আর পাথুরে ঢাল বেয়ে আসতে যে-কোনও ঘোড়ারই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ঘোড়ার সূত্র ধরেও ওদের হদিস মিলবে না, ডাকাতির সময় কখনও নিজেদের ঘোড়া ব্যবহার করে না ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি?' শুধাল হার্ডি।

'হানির ওখানে,' বলল হেলার।

নিজের টুপিটা কপালের ওপর আরেকটু টেনে দিল কিওয়া। হানির আস্তানা ওবারো থেকে খুব একটা দূরে নয়। ওই শহরটাকে সে মোটেও পছন্দ করে না। ওটা পিট রানিয়নের শহর। আর পিট একজন ধুরন্ধর শেরিফ। এককালে নিজেও আউট-ল ছিল, ফলে ফন্দি-ফিকির সবই তার জানা আছে।

'ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল হার্ডি।

'কেন, আপত্তি আছে?'

হার্ডি হাসল। 'বেয়াড়া ঘোড়া। তবে এটাও ঠিক এমন কোনও ঘোড়া নেই, যে পোষ মানে না।'

তীব্র রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আড়চোখে হেলারকে দেখল গিবসন। হার্ডি একটুও বাড়িয়ে বলেনি। সব ঘোড়াই বশ মানে, তবে সেটা নির্ভর করে সওয়ারির দক্ষতার ওপর।

কিন্তু ওবারো শহরে ডাকাতির চিন্তা রীতিমত দুঃসাহসের সামিল। ওখানে রানিয়ন রয়েছে…

দুই

স্যান্ড ট্যাঙ্ক মাউন্টেন্সে একটা নির্জন জায়গা আছে। খুব কম লোক ওটা চেনে। আর যে চেনে, বিশেষ একটা নচের ভেতর দিয়ে টেবিল টপ পীক চোখে পড়ামাত্র রুক্ষ উষর পাহাড়ের দিকে সে তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

নুড়িপাথর আর ফণিমনসার ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে তার চোখে পড়বে একটা বক্র ক্যানিয়ন। ওই ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ওপরে উঠে গেছে। একদম শেষপ্রান্তে, একটা মালভূমিতে গিয়ে ট্রেইলটা শেষ হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, শূন্য থেকে ঝুলছে ওটা।

জায়গাটা আসলে ছোট একটা পকেটের মত। তবে প্রচুর ঘাস জন্মায়। ঝরনাও রয়েছে। প্রাচীন ঝুরিবহুল একটা সিডার গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ঝরনাটা। অনায়াসে কয়েকজন লোক লুকিয়ে থাকতে পারবে এখানে। এমন কী ধার ঘেঁষে চলে-যাওয়া কোনও অশ্বারোহীও দেখতে পাবে না তাদের। তবে এই জায়গাটা যারা চেনে, তাদের স্মৃতিতে তেমন কোনও ঘোড়সওয়ারের অস্তিত্ব নেই।

উপত্যকা থেকে তিনটে অস্পষ্ট ট্রেইল সামনের বিপদসঙ্কুল পার্বত্যাঞ্চলের দিকে চলে গেছে। কোনও পলায়নপর লোক ওই ট্রেইল ধরে সহজেই লোকচক্ষু ফাঁকি দিতে পারবে।

এই ঝরনার কথা যারা জানত, গৃহযুদ্ধের সময় তারা প্রায় সবাই নিহত হয়েছে। অনেকে আবার রোগে-শোকে তার আগেই মারা গেছে। ফলে, দু-একজন অ্যাপাচি কিংবা পিমা ছাড়া ঝরনাটার কথা আজ আর কারও মনে নেই।

কিন্তু বিল হাডসন-এর ঠিক মনে আছে। একটা সময় ছিল যখন সে প্রায়ই এখানে আসত। এর নির্জনতায় আশ্বস্ত হত। হাডসন শক্ত-সমর্থ মানুষ, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝায় পোড়-খাওয়া। আজ আবার সে এই ঝরনার ধারে ফিরে এসেছে। এবার সঙ্গে করে মেয়েকে নিয়ে এসেছে ও।

লাগাম টেনে ধরল হাডসন। সিগারেট বানানোর ফাঁকে নচের দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে তাকাল। ওটাঁর ফাঁক দিয়ে টেবিল টপ পীকের আউটলাইন দেখা যায়। মাটির দিকে চোখ ফেরাল। জংলা ঘাস জন্মেছে ট্রেইলে, শ্যাওলাও দেখা যাচ্ছে কিছু। তবে ট্রেইল বলতে যা বোঝায়, সত্যিকার অর্থে তেমন কিছু কখনও ছিল না ওখানে।

ওদের সামনেই দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে স্যান্ড ট্যাঙ্ক পর্বতমালা। ওখানে সবুজের চিহ্ন একরকম নেই বললেই চলে। লরার সাথে একটিও কথা না বলে সাদা রঙের একটা উজ্জ্বল পাথরখণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হাডসন। পাথরখণ্ডের কাছে এসে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরতেই বক্স ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল।

ওপরে ওঠার ট্রেইলটা ভাঙা-চোরা অস্পষ্ট, কিন্তু বিল হাডসন রওনা হলো তবু। ওর পেছনে লরা হাডসন। নিঃসঙ্গ পাথর আর ফণিমনসা ঝোপের ভেতর দিয়ে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ, চুড়োর প্রায় কাছাকাছি এক জায়গায় ঝপ করে ঢালু হয়ে গেল ট্রেইলটা। লরা লক্ষ করল, বাবার পেছন পেছন মালভূমিতে এসে হাজির হয়েছে সে।

ওদের সামনে বিশাল এক প্রান্তর– মরুপাহাড় আর উপত্যকায় পরিপূর্ণ। এখানে-সেখানে বালিয়াড়ির শুষ্ক শুভ্র রেখা ছবির মত দেখাচ্ছে। বিধাতাপুরুষ যেন সোনালি ইজেলের ওপর অঙ্কনশেষে শুকনো তুলির আঁচড় বুলিয়েছেন কয়েকটা। ওরা এখন ঠিক চুড়োর নীচে, এবং সংলগ্ন ভূপৃষ্ঠ থেকে দুহাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে।

'ওই গাছের আড়ালে একটা ঝরনা আছে,' বলল হাডসন।

'কী চমৎকার জায়গা! সত্যি, তুলনা হয় না, বাবা!'

'এবার নেমে কফির জোগাড় কর। আমি কাঠ নিয়ে আসছি।' মেয়ের অনুভূতি ওর মাঝেও সংক্রমিত হলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে নজর বোলাল হাডসন। সবুজ ঘাস; গাঢ় সবুজ সিডার আর কালচে ক্যাকটাসের ঝোপের বাতাসে অল্প অল্প দুলছে, পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে তারই এক জাফরি-কাটা নকশা।

'এই রূপ আগে খেয়াল করিনি, লরা। সত্যি, তুলনা হয় না।'

একটা বিশাল পাথর কাত হয়ে আছে, এক জায়গায় ভাঙা। চোরা-কুঠরির মত দেখাচ্ছে জায়গাটাকে। সে-দিকে এগিয়ে গেল হাডসন। পাথরটার গায়ে খোদাই-করা কথাগুলো পনেরো বছর পরেও দিব্যি জ্বলজ্বল করছে।

বন্দুকবাজ বার্ট কারনাভন এখানে
চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে।
১৮৬৬

'বন্দুকই ওর সব ছিল, বন্দুকেই মরেছে,' অস্ফুট সুরে বলল হাডসন। 'ভাল লোক ছিল...খুব ভাল।'

'কে, বাবা?'

চোখ পাকিয়ে পেছন ফিরল হাডসন। নিঃশব্দে কেউ তার পেছনে এসে দাঁড়ালে হাডসনের মেজাজ বরাবর বিগড়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন কেউ পারত না এটা; এমন কী কোনও সাপ, কয়োট. বা অ্যাপাচিও নয়। মেয়েকে দেখে

ওর রাগ পানি হয়ে গেল। অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়েটা। এই চেহারার দিকে যে-কোনও পুরুষকে ফিরে তাকাতেই হবে।

আচ্ছা সমস্যা! ও এখন আর ছোটটি নেই! লতার মত দ্রুত বেড়ে উঠছে, আর এটা তাকে ভাবনায় ফেলেছে। কোনও মেয়েকে এভাবে কেউ মানুষ করে না। এখন যদি একটা ছেলে থাকত, তবে মানুষ করা অনেক সহজ হত ওর পক্ষে। কিন্তু লরা তার নারীসুলভ আচার-আচরণ দিয়ে ওকে ক্রমাগত চমক দিয়ে চলেছে।

'একজনের কবর।'

'পরিচিত কেউ, বাবা?'

'হ্যাঁ, আমি-ই কবর দিয়েছিলাম।'

কয়েকটা ঝরা-ডাল কুড়িয়ে নিল হাডসন! উদাস মনে মরা-পাতা ছিঁড়তে লাগল।

'বাবা, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি লোকবসতি আছে?'

'আছে।' ওর দিকে চকিতে তাকাল হাডসন। মেয়ের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের সুর তার কান এড়ায়নি। 'খুব নিঃসঙ্গ লাগছে, নারে? অ্যাদ্দিনে তোর অনেক বন্ধু হওয়ার কথা ছিল।'

কোনও মানুষেরই উচিত নয় তার মেয়েকে গৃহবন্দী করে রাখা। লোকজনের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন আছে। অন্য মহিলাদের কাছ থেকে মেয়েলী ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। পুরুষ বন্ধুও দরকার, সজ্জন পুরুষ। স্বীকার করতে দোষ নেই, এ-বিষয়ে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। মেয়ের কোনও সাহায্যে আসবে না।

বার্ট হলে পারত। লোকটা ফেরেশতা ছিল না বটে, তবে মেয়েদের সাথে মধুর ব্যবহার করত। পিস্তলে খুব পাকা হাত ছিল, দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারত। তবে কারও কখনোই এ-কথা মনে করা উচিত নয় যে, তার চেয়ে দক্ষ বন্দুকবাজ আর নেই। কখন তার বন্দুক বিগড়ে বসবে, এটাও আগেভাগে আন্দাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ বাদে, লরা কম্বলের ভেতর গুটিসুটি মেরে ঢুকে যাবার পর, উবু হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে দুটো আধ-পোড়া কাঠ তুলে নিল সে। আগুন নিভে আসছে, সেও চায় না ওটা আর জ্বলুক।

শুয়ে পড়ল হাডসন। গানবেল্ট শিয়রের কাছে এমনভাবে রাখল, যাতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। সিডার গাছের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশটাকে একবার দেখে নিয়ে চোখ মুদল···

হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে তাকাল সে···দু-একটা কয়লা এখনও জ্বলছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের আভাস দিচ্ছে। কান খাড়া করে নিঃসাড়ে পড়ে রইল হাডসন।

শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে, গাছের আড়ালে তার খানিকটা ঢাকা পড়েছে। প্রথমে জল গড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পেল, পরক্ষণেই যে-আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে, তার কান সে-আওয়াজ শনাক্ত করল।

ঘোড়সওয়ার…

উঠে বুটজোড়া পায়ে লাগিয়ে নিল হাডসন। 'লরা?'

'আমিও শুনেছি, বাবা।'

মেয়ে বটে একখানা! কোনও ব্যাপারেই ভড়কে যায় না। অবশ্যি সেও জীবনের রূঢ় দিকটা কখনও লুকিয়ে রাখেনি ওর কাছে। বিপদকে চিনতে শিখেছে ও। ওর চোখের সামনে একজন লোককে খুন করেছে সে…লোকটা ওর সম্পর্কে অশালীন উক্তি করেছিল। ঝাঁকড়া-চুলো ওই লোক বেশ তাগড়া জোয়ান ছিল। লরার পাশে-দাঁড়ানো পলিতকেশ বৃদ্ধকে একটুও পাত্তা না দিয়ে কটূক্তি করায় লাশ হতে হয়েছে তাকে।

'জলদি কাপড় পরে ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়া!'

হাত বাড়িয়ে কম্বলের তলায় স্কার্টটা টেনে নিল লরা। ওর বাবার মতই ঝটপট তৈরি হয়ে নিল। ঘোড়া দুটোর কাছে গিয়ে আদর করল ওদের যাতে চুপ করে থাকে।

হাডসন ট্রেইলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। নীচের ওই ট্রেইলের তিনশো গজ পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি ওর আওতার মধ্যে আছে। কিন্তু ওকে তো কারও খোঁজার কথা নয়, বহুদিন হলো ও-সব ছেড়ে দিয়েছে সে। ধারে-কাছে এমন কোনও আউট-ল নেই যে এ-জায়গার খোঁজ জানে।

চারজন অশ্বারোহী…

নিশ্চয়ই সারা রাত ধরে চলছে ওরা। দ্বিতীয় লোকটাকে বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। স্যাডলে বসার ঢংটা পরিচিত। ওই বিশাল বপু সে আগে কোথাও দেখেছে।

গিবসন। ও যখন আছে, দলটা নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। আর যে-লোক গিবসনকে চালাতে পারে, সে-লোকও তুখোড় না হয়ে যায় না।

ট্রেইল ধরে ছুটে-আসা লোকগুলোর ওপর নজর রাখল হাডসন। এই চন্দ্রালোকেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, সচরাচর কাউহ্যান্ডরা যে-ধরনের ঘোড়ায় চড়ে, ওদেরগুলো তার চেয়ে উন্নতমানের। বক্স ক্যানিয়নে ঢোকার মুখে যে-ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখান থেকে এখনও কিছুটা দূরে আছে ওরা। ওই চারজন কি এখানে আসছে?

ওই লোকটা গিবসন হয়ে থাকলে, এ-জায়গা ওর পরিচিত। ওরা এখানেই আসছে, নাকি ওবারোতে যাচ্ছে?

'সরে পড়তে হবে,' ফিসফিস করে লরাকে বলল ও। সোরেলের পিঠে জিন চাপিয়ে বেল্ট বাঁধার জন্যে পেটের কাছে হাত দিল। হঠাৎ টের পেল, সোরেলের পেট ফুলে উঠেছে। হাডসন বাধা দেয়ার আগেই হ্রেষারব করল ঘোড়াটা– নিশ্চয়ই বাতাসে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়েছে।

রাইফেল হাতে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল হাডসন। ওত পেতে রইল। থমথমে পরিবেশ। একা এ-অবস্থা সামাল দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। লরা, সম্ভবত ওর মনের ভাব টের পেয়ে, স্ক্যাবার্ড থেকে নিজের রাইফেলটা টেনে নিয়ে মালভূমির কিনারে গিয়ে বসল।

পেছন দিকে আরও একটা ট্রেইল আছে। সেখানে একটা টিপির মাথায় দাঁড়িয়ে লরাকে পজিশন নিতে দেখল হেলার। নড়াচড়ার ধরন থেকে বুঝতে পারল, রমণী। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে উঠছে পুব আকাশ। এখন ওকে অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল হেলার। ঝট করে ঘুরে ওর দিকে রাইফেল তাক করল মেয়েটা।

'ভয় নেই, ক্ষতি করব না,' বলল হেলার।

'আমিও না,' জবাব দিল লরা। হেলার দেখল, ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; আগ্রহে, উত্তেজনায়।

পেছন থেকে গিবসনের গলা ভেসে এল। 'আরে, বিল যে! আমার ধারণা ছিল বহু আগেই পটল তুলেছ তুমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদের ডাকল গিবসন। 'চলে এসো। আমার পরিচিত লোক।'

মেয়েটার দিকে তাকাল হেলার। এক কথায়, অপূর্ব সুন্দর। 'শুনলে তো, কী বলল?' হেলার হাসল। 'আমরা বন্ধু। গিবসন তোমার বাবাকে চেনে।'

'আমার বাবা,' দ্রুত উত্তর দিল লরা, 'এমন অনেক লোককে চেনেন যাদের সাথে কখনও মিশব না আমি। কাজেই লক্ষ্মী ছেলের মত আমার আগে আগে যাও। কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করো না, তা হলে আবার তোমার বন্ধুদেরকে তাদের আরেক বন্ধুর লাশ কবরে নামাতে হবে।'

হেলার খুব লম্বা। পেটা শরীর। ওর রোদে-পোড়া তামাটে চেহারায় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এক ধরনের আকর্ষণও আছে। হাসলে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ও হাসছে।

'পাশাপাশি হাঁটলে কেমন হয়?'

তিন

'ভয় নেই, এ-লোক কোনও ক্ষতি করবে না,' মেয়েটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হেলারকে বলল গিবসন। 'এক সময় আমি ওর সাথে কাজ করেছি।'

ইশারায় হেলারকে দেখিয়ে দিল গিবসন। 'বিল, এর নাম হেলার।'

'নাম শুনেছি।' সতর্ক চোখজোড়া হেলারের সর্বাঙ্গে দ্রুত একবার ঘুরে এল। তারপর মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। 'এই আমার মেয়ে, লরা। ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছি আমরা।'

বিল হাডসনের কাঁধ ঝুলে পড়েছে, বয়সের চেয়ে একটু বেশি বুড়োই দেখায় ওকে। তাই বলে ওকে হালকাভাবে নেয়া ঠিক হবে না, জীবনের বহুবিচিত্র চড়াই-উতরাই পার হয়েছে, বুদ্ধিমান লোক। এই ধরনটা হেলারের চেনা। এদের অধিকাংশ লোক পর্বতারোহী কিংবা খনিসন্ধানী হিসেবে অল্প বয়সে পশ্চিমে এসেছে। নিঃসঙ্গ সংগ্রামী জীবন কাটিয়েছে। নিজের সহ্যশক্তির ওপর নির্ভর

করেছে পুরোপুরি।

'কোনও চাষার সাথে ওর বিয়ে দিতে যাচ্ছ বুঝি?' ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করল গিবসন।

'তুমি যদি ভেবে থাকো কোনও আউট-লয়ের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব, তা হলে ভুল করেছ।' একটু দূরে-দাঁড়ানো হেলারের দিকে তাকাল হাডসন। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না সে। 'তোমরা সম্ভবত ওবারোতে যাচ্ছ। আমার পরামর্শ, না গেলেই ভাল করবে।'

'ওকে তুমি চেনো না।'

'পিট রানিয়নকে চিনি।' মেয়ের দিকে তাকাল হাডসন। ওদের ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লরা। সকাল হয়ে এসেছে, যাত্রার সময় হয়েছে। 'পরে কিন্তু এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাদের সাবধান করা হয়নি।'

বিল হাডসন ওদের চলে যেতে দেখল। একেবারে ট্রেইল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বিদায় জানাল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল লরা।

'এ-সব লোকজনের কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকবি, লরা। ওরা ভাল নয়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে সত্যিকারের যোগ্য লোক পাওয়া ভার। অবশ্যি এদের বেলায় কথাটা তেমন খাটে না···নিজেদের লাইনে ওরা সবাই দক্ষ। ওই গিবসন লোকটাকে অনেক আগে থেকে চিনি আমি। আর হেলারও পশ্চিমে একটা পরিচিত নাম।'

হাডসন ঘুরে দাঁড়াল। এ-জীবন ওরাও বেছে নিতে পারত। এই দীর্ঘ বন্ধুর যাত্রা; পালিয়ে বেড়ানো। কিন্তু সে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা শান্তির নীড় চায়। সেখানে একটা ছোটখাট বাথান গড়ে তুলবে; চাষ করতে পারবে সেই ফল যার গল্প সে এতদিন কেবল শুনেই এসেছে। ওখানকার রৌদ্রস্নাত সৈকত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'ও খুব হ্যান্ডসাম, বাবা। ওই লম্বা লোকটা।'

'আর কক্ষনো এ-সব কথা মুখে আনবি না। এখনও বুঝতে পারছিস না, ও তোর যোগ্য নয়।'

ওবারো কিংবা তার আশপাশে কোথাও হামলা করা হেলারের জন্যে মারাত্মক বোকামি হবে। এ পর্যন্ত কেউ ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে পারেনি, পারবেও না– অন্তত রানিয়ন যতদিন শেরিফ থাকছে ততদিন নয়। আর ওখানকার বাসিন্দারাও সব কঠিন লোক, ওদের ঘাঁটালে নিস্তার নেই।

চিন্তার খাত পরিবর্তন করল হাডসন, ক্যালিফোর্নিয়ার কথা ভাবতে লাগল। ওখানে সে কোথায় যাচ্ছে, জানে। তার পরিচিত জায়গা, একবার স্টেজ থেকে নেমেছিল। নাম, অগুয়া ক্যালিয়েঁতু। স্যান জ্যাকিন্টোস-এর এক প্রান্তে অবস্থিত। একবার বেশ কয়েক হপ্তার জন্যে ওখানে গা ঢাকা দিয়েছিল সে।

একটা উঠতি বয়সের ছেলের জন্যে আউট-ল ট্রেইলে চলতে বাধা নেই, কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্যে সেটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে অল্প খানিকটা জমি কিনবে সে; সেচের ব্যবস্থা করে তাতে ফলের বাগান করবে। ওখানে পরিচিত কোনও লোকের সাথে তার দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

কম। অবস্থা ভাল ঠেকলে পরে উপকূলীয় অঞ্চলে উঠে যাবে। এর মধ্যে তার কথা ওরা ভুলে যাবে।

'লোকগুলো আউট-ল, না?'

'হলোই-বা। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাস না তো।'

ঘোড়ায় চড়ল ওরা। স্যাডলে বসে হাডসন বলল, 'কোনও কিছু জানতে গিয়ে কখনও চড়া মাশুল দিস না। কাউকে দেখিসনি তুই, কারও ব্যাপারে কিছু জানিসও না।'

হাডসন মাথা থেকে হেলার আর তার দলের চিন্তা দূর করে দিয়ে পথের কথা ভাবতে বসল। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, একাকী এই প্রান্তর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করা উচিত হচ্ছে না। তবে এটাও সত্যি, ট্রেইল সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা কোনও ইন্ডিয়ানেরই নেই। আর তেমন অবস্থায় পালাবার কায়দাও তার জানা আছে।

সে বাঁচার একটা সুযোগ নিচ্ছে মাত্র, বিশেষ করে লরাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এ-ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না, যেখান থেকে ওরা আসছে সেখানে ওদের কোনও সহায়-সম্বল ছিল না– তার ওপর ওর মাসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। একজন আউট-লয়ের মেয়ে সুন্দরভাবে বাঁচার কোনও সুযোগই পাবে না– সমাজই তাকে সে-সুযোগ দেবে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আলাদা। সেখানে ওকে চেনে না কেউ। ওর অতীতের ইয়ার-বন্ধুরা সবাই অ্যারিজোনায় থাকে। বস্তুত, এক ইউমা প্রিজনে কয়েদখাটা ছাড়া, কলোরাডোর পশ্চিমে ওরা বড় একটা যায় না।

লরার চেয়ে কয়েক গজ এগিয়ে আছে হাডসন, হাতে উইনচেস্টার। মরুভূমির আপাত-শান্ত পরিবেশ দেখে ও ভোলার পাত্র নয়। সব কিছু ঠিকমত চললে দুপুর নাগাদ ওরা পোযো রেডেন্ডোয় পৌঁছুবে। ওখানে একটা দোকান আছে, আবার মরুভূমিতে রওনা দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারবে।

হেলার সদলে কাছে-পিঠেই আছে, সুতরাং ওবারো থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম হবে। গিবসনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কারও মনে পড়ে গেলে সেও ফেঁসে যাবে।

সূর্য পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, উত্তপ্ত আলো ছড়াচ্ছে। সেজ ঝোপে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। হঠাৎ কয়েকটা ট্র্যাক দেখতে পেল সে··· নালবিহীন চারটে ঘোড়া এ-পথ দিয়ে গেছে··· ঘণ্টাকয়েক আগে।

ওদের গমনপথের দিকে তাকাল হাডসন, কিন্তু চোখে পড়ার মত কিছুই দেখতে পেল না– কিচ্ছু না।

ওয়াইল্ড হর্স মেসার পাদদেশে একটা ঝরনা আছে, কয়েকটা প্রাচীন কটনউড চারধার থেকে ছায়া দিচ্ছে ঝরনাটাকে। একসময় হরিণের পাল এখানে জল খেতে আসত, কিন্তু এখন আর আসে না। কারণ ওই তরুছায়ায় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, স্টেজ স্টেশন আর সেলুন গড়ে উঠেছে। তিনটারই মালিক 'হানি' শাভেজ।

প্রথম যখন এ দেশে আসে, মরু-মৌমাছির মধু সংগ্রহ করে শাভেজ স্থানীয় লোকদের কাছে বেচত। সেই থেকেই ওই নামকরণ।

আশি ফুট লম্বা দোকান-ঘরটা, বিশ ফুট চওড়া। রোদে-পোড়া ইটের তৈরি। এর উল্টো দিকে বাঙ্কহাউস, আয়তনে প্রায় দোকান-ঘরের সমান। বাঙ্কহাউসের সামনে একটা অস্পষ্ট সাইনবোর্ড ঝুলছে: শোবার জায়গা- দুই পেনি। দুই দালানের মাঝখানে একটা উঠোন, লোকে ঠাট্টাচ্ছলে নাম দিয়েছে প্লাজা।

হানি শাভেজ সাদামাঠা স্থূল চেহারার লোক। বুকের নীচে একটা নাদুসনুদুস ভুঁড়ি। খুব কম ঘটনাই আছে যার খবর সে জানে না, কারণ তার কান সর্বদা সজাগ থাকে, এবং সংগৃহীত তথ্য বেচে টু-পাইস কামানোর রাস্তাও সে বের করেছে। গায়ে-গতরে চর্বি থাকলেও, কয়েকবার অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তবে, সাধারণত, ওদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে। লোকটার প্রচুর দোষ, কিন্তু একটা অতি প্রয়োজনীয় গুণ আছে– কখন চুপ করে থাকতে হয় জানে।

দোকানের সামনে বারান্দা। ওই বারান্দায় দাঁড়ালে ট্রেইলের অনেকটা দেখা যায়। পেছনের সব রাস্তা রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পর্বত। ট্রেইলের ও-পাশে যোজনবিস্তৃত ধু-ধু মরুভূমি।

হেলার তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বাঙ্কহাউসের সামনে এসে থামল। হিচ রেইলে বাঁধল ঘোড়াগুলো। শাভেজ তখন ওর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভুঁড়ি চুলকাচ্ছিল। ওদের দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওবারোতে যাচ্ছ নাকি?'

হেলার পাত্তা দিল না ওকে। পিট রানিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা, এবং সে ওবারোতে ফিরলে কী ঘটতে পারে সবাই জানে।

ট্রেইলের পানে দৃষ্টি ফেরাল ও। বিল হাডসন আর তার মেয়ের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উৎসুক চোখে ওইদিকে চেয়ে রইল হেলার। একখানা মেয়ে বটে! ওর বাবাও সাহসী লোক, অভিজ্ঞতার কমতি নেই, কিন্তু এ-ভাবে সঙ্গী-সাথী ছাড়া অ্যাপাচি এলাকার ভেতর দিয়ে যাওয়া সমীচীন হচ্ছে না।

গিবসন ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'ওদের নিয়ে চিন্তা করো না, বব। ওই বুড়ো বোকা নয়।'

'তুমি ওই ট্র্যাকগুলো দেখেছ।'

'ওর চোখেও পড়বে।'

কিওয়া ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে আস্তাবলে নিয়ে গেল। বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল হেলার। কিওয়া খুব ভাগ্যবান, ওকে দেখে মনে হয় না জগতের কোনও ব্যাপারে ওর মাথাব্যথা আছে– তবে ওটা তার মুখোশও হতে পারে।

'আমার এই এক দোষ,' সবাইকে শুনিয়ে বলল হেলার, 'খুব বেশি চিন্তা করি।'

গিবসন তার ফুটবলের মত মাথাটা ওপর-নীচ দোলাল। 'বব, তুমি এ-লাইনের সেরা লোক, কিন্তু এ-জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। আমার কাছে ভাল লাগে, তাই করি। তোমার বেলায় সেটা খাটে না। যে-কারণে তুমি এ-কাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ, সেই কারণই বলে দিচ্ছে তুমি আসলে এ-জগতের লোক

নও। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা তোমার স্বভাব। অন্যদের বিপদ থেকে দূরে রাখার জন্যে যে-কোনও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নাও তুমি। সে-জন্যেই চুলচেরা হিসেব করে প্ল্যান করো। আর এখন হাডসন আর তার মেয়েকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের পেছনেও এই একই কারণ কাজ করছে।'

'হয়তো।'

কথাটা হয়তো বা সত্যি, কিন্তু তবু, এখানে তার উপস্থিতির কারণ ভিন্ন। সে কেবল ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতেই আসেনি, ওই শহরকে ঘিরে তার হৃদয়ে অনেক যন্ত্রণা জমা হয়ে আছে। সে-যন্ত্রণার কারণ শুধু পিট রানিয়ন আর যে-মেয়েকে সে বিয়ে করেছে, সে নয়– ওই শহরের সবাই।

শাভেজের দিকে তাকাল সে। 'এর মাঝে শহরে গিয়েছিলে?'

'হপ্তা দুই-তিনেক আগে।'

ট্রাউজারে থলথলে হাত ঘষল শাভেজ। দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অস্বস্তিতে ভুগছে সে। এক হিসেবে, হেলারকে সে ভয়ই পায়; ওই দীর্ঘকায় শান্ত লোকটি বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী, বন্দুকের হাতও দারুণ। কিন্তু রানিয়নকেও ভয় পায় শাভেজ।

দস্যুদের সঙ্গে ও ব্যবসা করে। যে-কোনও আউট-ল এখানে এসে মাল কেনার ফাঁকে তার অতিদরকারী তথ্যটাও জেনে নিতে পারে। ওদের জানা আছে, শাভেজ কখনও মুখ খুলবে না। এই জায়গা ওদের জন্যে একটা নিরাপদ ডেরা। তাই বলে হানি শাভেজ বোকা নয়, শেরিফ পিট রানিয়নকে সে ঘাঁটায় না।

'এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার, তবু বলছি,' কুঁতকুঁতে চোখে হেলারের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ও, 'বিপদের দিকটা কি ভেবে দেখেছ?'

বিরক্তির ছাপ ফুটল হেলারের মুখে। 'তুমি যাবে? নাকি আমাকেই যেতে হবে?'

'না, আমারি যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। ওরাও আমাকে আশা করছে, মাল আনতে হবে ওখান থেকে।' ঢিলে প্যান্টটা ভুঁড়ির ওপর টেনে তুলল শাভেজ। 'দেখি, কী করতে পারি।'

হিচ রেইলে-বাঁধা মশা-কামড়ানো রোয়ানটার দিকে এগিয়ে গেল সে। হেলার কাজ সেরে কেটে পড়তে পারবে সন্দেহ নেই, ভাবল ও, কিন্তু তাকে এখানে থাকতে হবে। রানিয়ন তার খোঁজে আসবে।

প্রাণে না মারলেও, তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে রানিয়ন। ঘোড়ায় চেপে হানি শাভেজ চলে গেল– ওর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে।

হেলার দোকানে ঢুকল। বাকি তিনজন ওর পিছু নিল। একটা সংবাদপত্র তুলে নিয়ে হানির খালি চেয়ারে বসে পড়ল ও।

কখন একজন মানুষ বাঁকা পথ ধরে? সেটা কি ওবারোয়, মেরি যখন তার বদলে রানিয়নের গলায় মালা দিয়েছিল? নাকি তারও আগে বদলে গিয়েছিল সে?

এখানে আসা বোকামি হয়েছে, কিন্তু তাদের টাকা দরকার আর সে-টাকা আছে ওবারোতে। কয়েক থলে সোনা নিয়ে তারা সীমান্তে পালিয়ে যাবে। অ্যাপাচিরা রসদ সংগ্রহে বেরিয়েছে, তাই পেছনে লোক লাগার সম্ভাবনা কম।

বস্তুত, এটাই তার আশান্বিত হওয়ার মূল কারণ। ওবারোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন জোরাল নয়, খোলা-মেলা শহর। ফলে, দায়িত্বশীল লোকেরা পরিবার সহায়-সম্বল অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে মরুভূমিতে যেতে চাইবে না।

কোনও অবস্থাতেই খুনোখুনি চলবে না, ওবারো ব্যাঙ্কের সোনা লুট করে ওদের ব্যঙ্গ করতে চায় সে, কাউকে খুন করতে চায় না। ওখানকার কোনও লোককে ও ঘৃণা করে না, এ-সত্যটি ছাড়াও এর একটি বাস্তব দিকও আছে। ডাকাতি করে হয়তো পার পাওয়া যাবে; কিন্তু ওদের কোনও বন্ধুকে খুন করলে, ওরা নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

অতীতের অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে, ধনী লোকেরা খুব কমই পোসিতে যোগ দেয়। তবে এটা ওর বোঝার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।

ওবারো কত কঠিন জায়গা, ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না। যেমন হয় এ-ধরনের শহরগুলো, এটাও পুরোনো··· পাক্কা চোদ্দ বছর এর বয়েস। এবং হয়তো আরও বছরদশেক টিকে যাবে অনায়াসে।

বসতি স্থাপনের প্রথম বছরে অ্যাপাচিরা ন'বার হামলা করেছিল। দ্বিতীয় বছরে চোদ্দবার। ওরা গবাদি পশু লুট করেছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রথম কয়েকবছরে শহরের তিন মাইলের মধ্যে ছাব্বিশজন নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে।

হেলার জানে, ওখানকার বাসিন্দারা ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরার জন্যে কতটা অধীর আগ্রহে বসে থাকে। ইন্ডিয়ান হামলাকে ওরা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই ডাকাত ধরা ওদের জীবনে উত্তেজনা উপভোগের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। হেলার নিজেও এ-রকম একটা ঘটনায় শরিক হয়েছিল।

বুদ্ধির খেলায় রানিয়নকে হারিয়ে সোনা লুট করবে, এই চিন্তায় ও আমোদ পাচ্ছে। জীবনে একমাত্র রানিয়নের হাতেই মার খেয়েছে সে। আগাগোড়া সমান তালে পাল্লা দিয়ে লড়ছিল ওরা। দুজনেই কম করে হলেও ছবার ধূলিশয্যা নিয়েছিল, রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল শরীর। তারপর কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, রানিয়নের রাইট হুকে লুটিয়ে পড়ল সে।

রানিয়নের শরীর বেশ ভারি, কিন্তু ওই ওজনেও সে দারুণ ক্ষিপ্র। জানে, কীভাবে লড়তে হয়। এর আগেও মারামারি করেছে ওরা, হারজিতের পাল্লা দুদিকেই সমান ছিল তখন। তবে ওই শেষ লড়াইটা নিছক আমোদ কিংবা তুচ্ছ ঈর্ষার কারণে হয়নি। বস্তুত, ওদের দ্বন্দ্বের কারণ ছিল মেরি; দুজনার মধ্যে কে তার বরমাল্য গলায় পরবে। রানিয়ন যুদ্ধে হারিয়ে দেয় ওকে।

হেলার উপলব্ধি করছে, সে আসলে রানিয়নের সঙ্গে আরেকবার লড়তে চায়। কিন্তু অত সময় মিলবে না। দারুণ আটঘাট বেঁধে এ যাত্রা প্ল্যান আঁটতে হবে ওদের।

টাকাটা একবার হাতে এসে গেলে সীমান্তে ছুটবে ওরা। তবে, এ-বার আর ফূর্তি করে টাকা নষ্ট করবে না। অন্তত, ও করবে না। ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চ কিনবে; জনাকয়েক বাসক্ কাউহ্যান্ড রাখবে – ওরা সৎ, পরিশ্রমী। ওদের রাখলে তার ব্যবসায় লাভ হবে।

মালপত্র বোঝাই দোকান। বাতাসে নতুন চামড়া, বন্দুকের তেল, রেশমি কাপড়, তামাক আর মশলার গন্ধ ভাসছে। একটা আলমারিতে কয়েকটা নতুন উইনচেস্টার আর সেকেন্ডহ্যান্ড স্পেনসার রাইফেল সাজানো আছে। তার পাশে এক বাক্স ঝকঝকে স্পি-শুটার। এগুলো ছাড়াও সীমান্তবর্তী যে-কোনও দোকানে যেমন দেখা যায়, নানা ধরনের সাজ-সরঞ্জাম, টুকিটাকি খুচরো অংশ স্তূপাকারে রাখা আছে একধারে।

গিবসন তার জ্যাকনাইফের সাহায্যে একটুকরো পনির কেটে নিয়ে হেলারের কাছে গেল। একটা উপুড়-করা পিপের ওপর বসল। 'মোটা দাঁও,' বলল সে, 'তবে কঠিন কাজ।'

ব্যাপারটা নিয়ে গিবসন আগেও চিন্তা করেছে। মাস তিনেক আগে ওবারোতে গিয়ে কয়েকরাত কাটিয়েছে সে। ওখানে তাকে কেউ চেনে না, বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরে স্থানীয় লোকদের কথাবার্তা শুনেছে। টাকা ভাঙানোর ছলে ব্যাঙ্কে গিয়ে আড়চোখে লক্ষ করেছে সিন্দুকটা। তেমন মজবুত নয়, অসুবিধে হবে না ভাঙতে।

শহরের লোকেরা রানিয়ন আর হেলারের সেই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের কথা এখনও আলোচনা করে। অনেকের ধারণা, আবার তেমনটা ঘটলে, রানিয়ন হারবে।

ওদের চারজনের ভেতর শুধু হেলারকেই ওরা চেনে। তাই প্রয়োজনবোধে কেউ কিছু সন্দেহ করার আগেই অন্যেরা গিয়ে জায়গামত পজিশন নিতে পারবে। তবে সেটা নির্ভর করছে কাজটা তারা দিনে-দুপুরে করবে না রাতে, তার ওপর।

হেলার উঠে দাঁড়াল। 'তোমরাও ভাবো একটা কিছু। তারপর সব শুনে আমি চূড়ান্ত প্ল্যান বাতলাব।'

বেরিয়ে গেল সে। বারান্দার শেষ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ট্রেইলের পানে তাকিয়ে রইল।

ভীষণ গরম পড়েছে। মরীচিকা নাচছে শয়তানের মত। নির্মেঘ সাদা সীমাহীন আকাশ। দূরে, ট্রেইলের নীচের দিকে, দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে, মরীচিকায় অসম্ভব লম্বা দেখাচ্ছে।

ওরা নিশ্চয়ই বিল হাডসন আর তার মেয়ে। ওর বাবা কী নামে যেন ডাকল মেয়েটাকে? লরা…

প্রথম যখন মেয়েটা তার দিকে তাকিয়েছিল, ওর দৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পেয়েছিল সে। অবশ্যি এ-ধরনের মেয়েদের ভেতর অনেক সময়ে ও-রকম বোধশক্তি দেখা যায়, ওই বোধ ওদের অবচেতনায় লুকিয়ে থাকে।

তবে কোনও মেয়েকে নিয়ে ভাবার সময় এটা নয়। বিশেষত ওর বাবা যখন বিল হাডসন– ওই বুড়ো হাড়ে এখনও অসুরের শক্তি রাখে লোকটা। শোনা যায় ও নাকি একসময় ভাড়াটে বন্দুকবাজ ছিল, এগারোজনকে খুন করেছে। কথাটা হয়তো অতিরঞ্জিত, এ-ধরনের গল্পে কিছুটা রংচং থাকে। তবে এ-কথাও ঠিক, লোকটা ফালতু নয়।

ঝরনা থেকে এক গামলা জল তুলে সিডার বনে ঢুকে গেল হেলার। ন্যাংটো

হয়ে স্নান করল। পুরোনো জামাটা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটার জন্যে দোকানে রওনা হলো।

উঠোনে বিল হাডসন আর লরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। লক্ষ করল, ওর চওড়া পেশীবহুল কাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তারপর চারচোখ এক হলো।

মুক্তোর বোতাম-লাগানো একটা কালচে লাল শার্ট বেছে নিয়ে গায়ে দিল ও। বাইরে এসে দেখল আস্তাবলে ঘোড়া তুলে রাখছে হাডসন।

হাডসন মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এল। লরা সযত্নে ওর চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রেখেছে। সত্যি, মনে মনে আবার স্বীকার করল হেলার, একখানা মেয়ে বটে। ওর গায়ের মাপের চেয়ে ছোট ব্লাউজটা সে-সত্যই প্রকাশ করছে।

'হানি কোথায়?' হাডসন শুধাল।

'ওবারোয়।'

ভেতরে গেল ওরা, এক মিনিট পর হেলার পিছু নিল। হাতের তালুতে নিয়ে একটা ছুরির ভারসাম্য পরীক্ষা করছিল কিওয়া। ওরা ঢোকামাত্র উল্টোদিকের দেয়ালে-ঝোলানো ক্যালেন্ডার লক্ষ্য করে ছুরিটা আচমকা ছুঁড়ে মারল সে। একটা তারিখের ঘরে গেঁথে রইল ওটা, তিরতির কাঁপছে।

১২ জুন ১৮৮১।

চার

গরম তিলমাত্র কমেনি। বাইরে একটা নেড়ি কুত্তা ছুটোছুটি করল কিছুক্ষণ। লেজ নেড়ে আশপাশের মাটি শুঁকল, তারপর চলে গেল। দোকানের পেছনে কটনউড গাছে বসে একটা কোকিল গান গাইছে।

ট্রেইল ধরে একটা বাকবোর্ড চলে গেল, দুপাশে দুজন ঘোড়সওয়ার পাহারায় রয়েছে। যতটা সম্ভব দ্রুত ওবারোয় পৌঁছুতে চাইছে বলে থামল না।

'বিল, তোমাকে কখনও সংসার পাতার লোক বলে মনে হয়নি আমার,' গিবসন বলল। 'মেয়েও তোমার নেহাত ছোটটি নয়।'

'টেক্সাসে থাকতে স্কুলে পড়ত,' গর্বিত সুরে বলল হাডসন। 'তোমার, আমার চেয়ে ও অনেক বেশি লেখাপড়া জানে।'

'তোমার এখন কোথাও আস্তানা নেয়া উচিত, বিল। এটা পথে বেরুনোর সময় নয়– তাও আবার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে।'

'আমরা ঠিক বেরিয়ে যাব।' একটু থেমে ঝাঁঝের সুরে বলল, 'ভেবেছিলাম ওবারোতে যাব, কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। আমাকেও তোমাদের লোক বলে ভেবে বসতে পারে ওরা। সে-ক্ষেত্রে আবার পালাতে হবে আমাকে।'

'সরি।'

আবার বাইরে গেল হেলার। লরা দেখল, ও চলে যাচ্ছে। লোকটা ওর সাথে

কথা বলার কোনও চেষ্টাই করেনি। এতে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে। ওর সম্পর্কে তার কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে··· ভীষণ চুপচাপ লোকটা, কিছুটা যেন একগুঁয়েও।

হাডসন ইশারায় হেলারকে দেখাল। 'ওর দক্ষতা সম্পর্কে যা শোনা যায় তা কি সত্যি?'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গিবসন। 'তার চাইতেও বেশি··· আজ পর্যন্ত যত লোক এ-লাইনে এসেছে, তাদের মধ্যে ও সেরা। আর, বিল, তুমি তো জানো ওদের সবাইকে আমি চিনি– কার্ট-রাইট, অ্যালিসন, হার্ডিন, হিকক, স্টাউডেনমায়ার, পিংক হিগিন্স, সব্বাইকে।'

'তা হলে ওবারোতে গিয়ে রানিয়নের সঙ্গে ও ডুয়েল লড়ে না কেন?'

'পিস্তলে ও রানিয়নকে সহজেই হারাতে পারবে, কথাটা ওরা দুজনেই জানে। কিন্তু ও খালি হাতে পেটাতে চায় রানিয়নকে, ওভাবেই সব সময় লড়েছে ওরা।'

'পাগল···বদ্ধ পাগল।'

'এককালে ওরা একসঙ্গে ঘুরত। প্রায়শ, একই ঘোড়ার পিঠে।'

শ্রাগ করল হাডসন। 'কীসের সাথে কী তুলনা করছ।'

বাইরে গিয়ে হেলার আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। একাকী। আজ হঠাৎ কী হয়েছে তার? আগে কখনও এমন হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। ভেতরে ভেতরে নিজের ওপর রেগে উঠছে সে। অদ্ভুত এক অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে তাকে, অথচ এটা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে ওবারোর অতিকাছে চলে এসেছে বলেই কী এমন লাগছে? মেরি খুব বেশি দূরে নেই, এর কারণ কি তাই? নাকি তার ভেতরে অন্য কিছু আছে; যা সে এতদিন উপলব্ধি করেনি?

সম্প্রতি বৃষ্টি হয়ে গেছে এ-দিকে। এর অর্থ, খানা-খন্দকে জল মিলবে। মেক্সিকোয় যাওয়ার পথে ওই প্রকৃতিদত্ত জলের আধারই ওদের সহায় হবে। হানি শাভেজ বক্স ক্যানিয়নে ওদের জন্যে ঘোড়া মজুদ রাখবে। ওখানে ঘোড়া বদলে নিয়ে শুরুতেই জোর কদমে ছুটবে ওরা। বহুদিন আগে এক পাপাগো ইন্ডিয়ানের সাথে ওই অঞ্চলটা সে ঘুরেছে। মরুভূমির সব কুয়ো আর টিনাজার হদিস সে-লোক জানত। মানসপটে ওগুলোর ম্যাপ এঁকে রেখেছে হেলার।

বক্স ক্যানিয়নের দক্ষিণে যে টিনাজারগুলো আছে, সেখানে ওদের জন্যে পর্যাপ্ত পানি থাকার কথা। ওরা নেয়ার পর খালি হয়ে যাবে ওগুলো। ফলে ধাওয়াকারী দলকে জলকষ্টে ভুগতে হবে। কিন্তু, এতসবের পরেও প্রতিমাইলে বিপদের আশঙ্কা থাকবে– ইন্ডিয়ান হামলার ভয় আছে।

তবে, ইন্ডিয়ানদের ধর্তব্যের বাইরে রাখলে, প্ল্যানটাকে প্রায় নিশ্ছিদ্র বলা চলে।

ফের আগাগোড়া ভাবল সে, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তলিয়ে বিচার করল। সহজ সোজা ব্যাপার, কোনও জটিলতা নেই– এ-ধরনের পরিকল্পনাই ওর সবচেয়ে পছন্দ। কোনও ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শাভেজ ওখানে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করবে– সে নিজে এ-দিকটা দেখবে যাতে ও কোনও গাফিলতি না করে– এবং ওবারো থেকে নিরাপদে পালাতে পারলে, বাকি পথটুকু ওদের

আনন্দেই কাটবে বলে আশা করা যায়।

শহরের সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। সদর রাস্তা থেকে সব লোককে দূরে সরিয়ে আনতে না পারলে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না ওদের। তিনজন সশস্ত্র অচেনা ঘোড়সওয়ারকে শহরে ঢুকতে দেখলে বাসিন্দাদের মনে নিমেষে সন্দেহ জাগবে। তবে এটা সামলাবার একটা ফন্দি সে ঠাউরেছে।

হানি শাভেজ তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা। হানির স্বভাব ও জানে, তাই ও নিশ্চিত ওদের দরকারি সব তথ্যই জেনে আসবে সে। এ-সব কাজে অতীতে শাভেজ তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে।

ঘুরে-ফিরে মেরির কথা মনে পড়ল হেলারের। বর বাছাইয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে মেরি। এ জন্যে গোড়ায় ওকে ঘৃণা করলেও কথাটা আজ সে স্বীকার না করে পারছে না। পিট সংসারে সুস্থির হয়েছে। শেরিফের দায়িত্ব পালন করছে সে, আবার সেই সঙ্গে একটা বাথানও গড়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে আশপাশে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে। ওবারোর সকলেই এখন তাকে সমীহ করে।

মেরি, সেই ছিপছিপে মেয়েটা। গায়ের রং ফর্সা। সোনালি চুল। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে মাথায়। দেখতেও সুন্দর ছিল। কিন্তু আজ কেন জানি ওর চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছে না ও। নিজেকে সে এ-জন্যে গাল দিল, তবে লাভ হলো না কোনও। ওর স্মৃতিতে মেরির মুখটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল না। সত্যিই কি মেয়েটাকে সে ভালবাসত? নাকি তাকে বাদ দিয়ে তার বন্ধুকে পছন্দ করায় ওর পৌরুষত্বে ঘা লেগেছিল?

লোকে বলে, সময় সব ক্ষত সারিয়ে তোলে, কিন্তু সময় চুরিও করে। মানুষের আয়ু ছিনিয়ে নেয় সময়, তার স্মৃতি ধুয়ে-মুছে দেয়।

এই শেষ, আর নয়। এবার মেক্সিকোতে সে একটা বাথান কিনবে; বাকি তিনজন তাদের যা-খুশি করতে পারে, ওর আপত্তি নেই।

কয়েকটা শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে এল বাতাস, ঝট করে ওপরে তাকাল হেলার। বাতাসে হিমেল পরশ পাওয়া যাচ্ছে··· পাহাড়ের দিক থেকে মেঘের গুরুগর্জন ভেসে আসছে।

সূর্য দিগন্তের নীচে নেমে যাওয়ার একঘণ্টা পর হানি শাভেজ ফিরে এল। হেলার ওর সাথে মিলিত হতে এগিয়ে গেল। ওর হাতের ভারি থলেটা নিজের কাছে নিল। হানি ঘোড়া থেকে নেমে ওর মুখোমুখি হলো।

'অ্যাপাচিরা পুবে দুজন লোককে খুন করেছে। একটা বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।' দোকানের দিকে ইশারা করল ও। 'ভেতরে ওই লোকটা কে?'

'বিল হাডসন আর তার মেয়ে।'

'হাডসন?' চকিতে ওর দিকে একবার তাকাল শাভেজ। 'হাডসনও তোমার সঙ্গে আছে নাকি?'

'না। মেয়েকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছে।'

'সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে যাত্রার সময় এটা নয়।'

'আমার খবরের কী করলে?' বিরক্তির সুর ফুটল হেলারের গলায়।

'খনি মজুরদের বেতনের টাকা আছে ব্যাঙ্কে— তিরিশ হাজার। সব মিলিয়ে

ষাট হাজারের মত হবে।'

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা বাতাস ধুলো উড়িয়ে আনল খানিকটা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। দৌড়ে গিয়ে আস্তাবলে আশ্রয় নিল দুজন। শাভেজ তার ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিতে ভুলল না।

'শহরে যেতে আমাদের চারটে ঘোড়া লাগবে। এমন জিনিস দেবে যেগুলো কেউ চেনে না। আমাদের ঘোড়া বক্স ক্যানিয়নে থাকবে। ওখানে গিয়ে তোমারগুলো ছেড়ে দেব।'

'আচ্ছা।' শাভেজ ওর ঘোড়া থেকে জিন খুলে নিয়ে একটা খালি স্টলের ধারে-রাখা স-হর্সের ওপর লম্বালম্বিভাবে রাখল। 'রানিয়নকে দেখলাম। সুস্থই মনে হলো।'

পিটকেই ব্যবহার করতে হবে। ও জানে, হেলার একদিন ফিরে আসবে, গায়ের জোরে পুরোনো ঝাল মেটাতে চাইবে, তাই সর্বদা তৈরি থাকে ও। পিট চিরকালই সদাসতর্ক। হেলারের মনে পড়ল সে-দিনের কথা, চিকন ফিতের মত একটা পাহাড়ী ট্রেইলে ওর ঘোড়া পা পিছলে খাদে পড়ে যেতে বসেছিল। ও জিন থেকে ছিটকে পড়ার এক মুহূর্ত আগে হঠাৎ কোত্থেকে যেন পিট রানিয়নের ল্যাসো উড়ে এসে জড়িয়ে গিয়েছিল ওর গায়ে।

আরও অনেকবার রানিয়ন ওর জীবন বাঁচিয়েছে, হেলারও তেমনি প্রতিদান দিয়েছে। এক, হাসি-ঠাট্টার সময় ছাড়া এ-নিয়ে তারা কখনও ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়নি। ওদের কাজের ধরনই ছিল এমনি– বিপজ্জনক– সে-ভাবেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছিল ওরা।

লরা হাডসনের সুরেলা হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে দোকানের ভেতর থেকে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ও– সম্ভবত হার্ডির সাথে। ওর মনে ঈর্ষা জাগছে অনুভব করে হেলার অবাক হয়ে গেল। মেরি ওর জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর আর কোনও নারীর ব্যাপারে ওর মনে গভীর আবেগ-আগ্রহ জাগেনি। অনেক মেয়ে এর মাঝে ওর জীবনে এসেছে, অধিকাংশই সীমান্তের ও-পারে, কিন্তু হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলেছে সে।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল, ঝেঁপে। দোকান লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাতের ওপর অবিশ্রাম বারিপতনের শব্দ শুনতে লাগল। বৃষ্টি বেশিক্ষণ চললে একটু মুশকিলে পড়তে হবে ওদের, ট্রেইলের ধারে জল দাঁড়িয়ে যাবে।

শুকনো জমি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। ওই গন্ধ তার অতিপরিচিত। রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে যখন প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়া লাগে তখন ওই গন্ধ বেরোয়।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল দুজন, এক মিনিট পর শাভেজ বলল, 'সিন্দুকে মাল আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওদেরকে থলেতে সোনা ভরতে দেখেছি আমি।'

'আর কিছু শুনলে?'

'কৌতূহলবশত তোমার আর রানিয়নের বিবাদের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। এ-ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত লক্ষ করলাম।'

'আমার কথা কিছু বলছে নাকি?'

'না⋯তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

রাত নেমেছে বাইরে। সেই থেকে বৃষ্টি পড়ছে একটানা। মাঝে-মধ্যে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে ঝরনার ধার থেকে। একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে আছে কিওয়া, কুপির আলোয় অলস ভঙ্গিতে ওর বিশাল খয়েরি থাবার ভেতর এক প্যাকেট তাস নাড়াচাড়া করছে। গিবসন আর বিল কাউন্টারের এক দিকে বসে পুরোনো দিনের গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে-কোনও গেঁয়ো মুদিখানার সাথে ভীষণ মিল আছে এই পরিবেশের।

ভেতরে ঢুকতেই শাভেজকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে তর্ক জুড়ল হার্ডি।

এখন দেখলে মনে হবে, যেন একদল কাউহ্যান্ড বসে গল্প করছে, বৃষ্টি ধরে এলেই চলে যাবে যে যার পথে। কিন্তু কাল সচল হয়ে উঠবে ওরা, ট্রেয়ের ধুলো উড়বে ওদের খুরের তলায়। কাল ওরা ওবারোতে যাবে, আউট-লদের বিভীষিকা নামে যে-শহর পরিচিত।

কিওয়ার তাস ফেটা লক্ষ করছিল হেলার। ওর হাতের মসৃণ সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। লোকটাকে তাসের জাদুকর বলা চলে⋯ কুপির আলোয় ওর গালের পুরোনো কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে।

হাডসন তাকাল শাভেজের দিকে। 'আমার কাছে খাবারের দাম পাবে তুমি।'

'ব্যস্ত হয়ো না। তুমি গিবসনের বন্ধু। দাম লাগবে না।'

কাউন্টার থেকে একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে ও লরাকে দিল।

'কী আছে ওতে?' ঝাঁঝের সুরে জিজ্ঞেস করল হাডসন।

শাভেজ ওর মাংসল কাঁধ ঝাঁকাল। 'হার্ডির উপহার।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল হাডসন, একটানে মোড়ক ছিঁড়ে ফেলতেই ভেতর থেকে কয়েকপ্রস্থ মেয়েলী পোশাক বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগে ওই কাপড়গুলোর প্রশংসা করছিল লরা। শাভেজের হাতে প্যাকেটটা ফেরত দিয়েই হার্ডির দিকে ঘুরল হাডসন।

'আমার মেয়ের যখন কোনও কাপড়ের দরকার হবে, আমি নিজে কিনে দেব। খবরদার! আর কক্ষনো ওর কাছে ভিড়বে না। বুঝেছ?'

'তুমি খামোকা চটছ, বুড়ো,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হার্ডি, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ঢঙে 'বুড়ো' শব্দটার ওপর একটু চাপ প্রয়োগ করল।

হাডসনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'কী বললি, ইতর?'

পিস্তল বের করতে গেল হার্ডি, কিন্তু তার আগেই ওকে জাপটে ধরে মাঝপথে থামিয়ে দিল গিবসন। দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল সে।

হাত ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল হার্ডি। দেখল, ওর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে হাডসন।

'ও তোমার চেয়ে অনেক চালু, হার্ডি,' বলল গিবসন। 'শান্ত হও।'

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল হার্ডি, গিবসনের কাঁধের ওপর দিয়ে ওই বৃদ্ধের ধূপছাই বরফশীতল চোখের দিকে তাকাল। সেখানে কোনও দয়া-মায়ার চিহ্ন দেখতে পেল না ও। ওর ভেতরের কী যেন একটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। কাউকে ডরায়

না সে, কিন্তু দেখলে মৃত্যুকে চিনতে পারে। সময় মত গিবসন হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে। আজ পর্যন্ত এক হেলার ছাড়া আর কাউকে এত দ্রুত পিস্তল বের করতে দেখেনি হার্ডি।

'ও আমার ক্ষতি করতে চায়নি, বাবা,' সাফাই গাইল লরা।

'তুই তোর ঘরে যা।' ইশারায় বাঙ্কহাউসটা দেখাল হাডসন।

লরার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। ও চলে গেল, হাডসন পিস্তল খাপে পুরলো। ঠাণ্ডা চোখে সবাইকে মাপল একবার, তারপর ঘুরে মেয়েকে অনুসরণ করল।

কয়েক সেকেন্ড মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল হার্ডি– ওর রাগ, বিস্ময় উবে গেল ধীরে ধীরে।

'ধন্যবাদ,' হঠাৎ বলল সে। 'ধন্যবাদ, গিব।'

'যেতে দাও,' বলল গিবসন। তারপর হালকা সুরে যোগ করল, 'ওই বুড়ো ঘাঘু লোক, ভীষণ কড়া। এ-নিয়ে মন খারাপ করো না। আমি নিজেও ওর সাথে লাগতে সাহস করব না।'

তাস ফেটল কিওয়া, পিনপতন নিস্তব্ধ ঘরে তার ফরফর আওয়াজ অনেক জোরে শোনা গেল। নিজের কম্বল তুলে নিয়ে বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে রওনা হলো গিবসন, এক মিনিট পর হার্ডিও গেল।

কাল এতটুকু বেচাল হলে ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে উপলব্ধি করে ওরা সবাই চাপা উত্তেজনায় ভুগছে।

ঘুম আসছে না লরার। কম্বলের নীচে শুয়ে ডাগর চোখে জমাট অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। ও-পাশের একটা বাঙ্কে কম্বল মুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে ওর বাবা। লরা কিছুক্ষণ আগের ওই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা ভাবছে না; ঘুরে ফিরে সেই একটা মুখই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে, সে-মুখ হেলারের।

ওর মত কোনও লোক এর আগে তাঁর চোখে পড়েনি– কী গম্ভীর আত্মসমাহিত ভাব, যেন গভীর কোনও ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। ও একজন আউট-ল সন্দেহ নেই, কিন্তু লরা জানে লোকটাকে ওর বাবা শ্রদ্ধা করে– এবং খুব কম লোককেই বিল হাডসন শ্রদ্ধা করে।

সেই ঝরনার ধারে প্রথম ওদের দেখা হওয়ার পর রাস্তায় বাবা তাকে সাবধান করেছে, 'ওরা ভাল নয়, লরা। হেলারটা বোকামি করতে যাচ্ছে। কিচ্ছু করতে পারবে না, মাঝখান থেকে সবকটা মারা পড়বে।'

ভীষণ ছটফট করছে ওর মন, বালিশে বুক চেপে ঘুমানোর চেষ্টা করল লরা। বৃষ্টি সত্ত্বেও গরম কমেনি। বাইরে কারনিস থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। ভ্যাপসা, সেঁতসেঁতে গন্ধ বেরুচ্ছে ঘর থেকে। ও পাশ ফিরে শুলো, শেষ পর্যন্ত উঠে বসল।

ঘুমে কাদা হয়ে আছে ওর বাবা, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকাল ও। বাবার প্রতি অসীম দরদে ওর মন ছেয়ে গেল। কী চেষ্টাটাই না সে করে, অথচ কীভাবে স্নেহ-মমতায় মেয়েকে ভরিয়ে দিতে হয় সে-ব্যাপারে কোনও

ধারণাই তার নেই। তবে মধুর ব্যবহার করার ইচ্ছা তার মধ্যে আছে। হেলারও কি এ-রকম?

বদ্ধঘরে যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল লরার। অতিসন্তর্পণে উঠে দরজার কাছে গেল ও। বাবার দিকে আর একবার চেয়ে পাল্লা খুলে লম্বা বারান্দায় নামল। খেয়াল নেই, পরনে কেবল একটা হাঁটু-ঝুল ঢলঢলে শার্ট।

গুমট ঘর থেকে বৃষ্টি-ভেজা ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে লরার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে। পায়ের নীচে কাদার ছোঁয়ায় মুহূর্তে যেন শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে গেল। নিঃসঙ্গ বোধ করলে প্রায়ই ও ঘোড়ার কাছে আসে, ওদেরকে আদর-সোহাগ করে নিজের অভাববোধ দূর করতে চায়।

বিদ্যুৎচমকের সাথে পাল্লা দিয়ে মেসার মাথায় এক খণ্ড দৈত্যাকার মেঘ গুরুগুরু শব্দে ডেকে উঠল। ওই ঝোড়ো মেঘের আড়ালে কোথাও চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় হালকা ধূসর হয়ে উঠেছে বর্ষণমুখর প্রকৃতি।

আস্তাবলে ঢুকল লরা। ঘোড়াগুলো চোখ ঘুরিয়ে দেখল ওকে, ছদ্মভয়ে মৃদু নাক ঝাড়ল। ভেতরে মৃদু আলোয় ওদের চোখের সাদা মণি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফিসফিস করে ওদের সাথে কথা বলল লরা, ওর মাদী ঘোড়ার গলায় হাত বুলাতে লাগল।

আচমকা মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা, চকিতে ঘুরে লরা দেখল বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে আস্তাবলে ঢুকছে হেলার। সভয়ে ও স্টলের গায়ে সেঁটে গেল।

'এই অসময় তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি, লরা।' হেলারের গাঢ় স্বর ওর সব ভয় মুছে দিল। 'এটা অ্যাপাচি এলাকা।'

'ঘরে খুব গরম লাগছিল,' বলল লরা।

'জানি··· কিন্তু অ্যাপাচিদের বিশ্বাস নেই। ওরা রাতে লড়তে পছন্দ করে না, আবার সুযোগ পেলে পেছন থেকে ঘাড় মটকাতেও ছাড়ে না।'

ওর মুখে সাড়া দেয়ার মত কোনও ভাষা জোগাল না, নিশ্চুপ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল লরা। অথচ কথা বলার ভীষণ সাধ হচ্ছে; মন থেকে চাইছে ওদের মাঝে যে-অদৃশ্য দেয়াল আছে, সে-দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে। ওই আপাত-কঠিন চেহারার অন্তরালে স্নেহ-মমতার যে ফল্গুস্রোত লুকিয়ে আছে বলে ওর বিশ্বাস, তার পরশ পাওয়ার জন্যে ওর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই বয়সে খুব কম লোকের সঙ্গেই কথা বলেছে ও, ওই লোকগুলো ছিল তার বাবার বন্ধু– এবং ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

'তোমার সাথে কথা বলা আমার উচিত হচ্ছে না,' বিষণ্ন সুরে বলল হেলার। 'তোমার মত নিষ্পাপ মেয়ের সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই।'

'আমি··· আমি তোমাকে ভালবাসি।'

আমতা আমতা করে কথাটা শেষ-পর্যন্ত বলেই ফেলল ও, অনুভব করল একজন প্রায় অপরিচিত লোককে এ ধরনের কথা বলে ফেলায় ওর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রথম ও কোনও লোককে এ-কথা বলল, এটা মনে হতেই রাজ্যের জড়তা এসে ঘিরে ধরল ওকে।

'আমি একজন আউট-ল।'
'জানি।'
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজন, মাঝে মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধান। ছাতের ওপর মিষ্টি সুরে অঝোর ধারায় ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি। মেঘ মুখ লুকিয়েছে ক্যানিয়নে, গজরাচ্ছে চাপা রাগে।
কেঁপে উঠল লরা।
'তোমার শীত করছে,' বলল হেলার। 'ঘরে যাও।'
কিন্তু ও গেল না। হেলার কাছে টেনে নিল ওকে, আলতোভাবে চুমু খেলো ঠোঁটে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর, বুক কাঁপছে দুরুদুরু। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেল না ওর মাঝে, মনে মনে প্রার্থনা করল হেলার যেন অনন্তকাল ওকে এভাবে ধরে রাখে।
বাইরে ফিসফিস করছে বৃষ্টি, কিছু একটা নড়ে উঠল। হেলার ওর পেছনে পিচফর্কের দিকে হাত বাড়াল। লরা অনুভব করল ওর একটা হাত তার কোমর থেকে সরে গেছে, তবে এর কারণ অনুমান করতে পারল না।
'এরপর কী করবে তুমি?'
'মেক্সিকোয় যাব।'
মেক্সিকোর কথা ও শুনেছে। বাবার কাছে জেনেছে, এককালে বিপদে পড়লে লোকে টেক্সাসে পালাত, এখন যায় মেক্সিকো। ওর জন্মের আগে ওর বাবা মা ওখানেই থাকত।
'ফিরবে না?'
'কী জানি··· বোধ হয় না।'
সতর্ক হয়ে আছে হেলার, কিন্তু আর কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। আদৌ কি কিছু শুনেছে সে? চিন্তা-ভাবনা করে নিশ্চিত হলো একটা শব্দ তার কানে গেছে, তবে সেটা বৃষ্টি কিংবা কোনও জন্তু-জানোয়ারের নয়।
ঘুরে পিচফর্কটা তুলে নিল ও। মনে মনে গাল দিল নিজেকে, মেয়েটাকে নিয়ে এতই মত্ত হয়েছিল যে, পিস্তল আনতেও ভুলে গেছে।
হঠাৎ আস্তাবলে ঢুকে একটা লোক ওদের মুখোমুখি হলো। বিল হাডসন, হাতে পিস্তল।
পিস্তলের নল নাচিয়ে লরাকে ইশারা করল সে। 'তুই ঘরে যা!'
তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'তৈরি হয়ে নে, আমরা এক্ষুনি চলে যাব।'
পিচফর্কটা হাতে নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল হেলার। অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করল এই লোকের বিরুদ্ধে এটা সে ব্যবহার করবে না, ওর সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই। পুরো ব্যাপারটা বৃদ্ধ কী চোখে দেখছে, বেশ বুঝতে পারছে সে।
'ফের যদি তোমাকে কখনও দেখি,' বলল হাডসন, 'তোমার সঙ্গে যেন তখন পিস্তল থাকে।'
'ভুল বুঝেছ তুমি,' শান্ত সুরে বলল হেলার। 'এর মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না।

ও সময় কাটাতে এসেছিল এখানে। আশপাশে ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে, তাই আমি ওকে সাবধান করতে এসেছিলাম।'

'আমার কথা তুমি শুনেছ।'

ঘুরে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল বিল হাডসন। শুধু গাঢ় নিশ্ছিদ্র আঁধার তখন সাথী হলো হেলারের, সহসা হা-হা করে উঠল বাতাস, ছাতের ওপর ভয়ঙ্কর গর্জনে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

পাঁচ

মরুভূমিতে যে-ভোর আসে, তেমনটি আর কোথাও আসে না, এখানে রঙের যে-বৈচিত্র্য তারও কোনও তুলনা নেই। বৃষ্টির পর মরুবাতাসে থাকে এক অপূর্ব নির্মলতা, যার অর্ধেকও আর কোনও বায়ুমণ্ডলে মিলবে না। আর কোনও জায়গায় থাকে না এমন পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি।

থেমে গেছে বৃষ্টি। বালিয়াড়িগুলো জলের ভার দ্রুত শুষে নিয়ে প্রখর রৌদ্রতাপের সামনে আবার মরুভূমির বুক উলঙ্গ করে দিয়েছে। কেবল লতাগুল্ম সতেজ হয়ে উঠেছে আরেকটু, সবুজের ছোঁয়া লেগেছে গায়ে, আর্দ্র মাটির ওপর মাথা-জাগানো অসংখ্য শেকড় তৃষ্ণার্তের মত এই হঠাৎ ধেয়ে আসা মরুজল আকণ্ঠ পান করেছে।

আবহাওয়া বদলের সাথে তাল মিলিয়ে জীবন-সংগ্রাম আর কোথাও এমন তীব্র হয়ে ওঠে না। বালুর সাথে মিশে বীজ ঘুমিয়ে থাকে; হালকা বৃষ্টিতে কিছু হয় না, অঙ্কুরিত হওয়ার জন্যে ওই জল যথেষ্ট নয়। বীজের এমন কিছু সূক্ষ্ম কোষ আছে যা বিকশিত হতে প্রচুর পানি লাগে; তারপর হঠাৎ একদিন সেই কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি আসে, অঙ্কুরিত হয় বীজ, গাছের ডালপালা মেলে দেয় অসংখ্য পল্লব। মুহূর্তে মরুভূমি হয়ে ওঠে জীবন্ত মোহনীয় সুন্দর।

আজ সকালে নিষ্কলঙ্ক বালুর ওপর পশু-পাখির পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোনও ঘোড়া বা মানুষের ট্র্যাক নেই। বিল হাডসনের শীতল চোখজোড়া ধোঁয়ার সন্ধানে দূর-পাহাড়ের গায়ে নিবদ্ধ হলো। ইন্ডিয়ানদের ওই ধোঁয়া কথা বলে, ওতে তার যাওয়ার খবর থাকতে পারে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। লরার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলে এখন তার অনুতাপ হচ্ছে; কেন যেন বারবার সে ভুলে যায়, লরা আর ছোটটি নেই, এখন ও মহিলা, পুরুষ-সঙ্গী খোঁজার বয়েস ওর হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে ওই 'মহিলা' শব্দটিই তার চিন্তার মূল বিষয়। ওর মা-ও তাই ছিল, মেয়েকেও সে কোনও অংশে কম দেখতে চায়নি।

লরা তার ওপর রেগে আছে, এবং সেটা বোঝাতেও কসুর করছে না। ওর ধরন-ধারণ সে চেনে, শত হলেও মায়েরই মেয়ে তো··· কোনও ব্যাপারে খেপে গেলে মুখ উঁচু করে সোজা সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

'সৎ ছেলে অনেক মিলবে,' বলল হাডসন। 'আমি চাই না, আমার মেয়ে কোনও বন্দুকবাজকে বিয়ে করুক।'

'আমার মা কিন্তু করেছিল।'

এ-কথায় হাডসনের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নরাও জানত তাই হবে। ওর মা তাকে বিয়ে করেছিল, তাই আজ সে সুপথে আসতে পেরেছে। সামনে স্যাডলে-বসা ওই লোকটাকে ওর মা পোষ মানিয়ে গৃহী করে তুলেছিল, অথচ তার পৌরুষ এতটুকু খর্ব করেনি। জীবনের ক্ষণস্থায়ী সোনালি অধ্যায়গুলো সে ওর মায়ের সঙ্গেই কাটিয়েছে।

হাডসন অস্বস্তিভরে আবার হেলারের কথা ভাবতে বসল। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো লোকটাকে সে পছন্দ করে। গিবসন যে-লোকের বশ মানে, নিঃসন্দেহে তার ব্যক্তিত্ব আছে। কিওয়ার ক্ষেত্রেও এ-কথা খাটে। কিওয়া এ-যাবৎ সব ডাকাতি একাই করেছে, শুধু একবার ছাড়া··· সে-বার ও একটা দলের সাথে ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতে গিয়েছিল··· কিওয়া ওই হামলার একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

হেলারের চালচলন আউট-লয়ের মত নয়। মার্জিত রুচির ছাপ আছে, কথাবার্তায় এমন একটা কিছু আছে যা ওকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বিল হাডসন লোক চেনার ব্যাপারে জহুরি। হেলারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসল সে।

লোকটার একমাত্র পরিচয়, সে একজন আউট-ল। আবার ওদের দেখা হবে, এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিশেষত, ভারাক্রান্ত মনে উপলব্ধি করল হাডসন, ওরা যদি ওবারো ব্যাঙ্ক লুটের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা বাতিল না করে।

সূর্য এখন পাহাড়ের মাথায়, আঠার মত ওদের পিঠে লেগে রয়েছে মরুরোদ। বাঁয়ে, শুয়োরের পিঠের মত বাঁকা একটা উঁচু টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। টিলার গায়ে অনেক ফাটল, মিহি সাদা বালুর স্তর জমেছে সেখানে।

চারপাশে জংলা ঘাস, সল্টবুশ আর খানা-খন্দকের ছড়াছড়ি। ইতস্তত-ছড়ানো আয়রনউড গাছে কলি এসেছে, হালকা-সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দু-একটা ফুল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছুতে পারলে, হাডসন ভাবছে, এখনও বীজ বোনা যাবে।

'বাবা?'

বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকাল হাডসন।

'ধোঁয়া।'

বাঁকা টিলাটা পেরিয়ে দূরের কোনও এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, খাড়া লম্বাভাবে, মেয়ের ইশারা লক্ষ্য করে দেখল সে। ধোঁয়াটা ভেঙে গেল একবার, তারপর আরও একবার—এখন ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

পেছনে তাকিয়ে আরেকটা কুণ্ডলী চোখে পড়ল ওর। এটার অবস্থান গতরাতে যেখানে ক্যাম্প করেছিল ওরা, তার উত্তরে।

'চল, খেয়ে নিই,' হঠাৎ বলল হাডসন। 'পরে সুযোগ নাও মিলতে পারে।'

সম্মুখবর্তী টিলার দিকে তাকাল সে। ওখানে সুরক্ষিত জায়গা আছে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাডসন, তারপর দুজনে এগিয়ে গেল টিলার দিকে।

ওরা বেশ কিছুটা দূর দিয়ে পার হলো টিলাটা, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে

ওপরে রওনা দিল হাডসন। যখন নিশ্চিত হলো কেউ নেই, লরাকে ডাকল।

ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল ওকে, স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। তারপর খাবারের থলেটা নামাল। 'খুব বেশি নেই,' হাডসন বলল, পরিমাণ দেখে লজ্জা পেল মনে মনে।

আরও থাকা উচিত ছিল, সঙ্গে মেয়ে আছে। যখন বউ ছিল ঘরে, তখনও এ-উপলব্ধি ছিল। অনেক পরে বুঝেছে আসলে মানুষটাকেই ভালবাসে ওর বউ, তার সম্পত্তিকে নয়। এই আবিষ্কার ওর জন্যে ছিল একটা সত্যিকারের চমক। সে যে কারও ভালবাসার পাত্র হতে পারে, এটা তার কখনও মনে হয়নি– ফলে তার ভেতরটা ভিতসুদ্ধ এমন প্রবলভাবে নাড়া খেলো যে, সে আর আগের মত রইল না। সেই দিন থেকে স্ত্রীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসাই ওর জীবনের একমাত্র চালিকাশক্তি হয়ে উঠল।

কিন্তু লরার সাথে সে কিছুতেই সহজ হতে পারে না··· সম্ভবত ওর ওই স্কুলে লেখাপড়াটাই এর কারণ। সে কখনও স্কুলে যায়নি, সামান্য লিখতে পড়তে পারে এই-যা।

নারীজাতি সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত, আজ নিজের বিবাহযোগ্য মেয়েকে দিয়ে এ-সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছে সে। একজন দায়িত্বসচেতন মানুষ হিসেবে এই অভাববোধ তাকে পীড়া দিচ্ছে।

একজন পুরুষের বাহুলগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে একজন ভদ্রমহিলার থাকতে পারে, এ-ধারণা ওর সেকেলে মন মেনে নিতে পারছে না। ওর স্ত্রী অবশ্যি তাই হয়েছিল···কিন্তু ও তার অন্তরে একটা বিশেষ আসন দখল করেছিল। এই আসন তাকে অন্য মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিল। তা ছাড়া, নিজের স্ত্রীকে নারীত্বের প্রতীক হিসেবে কখনও দেখেনি সে। ও ছিল আলাদা, একদম আলাদা।

টিলার মাথা থেকে মরা-সিডারের শুকনো ডালপালা জোগাড় করল হাডসন। আগের কোনও যাত্রীর ফেলে যাওয়া আধপোড়া লাকড়িও পেল কয়েকটা। পাথরের আড়ালে ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে ছোটমত আগুন জ্বালাল। ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে পথের ওপর নজর রাখতে পারবে ওরা।

শুকনো কাঠ, কোনও ধোঁয়া হলো না, কেবল বাতাসে আগুনের শিখা ঈষৎ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল মাত্র। কাজে বিশেষ মন বসছে না হাডসনের, বারবার হেলারের কথা মনে পড়ছে।

কোনও বন্দুকবাজ, শেরিফ বা আউট-লই তার সমগোত্রীয় লোকের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। পথচলতি মানুষের ভিড়ে, স্টেজকোচ কিংবা সেলুনের আলাপ-আলোচনা থেকে একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারে। এভাবেই হেলার সম্পর্কে জেনেছে হাডসন: ও কীভাবে গানবেল্ট বাঁধে, কটা মানুষ মেরেছে, কী রকম মানুষ– সব।

হাতেগোনা কয়েকজন বন্দুকবাজের নামডাক– যেমন ইরাপ ভাতৃদ্বয়, হিকক, বিলি দ্য কিড, জন রিংগো, ওয়েস হার্ডিন– সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এদের সমান কিংবা তার চেয়েও দক্ষ লোক যে নেই বা ছিল না এমন নয়।

আসলে ওরা ঘটনাচক্রে লোকজনের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছে, তাই বিখ্যাত হয়েছে। জনি বুল, জো ফাই, ল্যুক শর্ট, লংহেয়ার জিম কার্টরাইট, জেফ মিল্টন, ডালাস স্টাউডেনমায়ার, কিং ফিশার আর বেন টম্পসনের নামও বাথান মালিকদের কাছে কম পরিচিত নয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে হাডসন, আর ভাবছে এ-সব কথা। অন্যদের বেলায় যেভাবে শুনেছে, হেলারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। জানে, চৌকশ লোক বলে ওর খ্যাতি আছে। বুলেট দিয়ে বুলেটের মোকাবেলা করতে পারে। হাডসনের রূঢ়, কঠিন সীমিত পৃথিবীতে এই গুণ তাকে পৌরুষের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

তবু এত কিছুসত্ত্বেও, এ জীবনের শেষ পরিণাম একটাই হতে পারে: হয় গুলি খেয়ে মরতে হবে নয়তো জেলে পচতে হবে। তাই, হাডসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে একজন বন্দুকবাজের সাথে সে তার মেয়ের সম্পর্ক কিছুতেই হতে দেবে না।

তবে এর পাশাপাশি আরও একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে, পিট রানিয়ন নিজেও আউট-ল এবং বন্দুকবাজ ছিল অথচ এখন সে একজন আইনের রক্ষক এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিক। ক্ষমা করার ব্যাপারে পশ্চিমের লোকদের জুড়ি নেই...মিথ্যে এবং ভীরুতা ছাড়া আর যে-কোনও অপরাধ তারা ক্ষমা করে।

একটা ক্যাঙারু ইঁদুর এগিয়ে এল, কৌতূহলভরে কফির সুবাস টানছে। লরা বিস্কুটের কোনা ভেঙে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। ছোট্ট প্রাণীটা একটা অস্বাভাবিক রকমের বড় লাফ দিল, প্রায় সাত ফুট, তারপর থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কেউ তাড়া করছে না দেখে কৌতূহলী জীবটা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল আবার, তারপর অনেক দেখে-শুনে শেষ-পর্যন্ত বিস্কুটটা থাবার ভেতরে আঁকড়ে ধরে মহাআনন্দে চিবুতে লাগল।

খানিক বাদেই ওরা ফের রওনা হলো। রোদ তেতে উঠেছে। গ্রিজউডের ঝোপে ঘুরঘুরে পোকা ডাকছে। তিনটে পেকারি যেখান দিয়ে রাস্তা পার হয়েছে, সেখানে গিয়ে ট্রেইলে উঠল ওরা। ওদের যাওয়ার পথে পাথরের আড়াল থেকে র‍্যাট্‌ল্ সাপ ডেকে উঠল। একটা নিঃসঙ্গ বাজ চক্কর কাটছে রোদ-জ্বলা আকাশে।

ফেলে-আসা লোকগুলোর কথা ভাবছে হাডসন, জানে এই মুহূর্তে কী অনুভূতি হতে পারে ওদের। 'ওয়েল,' চেঁচিয়ে বলল সে, 'গুডলাক টু দেম।'

বাবার দিকে তাকাল লরা। কাদের মঙ্গল কামনা করল জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না, সে নিজেও ওদের কথাই ভাবছে– অন্তত হেলারের কথা, তার কপালের ওপর পড়ে-থাকা কালো কোঁকড়ানো কুন্তলের কথা।

কী শান্তভাবেই না বাবার মোকাবেলা করল ও, সেধে ঝামেলা বাড়ায়নি, আবার তাই বলে পিছিয়েও যায়নি। কোনও কৈফিয়তও দেয়ার চেষ্টা করেনি। সহজ-সরল ভাষায় প্রকৃত ঘটনাটা জানিয়েছে মাত্র।

'বাবা...?'

বিস্মিত চোখে মেয়ের দিকে তাকাল হাডসন, ওর রাগ পড়ে গেছে দেখে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করল।

'তোমার কি মনে হয়, পারবে ওরা?'

প্রচুর সময় নিয়ে সব দিক খুঁটিয়ে বিচার করল হাডসন; ওবারো শহরের ছবি মানসপটে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল, তারপর হেলার সম্পর্কে ভাবল। অবশেষে বলল, 'যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'তবে গোলমালটা কোথায় জানিস, মা, এটা কেবল শুরু এরপর ওরা তোকে ধাওয়া করবে, বুদ্ধিমান হলে কেটে পড়বি তুই, এবং হয়তো সে যাত্রা পালাতেও পারবি। কিন্তু ভাগ্য সব সময় তোর সহায় হবে না। একজন লোক যখন আইনের বাইরে হাত বাড়ায় তখন সে আর সবাইকে তার শত্রু করে তোলে।

'অথচ এতে তার কোনও লাভ হয় না। অসৎ পথে কেউ বড়লোক হতে পারে না। খুউব কম আউট-লই শেষ-পর্যন্ত তাদের লুটের মাল ভোগ করতে পেরেছে।

'আমি এ-রকম একজনকে চিনতাম··· বুদ্ধিমান বলে তার বেশ নামডাকও ছিল। অথচ যৌবনের এক-তৃতীয়াংশ জেলে কাটাতে হয়েছে তাকে, দু-দুটো মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছিল তার মাথার ওপর। এবং শেষ জীবনে, অন্য আউট-লদের দোরে ভিখ মেগে খেতে হয়েছে।'

চোখ কুঁচকে দিগন্তে, যেখানে মরীচিকা নাচছে, তাকাল হাডসন।

নৈর্ঋত কোণে ধোঁয়া উঠছে···

ছয়

কব্জিতে-বাঁধা সাদা ডাউস ঘড়িটার দিকে তাকাল হেলার। 'ঠিক এগারোটা চল্লিশে শহরে ঢুকবে তোমরা। আমি তোমাদের দশ··· বড়জোর পনেরো মিনিট সময় দিতে পারব।'

ঝট করে হার্ডি একবার তাকাল ওর দিকে। 'তার মানে রীতিমত যুদ্ধ করবে তুমি!'

'ও খুব কঠিন চিজ।' হেলার হাসল। ওই বেপরোয়া হাসি ওদের অতিপরিচিত। 'এখন আমি অতক্ষণ টিকলেই রক্ষে।'

হেলার জিনে চাপল। 'নেহাত বেকায়দায় না পড়লে পিস্তল ব্যবহার করবে না। গোলাগুলি একবার শুরু হলে পশ্চিমের কয়েকজন সেরা মার্কসম্যানের মোকাবেলা করতে হবে তোমাদের। আমি ওদের চিনি– এক সঙ্গে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছি।'

রওনা হলো সে, খানিকদূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখল বন্ধুরা ওকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। সেই মুহূর্তে ও উপলব্ধি করল ওদেরকে কোন বিপদের মুখে সে ঠেলে দিচ্ছে··· অথচ ওরা ভাল লোক– খাঁটি, কঠিন।

ওর মাথায় লরার চিন্তা ঘুরে এল আবার। ক্ষণিকের পরিচয়ে একটা মেয়ের সাথে অতটা মাখামাখি করতে গেলে ও-রকম কিছু ঘটাই তো স্বাভাবিক। অথচ, সহসা উপলব্ধি করল সে, মেরির বেলায় কখনও এ-রকম অনুভূতি হয়েছে বলে তার মনে পড়ছে না··· এর কারণ কি এই যে, সে তখন উঠতি বয়সের তরুণ এবং

মেরি ছিল ওর চেনাজানাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী?

নাকি এতদিনে ওর চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা গভীরতা এসেছে? প্রসঙ্গক্রমে ওর বাবা একদিন ওকে একটা কথা বলেছিল। কথাটা সে আজও ভোলেনি: 'মেয়েদের মাতৃত্ববোধ সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই বলে, কিন্তু পুরুষের স্নেহ-মমতা, দায়িত্ব-সচেতনতার ব্যাপারে কোনও উল্লেখ করে না; অথচ এ-দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

ওর আজকের এই উপলব্ধির পেছনে এর অবদান অনেকখানি। সেই তরুণ বয়সে বাবাকে ওর সেকেলে বলে মনে হয়েছিল, ভেবেছিল যুগের হাওয়া সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু পরে, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে, বুঝেছে আসলে ওর নিজেরই এ-ব্যাপারে কোনও ধারণা ছিল না। আজ কারও প্রতি ওর কোনও পিছুটান নেই, এবং ওকে নিয়ে সামান্যতম দুশ্চিন্তাটুকু করবে এমন কেউও নেই।

খেলাচ্ছলে একদা অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে, অথচ সেটা আদৌ কোনও খেলা ছিল না। কোনও মানুষকে শাসালে কিংবা তার ধন-সম্পত্তি লুট করলে, সেটা আর হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার থাকে না, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে। এবং কোনও সৎলোক সে-কাজ করে না।

সম্ভবত এ-কারণেই লরা তার অন্তর স্পর্শ করেছে, ওর একজন সাথী দরকার। একজন জীবনসঙ্গী দরকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। বোধ হয় তাই একটা মেয়ের যা-চাহিদা, ওকে তা দিতে চেয়েছিল সে··· জীবনসঙ্গী আর নীড় ছাড়া কোনও মেয়েই পূর্ণতা পায় না। আর যা-কিছু সব গুরুত্বহীন। নিছক খেলা।

চোখের সামনে শহরটা ভেসে উঠতে লাগাম টেনে ধরল বব হেলার। ওর দেখার মত বিশেষ কিছু নেই ওখানে। তিনটে বড় রাস্তা, গোটা কয়েক চৌমাথা আর মূল সড়কের ওপর ব্যাঙ্কভবন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লিভারি স্ট্যাবলের কোরাল শহরের আরেক প্রান্তে অবস্থিত।

ও ফিরে এসেছে টের পেলে শহরবাসীরা একটা মারামারি দেখার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠবে। এর জন্যে ওরা প্রস্তুত থাকবে। তাই আগে ওর উপস্থিতির কথাটা জাহির করতে হবে, তারপর পিট রানিয়নকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে হবে। তবে সেটা খুব সহজ হবে না। পিট ঠাণ্ডা মাথার হিসেবী মানুষ, অতিসহজে চটে না।

মেরি··· হ্যাঁ, মেরির সাথে তাকে দেখা করতে হবে। পিটকে যদি আদৌ খেপানো সম্ভব হয়, তবে একমাত্র এভাবেই যাবে।

লড়াইয়ের খবরটা একবার ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত দর্শক জমে উঠবে। মজা দেখার লোভে প্রায় সবাই আস্তাবলের সামনে ভিড় জমাবে, ফলে বড়জোর একজন লোক থাকবে ব্যাঙ্কে। অতএব, কাজ সারতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। সুতরাং আশা করা যায় লড়াই শেষ হওয়ার আগেই নিঃশব্দে কেটে পড়তে পারবে ওরা।

তবে কোনও কারণে গোলাগুলি হলে লোক জমিয়ে রাখতে পারবে না সে, তখন ওকেও যথাসম্ভব দ্রুত সরে পড়তে হবে। কিন্তু পিটের মন ভীষণ সন্দেহপ্রবণ, সে যদি দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলে, ওর অবস্থা হবে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত।

হেলার আবার চলতে শুরু করল। পিস্তল বের করে নেড়েচেড়ে দেখে নিল ঠিক আছে কিনা, তারপর ওর স্যাডলব্যাগে সব সময় অতিরিক্ত যে-পিস্তলটা থাকে সেটাও পরখ করে দেখল।

এটা অন্যের ঘোড়া, তবে হার্ডি শাভেজ জানিয়েছে তার পালে এ-ঘোড়াটাই সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে। ওদের নিজেদের ঘোড়া বক্স ক্যানিয়নের গোপন ডেরায় হাজির থাকবে। কাজ সেরে প্রথমেই ওখানে যাবে ওরা, সেখান থেকে তাজা ঘোড়ায় চেপে দখিনা পথে যাত্রা করবে।

তবু, অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। হুট করে কোনও অস্ত্রধারী লোক ব্যাঙ্কে এসে পড়তে পারে; কোনও কর্মচারী আগেভাগে লাঞ্চে গিয়ে ফিরে আসতে পারে; আবার দোতলার কোনও জানালায় এমন কেউ থাকতে পারে যার নাগালের ভেতর হয়তো রাইফেল আছে।

রানিয়ন তাকে হারিয়ে দিতে পারে; তেমনি এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। তবে যা-ই হোক না কেন, লড়াইটা কমপক্ষে দশ মিনিট টেকাতে হবে।

ঘুরে-ফিরে বর্তমান সমস্যার কথাই ভাবছে ও, তুচ্ছ অথচ খুঁটিনাটি যে-সব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো একে একে চিহ্নিত করল। এই প্ল্যানের সাফল্য এ-গুলোর ওপর অনেকটা নির্ভর করছে।

যেমন, মিসেস ও'বেয়ার্ন। তুচ্ছতম জিনিসও এই মহিলার চোখ এড়ায় না। সর্বদা হাতের কাছে একটা শটগান রাখে। একদল ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে একবার ওটা ব্যবহার করে দারুণ ফল পেয়েছে। এই মহিলাকে হালকাভাবে নেয়া উচিত হবে না; স্বামীর মৃত্যুর পর স্কার্ট ছেড়ে শার্ট-প্যান্ট ধরেছে এবং বলতে গেলে প্রায় একাই বাথান ব্যবসাটা চালাচ্ছে। এমনকী গরুর গায়ে মার্কা লাগানোর কাজটা পর্যন্ত নিজে করে।

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে আবার থামল হেলার। সবাইকে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্যে টুপিটা কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল। তালু শুকিয়ে খটখট করছে, টান পড়েছে তলপেটের পেশীতে। সোজা হয়ে জিনে বসল সে, আস্তাবলের পাশ দিয়ে ঘুরে সদর রাস্তায় উঠল।

ওপর থেকে যেমন দেখায়, মনের আয়নায় শহরের চারপাশটা তেমনিভাবে দেখতে পাচ্ছে সে। এইখানে শহর; এর পশ্চিমে চলে গেছে হাডসন আর তার মেয়ে। ওর পেছনে, শিগগিরই এ-পথে আসবে গিবসন, হার্ডি আর কিওয়া। ওরা সবাই বিশাল জনসমুদ্রের অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, জীবনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ইতিমধ্যেই অপ্রতিহত গতিতে চলতে শুরু করেছে।

ওবারোতে ওর নামে কোনও হুলিয়া নেই। সকলেই জানে ওই ট্রেনগুলো সেই লুট করেছিল, তবে এর কোনও প্রমাণ ওদের হাতে নেই। এখানে সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

এক সময় সে নিজেও এই শহরের বাসিন্দা ছিল। মানুষগুলো পরিচিত। তাই জানে ওদের ব্যাঙ্ক লুট করলে, ওরা তার পিছু নেবে, এবং ও বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে হয়তো মেরেও ফেলবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে ওরা মনে মনে চাপা অহঙ্কারও বোধ করবে; ভাববে, বাইরের কেউ নয়, কাজটা শেষ-পর্যন্ত ওদেরই একজন করেছিল।

এই লোকগুলোর অদ্ভুত জীবনদর্শনের কথা ওর জানা আছে। উত্তেজনা শিহরণ ওদের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে জানে। এই দুরন্ত জীবনের প্রতি পশ্চিমের লোকদের আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। প্রতিদিন নানা ধরনের মানুষ এসে বসত গাড়ছে এখানে. সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে সমাজের রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য; গরুর পাল নিয়ে দুস্তর পাহাড়ী ট্রেইলে নির্ঘুম রাত কাটানোর চাইতে শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনই এখন লোকের বেশি পছন্দ, সাহস দিয়ে বিপদ মোকাবেলার স্থান দখল করেছে কূটকৌশল। এ-জন্যে হেলার মনে মনে তীব্র বেদনা অনুভব না করে পারে না।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; নিজের অজান্তে হ্যাটটা আবার সামনের দিকে টেনে দিল একটু। রাস্তার শেষ-মাথায় মুদিখানা। ওটার বারান্দায় কয়েকটা রকবাজ ছোকরা আড্ডা মারছে। মিসেস ও'বেয়ার্ন তার সিঁড়ি ঝাড় দিচ্ছে।

একটা মুরগি রাস্তার ময়লা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, গরম ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে একটা কুকুর। হিচ রেইলে গোটাকয়েক ঘোড়া বাঁধা। একে একে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল হেলার, চকিতে আড়চোখে তাকাল ব্যাঙ্কের দিকে, তারপর আবার টুপিটা মাথার ওপর তুলে দিল যাতে সবাই ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পায়। সকলের চোখে পড়তে চায় সে…ওদের জানা দরকার ও আবার ফিরে এসেছে।

ঘোড়ার সাজ-পোশাক বিক্রি করে যে-দোকানটায় তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল, ভেতর থেকে হঠাৎ একটা লোক বেরিয়ে এসে তাকাল ওর দিকে। লোকটার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও: 'ডক! দেখলে কে?'

কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো।

বব হেলারের আগমনবার্তা ঘোষিত হলো শহরে।

সামনে মোড়ের বাড়িটা পিট রানিয়নের– ওখানে মেরিকে নিয়ে সে থাকে। বাইরের বেড়ায় নতুন রং করা হয়েছে। সাদা। ছোট্ট এক ফালি লন, সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। বারান্দায় লতানো গোলাপের ঝাড়।

ওকে একনজর দেখার জন্যে লোকে এখন ভিড় জমাচ্ছে দরজায়, মুদিখানার রকবাজগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে।

মেহেদি রঙের ঝাঁটা-গোঁফঅলা এক মোটা লোক চেঁচিয়ে ডাকল ওকে: 'কী খবর, বব! ফিরে এলে যে বড়?'

লাগাম টেনে ধরল হেলার। 'হাই, ম্যাট! বপুটা দেখছি কমেনি একটুও।'

'আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম আর আসবে না তুমি।'

সিগারেট ফেলে দিল সে। রানিয়নের জানালায় একটা পর্দা যেন নড়ছে বলে মনে হলো? সহজ ভঙ্গিতে হাসল হেলার। 'কেন, এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে, ম্যাট। আমি পিট রানিয়নের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছি। শুনতে পাই ও নাকি আগের মতই তরতাজা আছে।'

সূর্যের পানে তাকাল ও। হাতে বেশি সময় নেই, অথচ শুরুটা তেমন জুতসই

হয়নি। মোড় ঘুরে সাদা গেটটার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল হেলার।

টুপি খুলে হাতে নিল, কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল টোকা মেরে। চাপা উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। তবে মাথাটা খোলতাই হতে শুরু করেছে, ঘুমন্ত শয়তানি বুদ্ধিগুলো জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। গত কদিনের ভেতর এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর কর্মপন্থা কী হবে।

মেরি বরাবর একটু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কোনও কিছুই হালকাভাবে নেয় না। এখনও নেবে না। গেট খুলে বাসার দিকে তাকাল ও। মেরি যা চেয়েছিল, পেয়েছে। বাড়িটা দেখতে অবিকল ওরই মত– সুন্দর, ছিমছাম, পরিপাটি।

পুরুষ মানুষকে কীভাবে বাঁধনে জড়াতে হয় মেরি ভাল করেই জানে। নিজের চাহিদা সম্পর্কে ওর স্পষ্ট ধারণা আছে··· আর পিটও হয়তো মেনে নিয়েছে সেটা। আজ হঠাৎ, এবং মেরি ওর পরিবর্তে পিট রানিয়নকে জীবন-সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়ার পর এই প্রথম, হেলার অনুভব করল ওর বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেছে।

বারান্দায় উঠল ও, স্পারজোড়া ঝুন ঝুন শব্দে নাচছে। স্ক্রীনডোর টেনে ভেতরে ঢুকল। আসবাবে-ঠাসা ছোট্ট পারলার। মেঝেতে ব্রাসেলসের কার্পেট, কাঠের চেয়ারগুলো লাল মখমলে মোড়া। প্রতিটা চেয়ারের পিঠে আবার নকশাখচিত সাদা কাপড়ের আবরণ দেয়া যাতে মখমলে তেলের দাগ না লাগে। সাজানো-গোছানো ঘর, তবে মেকি আভিজাত্য জাহিরের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে।

এখানেও মেরির সদম্ভ উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে রানিয়নের জন্যে করুণা অনুভব করল হেলার। মেয়েটা কতখানি বদলে ফেলেছে ওকে?

'কেউ আছে বাসায়?'

নীরব নিথর বাড়িটা গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে, কঠোর নিস্তব্ধতার মাঝে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাল সেই প্রতিধ্বনি।

আচমকা ঘরে এল মেরি রানিয়ন, ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। বাড়িতেও চমৎকার সেজে-গুজে আছে, সুন্দরভাবে আঁচড়ানো চুল মেলে দিয়েছে পিঠের ওপর।

চেহারায় আত্মবিশ্বাস আর কর্তৃত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে। হেলার মনে করতে পারল না এই রূপ সে আগে কখনও দেখেছে কিনা– সম্ভবত ঘরের লোককে মুঠোয় পুরতে পারলে সব মহিলারই এমন হয়।

'হ্যালো, মেরি।'

মুখের রক্ত সরে গেল ওর, দুহাতে স্কার্টটা আস্তে করে কোমরের নীচে টেনে নামিয়ে দিল একটু। কোনও কারণে অস্বস্তিতে ভুগলে এ-রকম করা ওর মুদ্রাদোষ, মনে পড়ল হেলারের।

মেরি চিরকাল রসকষহীন, আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। ওর জৈব ক্ষুধা একমাত্র হেলারই জাগিয়ে তুলতে পারত বলে তার ওপর বিরূপ ছিল সে। অতীতের স্মৃতি মনে পড়ায় আপনমনে হাসল বব। যৌনতাকে মেরি ঘৃণা করত; অবশ্যি ওর মনে আকাঙ্ক্ষার কোনও কমতি ছিল না, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করত না সেটা– ওর শালীনতাবোধে আঘাত করত।

'কী চাই?'

ঝাঁঝাল সুরে অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট। হ্যাঁ, ভাবল সে, এই তো মেরি। মনের মানুষ নিয়ে স্বপ্নের নীড়ে বাস করছে। তার প্রত্যাবর্তন ওর জন্যে হুমকিস্বরূপ, বিপদসঙ্কেত।

'পিট কোথায়?'

'নেই,' বলল মেরি। পরিষ্কার হাতজোড়া ঘষছে কাপড়ে, যেন কোনও অদৃশ্য ময়লা লেগে আছে। 'আবার কেন এসেছ?'

'অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলাম পুরোনো সম্পর্কটা আবার ঝালিয়ে নিই।' ওর দিকে তাকিয়ে হেলার হাসল, বিদ্রূপের হাসি। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেরি, সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হলো।

'চলে যাও! একা থাকতে দাও আমাদের!'

যাওয়ার কোনও লক্ষণ ফুটে উঠল না হেলারের মধ্যে। চরম সময় উপস্থিত। ম্যানটেলের ওপর-রাখা ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, 'আমি থাকতে আসিনি। পিটের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'এখানে থাকলে তুমি ওর দেখা পাবে। ও তোমাকে ভয় করে না।'

'পিট? পিট রাশিয়ন ভীতু নয়...এমন কী যখন জানত আমি ওকে পিস্তলে হারাতে পারব, তখনও সে ভয় পায়নি।'

ঘরের চারপাশে নজর বোলাল হেলার। 'তুমি দেখছি পিটকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছ, মেরি। নইলে স্রেফ এ-রকম একটা বাড়ির লোভে নিজের স্বভাব বদলানোর লোক না ও।' ওর চোখে চোখ রাখল সে। 'তোমার বাঁধন একটু ঢিলে দাও, মেরি। এত কষে বাঁধলে বেচারার দম বন্ধ হয়ে যাবে যে। রাশ কিছুটা আলগা করো, ও যদি সত্যি তোমাকে ভালবেসে থাকে তা হলে দেখবে, ও নিজে থেকেই তোমার কাছে ধরা দেবে, আর সে-বন্ধন ওর ভালও লাগবে।'

'আমি তো আটকাইনি পিটকে,' প্রতিবাদ করল মেরি। 'ও দায়িত্বশীল লোক, এই শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে আবার তাকাল মেরি। 'কোথাও কারও কাছে তোমার কোনও মর্যাদা নেই। আছে?'

এই সত্যভাষণ শেলের মত ওর মর্মে গিয়ে বিঁধল, কিন্তু পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলল সেটা। তবু কথাটা সত্যি; কোথাও কারও কাছে তার জীবনের এক কানাকড়ি মূল্য নেই। আচমকা লরার কথা মনে পড়ল ববের। হয়তো– নিতান্ত সামান্য হলেও– কারও মনে সে দাগ কাটতে পেরেছে।

'ভুল, মেরি। একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসে।'

মেরির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এটা ওর স্বভাবের আরেকটা দিক, মনে পড়ল হেলারের। ও কোনও কিছু হারাতে রাজি নয়, এমনকী সেটাতে যদি ওর কোনও চাহিদা না থাকে তবু নয়। তবে সব মিলিয়ে ও নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ গৃহিণী। নিজের সংসার গুছিয়ে রাখে, আকর্ষণীয় চেহারা। হেলার অনুমান করল ভবিষ্যতে পিটের আরও পদোন্নতি ঘটবে, মেয়র বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে সে।

'মেয়েটার উচিত হবে তোমাকে পোষ মানিয়ে ভদ্র সমাজের উপযোগী করে

তোলা। নইলে সুখী হতে পারবে না জীবনে।'

'পিটের মত? তুমি বোধ হয় চাও যে ওর প্ররোচনায় আমিও আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিই।'

'তুমি তো জানো পিট চায়নি ও-রকম··· পরিস্থিতি বাধ্য করেছে ওকে।'

'তোমাকে পাবার জন্যে করেছে।'

মেরি রানিয়ন এবার ক্রোধে ফেটে পড়ল। 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও আমার বাসা থেকে! আর কক্ষনো তোমার মুখ যেন দেখতে না হয় আমাকে!'

ঘুরে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল হেলার। প্রখর সূর্যের আলোয় দাঁড়াল এক মুহূর্ত। কী লাভ এই তিক্ততায়? ও ভাবল। কিন্তু পিট খেপে গিয়ে মারামারি করতে ছুটে আসুক, এটাই চাইছে সে। এখন ঠিক তাই ঘটবে বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে।

কিন্তু এক অদ্ভুত বিষণ্ন অনুভূতিতে ওর মন ভারি হয়ে আছে। হঠাৎ উপলব্ধি করল ও আসলে পিট রানিয়নের সঙ্গে লড়তে চায় না। বস্তুত, ওর দেখা পেলে সে খুশি হবে···সেই অতীতের মত।

ওরা দুজনে মিলে কত অসংখ্য গরুর গায়ে যে মার্কা লাগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বহুবার ইন্ডিয়ান অথবা ছিনতাইবাজদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়েছে। পাঁক থেকে অনেক গরু উদ্ধার করেছে। সেলুনে গুণ্ডা-বদমায়েশদের সাথে মারামারি করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

লাগাম হাতে নিয়ে স্যাডলে চাপল হেলার। হঠাৎ ভেতর থেকে ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরে মেরি বলল, 'বব, আমার সম্পর্কে তুমি যাই ভাব না কেন, পিটকে কিছু বলো না।' ওর হাত ধরে রইল সে। 'লক্ষ্মীটি, ওর কোনও ক্ষতি করো না।'

বিস্মিতভাবে ওর উদ্বিগ্ন চেহারার দিকে তাকাল সে। 'কেন, মেরি? ওকে তুমি সত্যিই খুব ভালবাস, না?'

দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। 'হ্যাঁ···হ্যাঁ, বব, আমি ভালবাসি ওকে। ও আমার স্বামী।'

আর আমি বুঝি কেউ নই, ভাবল সে। এই সেই মেরি যে কোনও আবেগকে প্রশ্রয় দিত না, যাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পছন্দ করত, কারণ জানত তার পৌরুষের কাছে ধরা দিয়ে ও সুখ পায়, যদিও মুখ ফুটে কিছুতেই স্বীকার করত না সেটা।

'মেরি,' শান্ত সুরে বলল হেলার, 'পিটের সাথে আমার একটা শেষ বোঝাপড়া এখনও বাকি আছে। এর আগেও আমরা লড়েছি, এবারেও তাই লড়ব। হয়তো আমাকে আবার মারবে সে, অথবা আমি তাকে মারব। তবে একটা প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারি, মেরি। আমি ওর বিরুদ্ধে পিস্তল বের করব না।'

হেলার বিদায় নিল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল মেরি, তারপর কোলের কাছে স্কার্ট সামান্য উঁচু করে ধরে ছুটতে শুরু করল।

রাস্তায় এখন বেশ কয়েকটা বাকবোর্ড চলাচল করছে, গোটা চল্লিশেক ঘোড়া বাঁধা রয়েছে হিচ রেইলে। দিনের এই সময়টায় সাধারণত যত লোক রাস্তায়

থাকে, আজ তার চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ, ওর ফিরে আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত, পরিস্থিতি অন্য রকম হলে, সে নিজেও এমন একটা লড়াই দেখার সুযোগ হাতছাড়া করত না।

নেমে ফসকা গেরো দিয়ে ঘোড়াটা বাঁধল সে। টুপি খুলে ধুলো ঝেড়ে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল। সেই ফাঁকে ব্যাঙ্কটাও দেখে নিল একবার। পাহারায় কেউ নেই··· ঢুকতে বেরুতেও দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

মিসেস ও'বেয়ার্নের বাসায় মেরিকে যেতে দেখেনি ও, তবে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। 'পিটকে দেখেছ? হেলার খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে।'

'এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না,' হালকা সুরে বলল মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'কী করতে হবে পিট জানে···আগের বার যা করেছে এবারেও তাই করবে!'

শেরিফের অফিসের পাশেই ঘোড়া থামিয়েছে হেলার। ব্যাঙ্কের মাথায় বসানো ঘড়িটা বলছে এখন সাড়ে এগারোটা। এদিকে ভেতরে ভেতরে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। খুব দ্রুত সব কিছু ঘটাতে হবে··· অথচ মুশকিল হচ্ছে, পিট সহজে রাগে না।

কোথাও থেকে ঘোড়ার পায়ে নাল পরানোর শব্দ আসছে। পিট হতে পারে··· নাল পরাতে পছন্দ করে ও, পারেও ভাল।

হঠাৎ, শেরিফের অফিস-ঘরের পেছন থেকে মেরির উত্তেজিত গলা ভেসে এল। 'পিট! পিট, হেলার এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'পিট, ও গোলমাল পাকাতে চায়··· আমি জানি!' মেরির গলা চড়ল কয়েক পর্দা। 'পিট, ওর সাথে লড়তে যেও না! সোজা ফাটকে পুরে দাও!'

প্রাণভরে একচোট হাসল পিট। 'মেরি, তুমি ভাল করেই জানো বিনা লড়াইতে ববকে জেলে ভরার সাধ্য কারও নেই। কেন খামোকা ফালতু বকছ?'

দালানের পেছন থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল পিট রানিয়ন। চোখাচোখি হলো ওদের। আরেকটু হলেই ওর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল হেলার, বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। এই লোকটাকে সে দারুণ ভালবাসে··· অথচ এই দাঁওটা তাকে মারতে হবে, ব্যাঙ্কের ওই টাকাগুলো তার দরকার– সত্যিই কি তাই?

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল সে, মনে মনে চোখ রাঙাল নিজেকে। আলবত দরকার!

'কী চাই, বব? নিশ্চয়ই বেড়াতে আসোনি?'

'তোমাকে পেটাতে এসেছি। একে যদি তুমি বেড়াতে আসা বলতে চাও, আমার তাতে আপত্তি নেই।'

চারপাশে ভিড় জমতে শুরু করেছে, অতিতুচ্ছ শব্দ বা ঘুসি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চায় না ওরা। হেলারের দৃষ্টি আপনাআপনি সামনে রাস্তার দিকে চলে গেল। ব্যাঙ্কের কাছে একজন লোক নামছে ঘোড়া থেকে। গিবসন।

'আসাটা কি নেহাত জরুরি ছিল?' প্রশ্ন করল পিট।

'নিশ্চয়ই··· জেনসেনের আস্তাবলের উঠোনে তোমার মুখটা কাদায় ঠেসে ধরতে হবে না!'

পিটের পেছনে মেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উসকানির সুরে বলল, 'তা ছাড়া তোমার বউকেও দেখানো দরকার ধোলাই খেয়ে তার ভাতারের সুন্দর মুখটা কেমন দেখায়!'

পিট রানিয়নের মুখ লাল হয়ে গেল, হকচকিয়ে গেছে সে। বুঝতে চেষ্টা করছে এর পেছনে আসল মতলবটা কী। শঙ্কিত হয়ে পড়ল হেলার। রানিয়নের মাথা কাজ করতে শুরু করলে গোল বাধবে··· ও অসম্ভব ধূর্ত, আর হেলারকেও রগে রগে চেনে··· চিন্তা করার সময় পেলে বুঝে ফেলবে সব কিছু, তখন জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে ওদের।

'কী হলো, পিট? বিয়ে করে তোমার ধার কমে গেছে নাকি? পেটের সাথে পাল্লা দিয়ে মাথাটাও বুঝি মোটা হয়ে উঠেছে?'

রানিয়নের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল। 'আমি কখনও মারামারিতে পিছিয়ে যাইনি। তুমি খুব ভাল করেই সে-কথা জানো।'

বিদ্রূপের সুরে হাসল হেলার। 'সে তো বিয়ের আগে। ও তোমার শিং ছেঁটে দিয়েছে নাকি, পিট?'

রাগে রানিয়নের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মত কালো হয়ে গেল। ঘুসি পাকিয়ে এক কদম আগে বাড়ল।

পিছিয়ে গেল হেলার। 'এখানে না পিট। আগের জায়গায়। সে-বার তোমার কপাল ভাল ছিল। দোয়া করো, এ-বারেও যেন তাই হয়!'

জনতার উদ্দেশে ঘুরল হেলার। 'তোমাদের শেরিফের পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব আমি। অবশ্যি ও যদি লড়তে ভয় পায় তবে অন্য কথা!'

ঘোড়ার লাগাম খুলে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো সে। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল: এগারোটা চল্লিশ।

ব্যাঙ্কের দরজার সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। চোখে সবুজ গগলস, পরনে গ্যালিস-লাগানো প্যান্ট। লোকটা সম্ভবত এপার্সন। এমন উপভোগ্য লড়াই দেখার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার লোক নয় এপার্সন।

স্যাডল-হর্নের ওপর ওর জ্যাকেটটা রেখে এগিয়ে চলল বব হেলার, উল্লসিত জনতা আসছে পেছনে পেছনে। মেরির সাথে রানিয়নের বাক-বিতণ্ডার আওয়াজ ভেসে আসছে, কিন্তু ও থামল না। ওর পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু এগোবে এখন– এগোতেই হবে।

জেনসেনের আস্তাবলে পৌঁছে ওর নাগালের ভেতর ঘোড়াটাকে রাখল হেলার, তারপর রানিয়নের মুখোমুখি হলো। জিভ শুকিয়ে গেছে, পাকস্থলীতে সুড়সুড়ি লাগছে।

ওর ডান হাতের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, মনে মনে নিজেকে সাবধান করল সে। প্রজাপতির মত নেচে বেড়াতে হবে চারপাশে, কিছুতেই সুযোগ দেয়া চলবে না ওকে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মেরির সঙ্গে কথা বলছে মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'দ্যাখো, বাপু, শুধু শুধু ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না তো। দারুণ একখানা লড়াই হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ রকম কিছু দেখার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি।'

'কিন্তু পিট...' মেরি প্রতিবাদ করতে গেল।

'লড়াই করলে পুরুষের কোনও ক্ষতি হয় না, মেরি রানিয়ন। ভয় পেও না।'

হেলারের দিকে তাকাল মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'ওই যে ও! কত ভাল পরিবারে ওর জন্ম। এ-জন্যেই তো আমি সব সময়ে বলি অ্যাপাচি হামলায় কৈশোরে ও যদি বাবা-মাকে না হারাত, তবে আজ এ-রকম বখাটে হত না।'

কোট আর গানবেল্ট খুলে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল পিট রানিয়ন। ঘুরে এগিয়ে এল ওর দিকে, তবে এখনও তার বিমূঢ় ভাবটা যায়নি– অনুভব করছে কোথায় কী যেন একটা গোলমাল আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না সেটা।

ওর চিন্তা-ভাবনা আরও গুলিয়ে যেতে সাহায্য করল হেলার। চকিতে এগিয়ে গিয়ে পিট রানিয়নের মুখে সজোরে চড় কষাল একটা।

গিবসন সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে অলসভঙ্গিতে হেলেদুলে ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখে মনে হবে মোটাসোটা একজন গোবেচারা লোক, কারও সাতে-পাঁচে নেই। ব্যাঙ্কার আর ক্যাশিয়ারের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢোকার সময়ে চকিতে আস্তাবলের দিকে তাকাল ও। এ-দিকটায় দেখা যাচ্ছে না কাউকে, পথচারীও নেই কোনও।

বিশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করল গিবসন। 'ভাঙতি দরকার।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতরে ফিরে এল ক্যাশিয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে ধূলিমলিন ঘোড়ায় চড়ে দুজন লোক ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন নামল ঘোড়া থেকে। জানালা দিয়ে গিবসন দেখল হার্ডি এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

ব্যাঙ্কার লোকটা রওনা হলো ভেতরে। 'ধেত্তেরি, নেহাত ব্যবসা, নইলে আমিও...'

হার্ডি লোকটার পিঠে পিস্তল চেপে ধরল, একই সঙ্গে হতভম্ব ক্যাশিয়ারকে ঠেকাল গিবসন। কপালে উঠে গেল তার চোখ। হার্ডির পাহারায় ওদের ছেড়ে দিয়ে গিবসন কাউন্টার টপকে সিন্দুকের কাছে চলে গেল।

দ্রুত অভ্যস্ত-হাতে সোনাগুলো নিজের থলেতে ভরে নিল। ওদিকে আস্তাবলের সামনে থেকে জনতার উত্তেজিত কোলাহল ভেসে আসছে।

সিন্দুক আর ক্যাশ খালি করে কাউন্টার ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এল গিবসন। থলেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ব্যাঙ্কের লোক দুটোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপর সোনার থলেটা নিয়ে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ওদের ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে কিওয়া।

'গিব,' বলল হার্ডি, 'আমার ওই লড়াই দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও। চলো, কেটে পড়ি।'

প্রথম চারটে বাড়ি ঘোড়াগুলো হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওরা, তারপর পূর্বনির্দিষ্ট একটা গলিতে ঢুকে দুলকি চালে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে পুরোদমে ছুটতে শুরু করল।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর একটা টিলার মাথায় চড়ে গিবসন তাকাল পেছন দিকে। তাড়া করার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না।

'এখন ও পালাতে পারলেই হয়,' বলল হার্ডি।
'ঘাবড়িও না, পারবে।'
কিওয়া কোনও উচ্চবাচ্য করল না। থলেটা বইতে ভাল লাগছে তার, ইতিমধ্যেই মেক্সিকোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।
দূরের একটা পর্বতশৃঙ্গের দিকে ইশারা করল গিবসন। 'ধোঁয়া,' বলল সে। 'সীমান্তে পৌঁছুনোর আগে থামা চলবে না কোথাও।'
হেলার এতক্ষণে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা। ওর ঘোড়াটা সবচেয়ে দ্রুতগামী, পথেই ধরে ফেলবে ওদের।
দূরে চূড়োয় প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকার নিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা। পশ্চিমের কোনও এক জায়গা থেকে আরেকটা ধোঁয়া তার জবাব দিল।
ওই পাহাড়ের গিরিখাত বেয়ে তামাটে রঙের একদল যোদ্ধা বাজপাখির মত বেরিয়ে এল, কদাকার সব ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করল।
ধোঁয়ার সঙ্কেত দুজন মানুষের কথা জানিয়েছে, একটা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে··· সহজ ব্যাপার, একদম সহজ।
ওদের চোয়ালের হাড় দুটো বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে, তামাটে রং। কালো স্বচ্ছ চোখ ভাটার মত জ্বলছে। হাড় জিরজিরে বেত ঘোড়ার দুপাশে উরু সাঁটিয়ে পশ্চিমে ছুটে চলেছে ওরা।

সাত

ঠিক যেমনটা আশা করেছিল হেলার, গালের ওপর ওই চড়টা জাদুমন্ত্রের মত কাজ দিল। কোনও মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর হয় না।
নিমেষে রানিয়নের সব উদ্বেগ উবে গেল। মুঠি পাকিয়ে তেড়ে গেল সে। রানিয়নকে আসতে দেখল হেলার, চকিতে এক কদম এগিয়ে বাঁ হাত চালাল ও। ঘুসিটা রানিয়নকে মাঝপথে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু তবু থামল না রানিয়ন, আচমকা গোত্তা খেয়ে ডান হাতে হুক করল সে।
হেলার আসতে দেখল ওটা, কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই ওর চোয়ালে বিদ্যুৎবেগে যেন মুগুরের বাড়ি পড়ল। পা টলে উঠল। কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। এবার ধীর গতিতে একে অপরের দিকে এগিয়ে গেল।
একটা নুড়িপাথরে বেধে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল হেলার। রানিয়নের বাঁ-হাতি ঘুসি খেয়ে সর্ষেফুল দেখতে লাগল চোখে। সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যালে নর্তকের মত নেচে বেড়াচ্ছে রানিয়ন। হঠাৎ [illegible] তলপেটে রানিয়নের ডান হাত এসে পড়ল।
মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল হেলার। ওর সাইড-কিকের আঘাতে রানিয়ন ধূলিশয্যা নিল। হেলার পিছিয়ে গেল, ওকে ওঠার সুযোগ দিয়ে বদান্যতা দেখাল।

বিস্মিত চোখে তাকাল রানিয়ন, হেলারে উদারতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওকে সে ভাল করেই চেনে, জানে জয়লাভের এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র ও নয়।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, হেলারের তাচ্ছিল্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ওর এই প্রাক্তন জুড়িকে বহুবার লড়তে দেখেছে সে। ওর প্রতিপক্ষ একবার ধরাশায়ী হলে খুব কমই ওঠার সুযোগ পায়, তার আগেই পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে দেয় হেলার।

রানিয়নের থুতনির এক জায়গায় ফুলে দগদগ করছে, রক্ত পড়ছে ঠোঁট কেটে। সতর্কভাবে এগোল ও, ভয়াল হয়ে উঠেছে চেহারা। মাথা খেলাতে শুরু করেছে··· এই সময় পিট রানিয়ন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ও লম্বায় হেলারের সমান, ছফুট দুইঞ্চি। কিন্তু ওজনে ওর একশো পঁচাশির চেয়ে পনেরো পাউন্ড বেশি।

লঘু পায়ে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে এল রানিয়ন, ডান হাতে ঘাড়ে রদ্দা ঝাড়ল, পরক্ষণেই আগে বেড়ে বাঁ হাত চালাল। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে, মারের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে চেয়ালে মারল রানিয়ন, রাইট আপারকাটে হেলারের ঠোঁট কেটে গেল। দুহাত বাগিয়ে বুনো মোষের মত তেড়ে এল সে। জিভ দিয়ে চেটে নিজের রক্তের স্বাদ পরখ করল।

পাল্টা আঘাত করল হেলার, রক্তের স্বাদ পেয়ে এই প্রথম খেপে উঠল সেও। রানিয়নের মাথায় বাঁ হাতে আঘাত করল, পরমুহূর্তেই ওর সংক্ষিপ্ত রাইট আপারকাটে নুয়ে-পড়া মাথাটা সোজা হয়ে গেল আবার। একজনের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রানিয়ন।

পিছিয়ে গেল হেলার, হাঁ করে শ্বাস টানছে। কতক্ষণ হলো লড়ছে ওরা? আধ মিনিট? এক মিনিট?

রানিয়ন এগিয়ে এসে বাঁ হাত চালাল। ওর কব্জি চেপে ধরে চকিতে ঘুরে গেল হেলার, কাঁধের ওপর দিয়ে নিপুণভাবে হিপ-থ্রো করল। কিন্তু রানিয়ন এর আগেও তার এই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে লড়েছে, ফলে তৈরি হয়ে গেল সে, মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেলো।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল রানিয়ন, ফের হাতাহাতি শুরু হলো। দুজনের শরীরেই ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভিড়ের সবাই চেঁচাচ্ছে খ্যাপার মত। ডান-হাতি এক রাইট জ্যাবে হেলারকে ধরাশায়ী করল রানিয়ন।

ধপাস করে মাটিতে পড়ে গড়ান দিল হেলার। সময়? কতক্ষণ গেছে?

বহু সময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, হাতের ধুলোবালি ঝেড়ে হেঁটে এগিয়ে এল। রানিয়নের মুখে চকিতে বাঁ হাত চালিয়ে আস্তাবলের বেড়ার দিকে দৌড়ে গেল, ওকে ধাওয়া করল রানিয়ন। বাউলি কেটে সরে গিয়ে ওর থুতনিতে আবার ঘুসি হাঁকাল হেলার। রানিয়নের রাইট জ্যাবে ওর চোয়াল কেটে গেল।

পরস্পরকে তাড়া করল ওরা, মাঝপথে ঠোকাঠুকি হলো। ঝেড়ে ব্যাক কিক করল রানিয়ন, মাটিতে পড়ে গেল হেলার। চিত হয়ে ফুসফুসে বাতাস ভরে নিল ও। জনতা ওকে ওঠার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।

ঝিমঝিম করছে হেলারের মাথা··· জনতার চিৎকার আর ওর মগজে ঝিঁঝি

পোকার ডাক একই আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে, অভিন্ন শোনাচ্ছে। ও উঠতেই রানিয়ন তেড়ে এল। ওর চোয়াল লক্ষ্য করে এক মনী ঘুসি হাঁকাল হেলার। কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ল রানিয়ন।

নিঃসাড়ে পড়ে আছে রানিয়ন, মনে হচ্ছে কসাইয়ের ছুরির নীচে যেন একটা বলির ষাঁড় শুয়ে আছে।

ভয় পেয়ে গেল হেলার। ও জ্ঞান হারিয়ে থাকলে খেলা শেষ হয়ে যাবে... মানসপটে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে রাস্তায় আবার লোক চলাচল শুরু হয়েছে, লুটের মালসহ ওদের সামনে পড়ে গেছে ওর লোকেরা।

রক্তাক্ত দেহে আগে বাড়ল ও, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ঠিক সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল পিট রানিয়ন।

মাথা নিচু করে আচমকা হেলারের হাঁটু ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সে। দড়াম করে পড়ে গেল হেলার। ওই অবস্থাতেই কুস্তি লাগল দুজন, উত্তেজিত জনতার চিৎকারে ওদের কানে তালা লেগে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ দুজনেই অনুভব করল ওদের সব রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে গেছে, লড়াইটাকে উপভোগ করছে। উঠোনের চারপাশে ওরা নেচে বেড়াতে লাগল, সুযোগ পেলেই পরস্পরের দিকে ঘুসি ছুঁড়ছে।

রানিয়নের সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে এখন। হেলারও হাসছে, শত্রুতার মুখোশ খসে পড়েছে মুখ থেকে। ওর এই বিশালদেহী প্রতিপক্ষকে অন্তর থেকে ভালবাসে সে। ঝুপ করে বসে পড়ে একটা ডান হাতি মার এড়িয়ে গেল ও, পরক্ষণেই রানিয়নের পেটে নিজের ডান হাতখানা হাতুড়ির মত চালাল। একটা অঁক শব্দ বেরুল রানিয়নের মুখ থেকে, অতিকষ্টে টাল সামলে নিল সে, তারপর মাথা দিয়ে ওর থুতনিতে আঘাত করল সবেগে।

হেলারের দুপাটি দাঁত পরস্পর ঠোকাঠুকি খেল, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল ও। ওঠার সময় টের পেল ওর ঠোঁটের আরেক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। থু-থু করে একদলা রক্ত ফেলল ধুলোর ওপর, হাজারটা ড্রাম বাজতে শুরু করল মাথার ভেতর। সজোরে রানিয়নের বুকে সাইড কিক করল সে।

ধীর গতিতে উঠে দাঁড়াল রানিয়ন। পূর্ণোদ্যমে ছুটে এল ওর দিকে। আবার হাতাহাতি শুরু করল ওরা।

হেলারের দম ফুরিয়ে আসছে। রানিয়নের কী অবস্থা বলতে পারবে না, তবে জানে ও এককালে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। পা টলছে তার, অন্ধের মত ডান হাত চালাল, তারপর একই ভঙ্গিতে বাঁ হাত ছুঁড়ল, ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। দ্রুত এগিয়ে এসে রানিয়ন শুইয়ে দিল ওকে।

এখন কটা বাজে? কতক্ষণ হলো লড়ছে ওরা?

পাজোড়া পাথরের মত ভারি লাগছে, হাত চলতে চাইছে না আর। কোনমতে এগিয়ে গেল সে– হঠাৎ সপাং করে একটা চাবুক আছড়ে পড়ার শব্দ হলো। বিস্মিত চোখে হেলার দেখল চাবুক নিয়ে মেরি ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস ডান হাতখানা তুলেছিল সে, তাই এ-যাত্রা মারাত্মক জখমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

'পিট, থামাও বলছি! এক্ষুণি থামাও! নইলে তোমাকে তালাক দিয়ে এখান

থেকে চলে যাব আমি!'

রানিয়ন প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় ওর রক্তাক্ত গালে আবার চড় কষাল হেলার। 'কী হলো, পিট? শখ মিটে গেছে?'

মেরি ঘুরল ওর দিকে, কিন্তু মুখ খোলার আগেই কয়েকজন লোক ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল। 'কেটে পড়ো, বব,' পরামর্শ দিল একজন। 'ঢের হয়েছে।'

হেলার ওদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে রানিয়নের দিকে তাকাল, দেখল ওর চোখে সেই হতবুদ্ধি ভাবটা আবার ফিরে এসেছে।

হাত তুলল হেলার। 'খাসা লড়েছ, পিট! চলি... ধন্যবাদ।'

দুবারের চেষ্টায় রেকাবে পা রাখল সে। তাড়াহুড়ো করো না, নিজেকে সাবধান করল হেলার।

ব্যাংকের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল বন্ধ দরজায় নোটিশ ঝুলছে: মধ্যাহ্ন বিরতি।

আর সবাইকে ঠেকানো গেলেও এপার্সনকে আটকানো যাবে না ওটা দিয়ে। ব্যাংকে ফিরে আসবে সে– তবে তার আগে হয়তো কোথাও থেমে ওই লড়াই সম্পর্কে গল্প জুড়বে।

ওর মাথার ভেতর দপদপ করছে, চোয়াল নাড়াতে পারছে না ব্যথায়। রাস্তার ওপর একদলা রক্তমাখা থুতু ফেলে মনে মনে গাল-বকল হেলার। ওই পিট হতচ্ছাড়া বরাবরই ভীষণ জোরে মারে। কপালগুণে ওর হাত এখনও অক্ষত আছে– ফুলে গেছে, তবে ভাঙেনি। সে নিজেও বাহুতে প্রচুর শক্তি ধরে; বিশাল চৌকো থাবা, আঙুলের গাঁটগুলো মজবুত। যাতে ব্যথায় জমে না যায় দুহাতের দশ আঙুল ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগল ও।

শহরের শেষ দালানটা পেছনে পড়ে রইল, প্রথমে দুলকি তারপর জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল সে। যখন বুঝতে পারল শহর ছাড়িয়ে বেশ অনেক দূর চলে এসেছে, আধ মাইল রাস্তা প্রায় উড়ে পাড়ি দিল, তারপর আবার গতি মন্থর করল কিছুটা। দুবার টিলার মাথা থেকে পেছন ফিরে তাকাল, চোখে পড়ল না কাউকে।

মিশন সাকসেসফুল হয়েছে, অথচ এতটুকু আনন্দ অনুভব করছে না সে। পরের ধন লুট করায় গর্বের কিছু নেই। স্বাধীনভাবে বেঁচে আছে বলে মনে মনে ওর অহঙ্কার আছে সত্যি, কিন্তু এ-স্বাধীনতার কী মূল্য আছে আইন যেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে?

অল্প দূর গিয়ে ফের জোরে ছুটতে শুরু করল ও। ক্যানিয়নে পৌঁছুনোর আগেই গিবসনকে দেখতে পেল, ওর পথ চেয়ে আছে। গিবসনের স্বভাব অনেকটা মা-পাখির মত। হেলার নামতেই দ্রুত এগিয়ে এসে ওর ঘোড়া বদলে দিল হার্ডি।

হেলারের মুখের দিকে তাকাল গিবসন। 'কী খবর?'

ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল হেলার, 'তোমাকে তো বলেছি ও লড়তে জানে।'

ঘোড়া বদলে ওরা রওনা হয়ে গেল। পথ-ঘাট দেখা আছে, জানে কী করতে হবে। আগের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে, প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যাবে ওরা।

খাড়া অথচ নরম বালিয়াড়ি ভেঙে ওরা মেসা অতিক্রম করল।

'খানিক আগে একটা ধোঁয়ার রেখা দেখলাম,' হার্ডি বলল। হার্ডি বয়সে নবীন, তাই সর্বদা খই ফোটে মুখে।

'আরও অনেক দেখতে পাবে।'

হেলার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তবে এই ক্লান্তি কেবল শারীরিক নয়, মানসিকও বটে। এক অর্থে ওরা সফল হয়েছে– কিন্তু এখনও পালাতে পারেনি।

ফেলে-আসা ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। চোখে পড়ছে না কিছু। এতক্ষণে পিট রানিয়ন নিশ্চয়ই আসল ঘটনা জেনে গেছে। ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, অন্যদের অবস্থাও তাই হবে··· ওদের অনেকেই হয়তো মজার তামাসা বলে ভাববে ব্যাপারটাকে, কিন্তু তাই বলে ধাওয়া করা থেকে বিরত হবে না, এবং ও যদি বাধা দেয় তা হলে ওকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।

ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপে ওর ব্যথা বাড়ছে। মুখের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, কালসিটে পড়েছে চোখের নীচে। লবণাক্ত ঘামে ক্ষতস্থান জ্বলছে, তবে কিছুক্ষণ আগে ও যে অভিনয় করেছে, তার স্মৃতির কাছে এই যন্ত্রণা তুচ্ছ।

গিবসনই প্রথম ধোঁয়াটা দেখতে পেল। 'কিছু বুঝতে পারছ?' ইশারায় কুণ্ডুলী-পাকানো ধোঁয়ার মেঘ দেখিয়ে বলল সে।

'আমার আশঙ্কা সত্যি না হলেই খুশি হব,' মন্তব্য করল হার্ডি। 'ওই দোকানে আমার প্রেমিকার ছবি ফেলে এসেছি।'

গতি মন্থর করে প্রত্যেকেই স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল নামাল। হেলার একপ্রান্তে সামান্য এগিয়ে রইল। অপরদিকে কিছুটা পিছিয়ে পড়ল কিওয়া। একটু পরেই প্লাজায় এসে হাজির হলো ওরা।

দোকানের কোনও অস্তিত্ব নেই, একটা রোদে-পোড়া ইটের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে শুধু। বহুকাল আগে হানি শাভেজ প্রথম যখন এখানে আসে তখনও বোধ হয় এটার চেহারা এ-রকমই ছিল।

'ট্র্যাকস,' বলল হার্ডি, ইশারায় দেখিয়ে দিল। 'আগুন এখনও জ্বলছে। তার মানে খুব বেশি আগের ঘটনা নয়।'

'ওকে,' একটা জমাট-বাঁধা রক্তের ছোপ দেখিয়ে কিওয়া বলল, 'শাভেজ মেরেছে।'

দ্রুত চারপাশ ঘুরে এল হেলার। ইন্ডিয়ানরা চলে গেছে, ওদের রীতি অনুযায়ী লাশগুলোও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

'শাভেজ রীতিমত যুদ্ধ করেছে,' হার্ডি বলল। 'এতটা সাহস আছে ওর আমি ভাবিনি। মনে হচ্ছে কমপক্ষে তিনজনকে ঘায়েল করেছে। আহত হয়েছে দুজন।'

শাভেজের লাশ দেখতে পেল ওরা, কিন্তু কবর দিল না। জানে বেঁচে থাকলে এর কারণ শাভেজ ঠিকই বুঝত। ওদের পেছনে যারা আসছে তারাই ওর সৎকারের ব্যবস্থা করবে।

হাওয়ার বেগে ছুটে চলল ওরা। থামার প্রয়োজনও নেই। প্রথম পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে মরুভূমির ওপর দিয়ে সীমান্তের পানে।

কর্দমাক্ত ট্রেইলে ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লরা আর তার বাবার ট্র্যাকের সাথে মিলে-মিশে আছে ওগুলো। অ্যাপাচিরা নিশ্চয়ই ওই ছাপ দেখতে পেয়েছে। হয়তো এরই মধ্যে জেনেও গেছে, ওদের একজন স্ত্রীলোক··· একজন দক্ষ ট্র্যাকার সহজেই বুঝে ফেলবে মেয়েটা কোন ঘোড়ার পিঠে আছে।

বিল হাডসনও ইতিমধ্যে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে থাকার কথা, লোকটা মোটেই আনাড়ী নয়। পাহাড়ী এলাকায় চলাফেরা করে অভ্যস্ত; বিপদ কোথায় কীভাবে ওত পেতে বসে থাকতে পারে জানে। তা ছাড়া বুড়ো নাকি গিবসনকে জানিয়েছে, তার মেয়ে অনেক পুরুষের চেয়ে ভাল রাইফেল চালাতে পারে।

উত্তপ্ত দুপুর। একটুও হাওয়া নেই। মধ্যলয়ে ছুটছে ওরা, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমিয়ে আনছে একটু একটু করে। ঘোড়ার শক্তি বাঁচিয়ে রাখছে যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

মূল পরিকল্পনাটা এখন পর্যন্ত নিখুঁত বলেই মনে হচ্ছে: মরুভূমির বুক চিরে বেরিয়ে যাবে ওরা। খানা-খন্দকে জমে-থাকা বৃষ্টির পানি দিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটাবে। ইন্ডিয়ানরা বড় একটা যায় না ও-দিকে। আরও একটা বাড়তি সুবিধা, এই জলাধারগুলো একবারে চার-পাঁচজনের বেশি লোকের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।

শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছে। লুণ্ঠিত সোনার কথা ভুলে গেছে হেলার, ট্রেইলে-দেখা ওই মেয়েটা আর তার বাবার কথা ভাবছে··· ওদের মাঝখানে কোনও এক জায়গায় অবস্থানরত অ্যাপাচিদের নিয়ে চিন্তা করছে।

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। নিতান্ত বাধ্য হয়ে একটা কথা মেনে নিল বিল হাডসন।

তবে তার আগে নিজের মনের সাথে ভালমত বোঝা-পড়া করেছে সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতরাতের ঘটনাবলী নিয়ে ভেবেছে। কোনও মেয়ে যখন লরার বয়সে পা দেয়, তার ওপর আস্থা রাখতেই হয়। আজ তার একটা কিছু হয়ে গেলে ওকে তো একাই চলতে হবে। পুরুষের সাথে না মিশলে ও কীভাবে চিনবে ওদের··· তা ছাড়া সে লোকের মুখে শুনেছে হেলারের স্বভাব চরিত্র এমনিতে ভালই।

'আসলে বাপ হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার,' সহসা বলল হাডসন। 'মেয়েদের সঙ্গে তেমন একটা মিশিনি কখনও। ওদেরকে ঠিক বুঝতেও পারতাম না, ওরাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না আমার সাথে। তোর মায়ের কথা আলাদা, ও আমাকে বুঝত। কিন্তু আমার ভুল হয়ে যায়, লরা। তুই কিছু মনে করিস না।'

লরা চুপ করে রইল। হেলে-পড়া সূর্য মাথায় করে শান্ত তপ্ত মরুভূমির বুকে ছুটে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ বাদে খেই ধরল হাডসন, 'আজ তোর মা বেঁচে থাকলে, লরা, আমাদের অবস্থা এ-রকম পড়ে যেত না। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখতে চাইত সে। আমিও তাই চাই।'

মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে বৃষ্টি থেমেছে, অথচ পথে ছিটে-ফোঁটা কাদা ছাড়া তার

আর কোনও চিহ্ন নেই। তবে ওর মন বলছে আর যাই হোক, জলকষ্টে পড়বে না ওরা। রাইফেলের ধুলো মুছে তামাক চিবুতে লাগল সে।

সামনে ধু-ধু মরুভূমি আর পাহাড়। তীক্ষ্ণ চোখে সে-দিকে তাকাল ও। চোখ খোলা না রাখলে কেউ বলতে পারবে না অ্যাপাচিরা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। সে-ক্ষেত্রে ওরা যখন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসবে তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

তবে ওর চিন্তা-ভাবনা এই মুহূর্তে কেবল লরাকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর হৃদয়ের কাছে পৌঁছুতে চাইছে সে, বুঝতে চাইছে। পাগলের মত শব্দ খুঁজে ফিরছে হাডসন, কিন্তু এমন সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে যে আর থই পাচ্ছে না।

অবশেষে বলল, 'চুমু-টুমু ছাড়াও প্রেম করার বহু উপায় আছে।'

'আমি জানি, বাবা।'

মেয়ের জবাব পেয়ে ওর বুক থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল। বলল, 'সামনে অল্পক্ষণের জন্যে আমরা থামব।'

ঘোড়াগুলোকে তরতাজা রাখতে হবে, বলা যায় না কখন কী বিপদ দেখা দেয়।

হঠাৎ কয়েকটা ট্র্যাক চোখে পড়ল ওদের— মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এসে এই ট্রেইল মাড়িয়ে চলে গেছে। ছটা নালবিহীন টাট্টু, বড়জোর ঘণ্টাখানেকের পুরোনো ট্র্যাক···

নিজেদের ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করল হাডসন, যাত্রাপথের দিকে তাকাল, কিছুই চোখে পড়ল না। 'বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছে,' বলল সে। 'হুঁশিয়ার থাকিস।'

'বাবা?'

'উঁ?'

'ওরা কি সফল হয়েছে?'

'বলতে পারছি না।'

'আসবে এ-দিকে?'

'মেক্সিকোতে পালাবে। আমি যদ্দূর শুনেছি ওই হেলার নাকি অ্যাপাচিদের মতই এই মরুভূমিটাকে চেনে।'

'ওকে আমার ভাল লেগেছে।'

'ভুলে যা ওর কথা। সম্ভবত ওর দেখা আর পাবি না তুই। তবে আবার যদি ও তোকে জ্বালাতে আসে, আমি ওকে খুন করব।'

পেছনে তাকাল হাডসন, ফাঁকা মরুভূমি··· কোনও ধুলো উড়ছে না। তবু দুশ্চিন্তা কাটছে না ওর, কিছুতেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারছে না। বারবার দিক পরিবর্তন করতে লাগল হাডসন, এই লক্ষণ ওর চেনা— কেউ ওর ওপর নজর রাখলে এ-রকম অনুভূতি পেয়ে বসে ওকে।

কিছু দেখতে না পেলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বিপদে পড়েছে। বস্তুত, দেখারও দরকার পড়ে না। ওই ট্র্যাকগুলো টাটকা··· ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ে গেছে ওরা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন উপায়?

বিল হাডসনের মনে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই। অ্যাপাচি পেছনে লাগার অর্থই বিপদ··· সব ধরনের বিপদ। আক্রমণ করবে ওরা··· হয়তো অ্যামবুশ করে মারতে চাইবে ওকে। আবার নাও করতে পারে।

হেলার সফল হয়ে থাকলে সদলে এ-দিকেই আসবে। সেক্ষেত্রে ও যদি অপেক্ষা করে··· পরমুহূর্তেই ওই আইডিয়াটা বাতিল করে দিল। নিরাপদে ওদের পালিয়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সুতরাং ওই ভরসায় বসে থাকা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়··· দৈব সহায় হলে প্রতিরোধ সম্ভব এমন আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে।

'বাবা··· আমার মায়ের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?'

অ্যাপাচিদের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল সে, আকস্মিক প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেল।

'ও! ··· স্বামীর সাথে পশ্চিমে এসেছিল। দুদিনের জ্বরে বেচারা মারা যায়। কাছেই থাকতাম আমি। সময় পেলে ওর খোঁজ-খবর নিতে যেতাম।

'একজন মহিলার যা গুণ থাকা উচিত, সবই ওর ছিল··· শিক্ষিতা··· তোকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে মৃত্যুর আগে পই পই করে বলে গেছে আমাকে।

'আমার মধ্যে ও কী দেখেছিল জানি না। আমার বয়েস তখন কম ছিল, হয়তো লোক হিসেবেও খারাপ ছিলাম না ততটা। তবে যাই হোক, জীবনে ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছি। সুখের জীবন ছিল আমাদের, খুব সুখের।'

কথা বলছে, কিন্তু ওর চোখ স্থির হয়ে নেই। কিছুই তার নজর এড়াচ্ছে না। এবার ভীষণ শান্ত সুরে বলল, 'লরা, স্ক্যাবার্ড থেকে তোর রাইফেলটা বের কর··· তৈরি থাক।'

'ইন্ডিয়ান, বাবা?'

লরার মাসটাংটা প্রায় নেতিয়ে পড়েছে, ধীর গতিতে একটা সাপ এগিয়ে গেল ওর দিকে। হঠাৎ পায়ের কাছে র‍্যাটলের আওয়াজ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল ঘোড়াটা। পাগলের মত পাথুরে এলাকায় ঢুকে পড়ল।

একটা বিশাল বোলডারের পাশ দিয়ে ঘুরে ওপরে ছুটল। ওর খুরের আঘাতে নড়ে উঠল পাথর। টাল সামলাতে পারল না ঘোড়াটা, হুড়মুড় করে পাথরসুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল নীচে।

জঘন্য একটা গাল বকে ওর পেছনে ছুটে গেল হাডসন। পাথর গড়ানোর শব্দ আর মেয়ের আর্তচিৎকার তার কানে পৌঁছুল।

ঢাল গড়িয়ে ও সাবধানে নীচে নামল। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারপাশটা দেখে নিল একবার– ট্রেইল ছেড়ে সরে যাওয়ার সময় এটা নয়। লরার কাছে গেল হাডসন।

ইতিমধ্যে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে কাঁপছে ঠক ঠক করে, দু-এক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে, তবে হাড়গোড় ভাঙেনি। এই চরম বিপদের মুখেও হাতছাড়া করেনি রাইফেলটা। মেয়েকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে।

দূর থেকেই দেখতে পেল পা ভেঙে গেছে ঘোড়াটার। বাঁচার কোনও আশা নেই– পাখানা স্রেফ গুঁড়িয়ে গেছে, তার ওপর সাপে কামড়েছে! গুলি ছুঁড়তে সাহস

পেল না সে। ঝট করে নেমে বউই নাইফ দিয়ে জবাই করল ঘোড়াটাকে।

লরা আসছে দেখে বারণ করল। 'সব শেষ,' নিজের ভয় গোপন করতে কর্কশ সুরে বলল সে। 'পা ভেঙে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে মেরে ফেলতে হলো।'

'বাবা!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লরা। 'কী চমৎকার ঘোড়া ছিল।'

'দূর পাগলী। ফালতু ঘোড়া। মাথায় ছিট ছিল।' একটু থেমে যোগ করল, 'তবে অসময় হারাতে হলো এই-যা দুঃখ।'

দুজন মানুষ, অথচ ঘোড়া এখন মোটে একটা। আরও কয়েকশো মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদের, অধিকাংশ সময় মরুভূমি। কাজটা নেহাত সহজ হবে না।

'একটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব,' ঢালের মাথায় পৌঁছে বলল হাডসন। 'নে, তুই ওঠ।'

রোদের কবল থেকে বাঁচতে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল লরা। বাবার দুর্ভাবনার কারণ বুঝতে পারছে সে অথচ ওর কিছুই করার নেই। একা থাকলে বাবার যাও-বা একটা সুযোগ ছিল, ও থাকায় সে-পথও বন্ধ।

তবে ঠিক এই মুহূর্তে অ্যাপাচিদের নিয়ে অতটা মাথা ঘামাচ্ছে না হাডসন, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ইন্ডিয়ানদের কলা-কৌশল ও জানে, এই বিপদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; কিন্তু এখন যে-বিষয়টা ওকে আরও বেশি ভাবিয়ে তুলেছে সেটা হচ্ছে, লরার একজন জীবনসঙ্গী দরকার, অথচ এর কোনও সমাধান করতে পারছে না ও।

অবসন্ন দেহে হাডসন ঘোড়ার আগে আগে হাঁটতে লাগল। বিকেলের শুষ্ক তপ্ত মরুবাতাস ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

আট

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বিল হাডসন কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়েছে, এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহারও করেছে। সীমান্তে, যেখানে সে বড় হয়েছে, এর প্রয়োজনীয়তা আছে: পুবের কিছু লোক ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যে-ধারণাই পোষণ করুক না কেন, ওরা আদি এবং অকৃত্রিম যোদ্ধা।

অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গর সাথে ওর স্বভাবের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, ওরা তার রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী নয়– যে দুএকজন লোক ওর চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারে তারা সবাই জীবনের কোন এক সময় ইন্ডিয়ানদের সাহচর্যে কাটিয়েছে।

ইন্ডিয়ানদের স্বভাব ধ্যান-ধারণা বুঝতে চেষ্টা না করার ফলে শ্বেতাঙ্গদের চড়া মাশুল গুণতে হয়েছে। অনভিজ্ঞ অতি-উৎসাহী সংস্কারক আর সরকারি আমলারা সমাজের যে-ক্ষতি করেছে তার চেয়ে এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশা করার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, তাকেও নিজের মূল্যবোধে বিশ্বাসী মনে করা। যেমন, শ্বেতাঙ্গ সমাজে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত, অথচ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের এ-রকম কোন ধারণাই

নেই। যুদ্ধ তার কাছে আনন্দের ব্যাপার। যুদ্ধ, ঘোড়া-চুরি, শিকার তার সম্মান আর সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। একজন পাকা ঘোড়া চোর দক্ষ শিকারীর চেয়েও বেশি সম্মানের অধিকারী। ঘোড়া চুরি করতে কিংবা যুদ্ধে যোগ দিতে একজন ইন্ডিয়ান হাসিমুখে কয়েক ক্রোশ পথ পাড়ি দেবে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বিল হাডসন ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশছে, তাদের অধিকাংশই হিংস্রপ্রকৃতির। ওদেরকে সে বুঝতে পারে, প্রায়শ একত্রে শিকারে গেছে, আবার সময়ে যুদ্ধও করেছে ওদের সঙ্গে। সে জানে অ্যাপাচির কাছে নিষ্ঠুরতা নামক শব্দের কোনও অর্থ নেই। নির্যাতন তার কাছে মনোরঞ্জনের উপায়, বন্দী শত্রুর প্রতি সে বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা অনুভব করে না। সাহস বীরত্ব আর শক্তিকে শ্রদ্ধা করে অ্যাপাচি, কারণ তার নিজেরও বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার এগুলো। ধূর্ততাকেও সে সম্মান করে।

আর এ-জন্যেই বিল হাডসন তার পরিচিত অনেক শ্বেতাঙ্গর চেয়ে ইন্ডিয়ানদের বেশি সমীহ করে। ওদের সঙ্গে সে লড়েছে, ওরাও তার সাথে লড়েছে, কিন্তু একে অন্যকে সমীহ করে চলেছে।

ইন্ডিয়ান সমাজে পরস্পর সমঝোতা আর বিবাদ দুই-ই আছে। শ্বেতাঙ্গরা উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র, নতুন ধরনের মূল্যবোধ এবং ইন্ডিয়ানরা বুঝতে অক্ষম এমন এক নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার আগে পর্যন্ত ওদের সামাজিক প্রথা আর পেশা প্রায় এক ছিল। ভূখণ্ডের লোভে হানাহানি করে না ইন্ডিয়ানরা; যুদ্ধ ওদের কাছে এক ধরনের খেলা, যে-খেলা ওদেরকে এনে দেয় যশ, সম্মান।

শত্রুপক্ষ অ্যাপাচি হলে যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়া সহজ কাজ নয়: মরুভূমির প্রতিটি ইঞ্চি ওদের নখদর্পণে, জানে, কোথায় আক্রমণ করলে ওরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। রণকৌশলে ওদের জুড়ি নেই। তবে গিলা আর সল্ট রিভার ভ্যালির দক্ষিণের এই অঞ্চলটাকে বিল হাডসন অ্যাপাচিদের চেয়ে কোনও অংশে কম চেনে না।

অনেকক্ষণ ধরেই ওর গতিবিধির ওপর অ্যাপাচিরা নজর রাখছে এ-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। কোথায় আক্রমণ করবে তাও হয়তো ঠিক করে ফেলেছে। তার কোন বিশেষত্ব ইতিমধ্যে নিঃসন্দেহে ওদের চোখে ধরা পড়েছে। ইন্ডিয়ান এলাকায় কোন পথিক— বেশিক্ষণ তার স্বভাব-চরিত্র গোপন রাখতে পারে না। ট্রেইলে তার চালচলন ট্র্যাক চেনার ক্ষমতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বিল হাডসন যুদ্ধক্ষেত্রে আগে-ভাগে পৌঁছুতে চাইছে, ধীরে-সুস্থে লক্ষ্যস্থির করে প্রথম গুলিটা ছুঁড়তে চায় সে। প্রথমজনকে ঘায়েল করা অনেক সহজ··· লড়াই পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে মানুষ সতর্ক হয়ে যায়।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। এই বেলা শক্ত কোন ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে পারলে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অ্যাপাচিদের হয়তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তারপর রাত গভীর হলে পালিয়ে যাবে।

ক্যাসল ডোম পর্বতের গুহা অনেক দূরে, প্যাকস্যাডল মাউনটেন দক্ষিণে।

সহসা ওর হাই লোনসাম ক্যানিয়নের কথা মনে পড়ল। বন্ধুর এলাকা, ওখানে গেলে হয়তো শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হবে।

পশ্চিমের এক গহীন অঞ্চলে ওই ক্যানিয়ন অবস্থিত। অ্যাপাচিরা সচরাচর অতদূরে যায় না, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাপাগো এবং পিমা ইন্ডিয়ানরা ওদের ঘোরশত্রু। দক্ষিণে ইউমাদের বাস, উত্তরে আছে মোহাভে গোত্র।

সূর্যের দিকে তাকাল হাডসন। অস্ত যেতে এখনও কমপক্ষে দুঘণ্টা বাকি।

'আমরা হাই লোনসামে আশ্রয় নেব,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'বাবা?'

'উঁ?'

'হেলার কী বদলোক?'

যত্নের সঙ্গে প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল হাডসন। আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়েও সামলে নিল। এ-সময় লরা কোনও রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলে এক অর্থে সেটা বরং উপকারই হবে– মনোবল হারাবে না। তা ছাড়া, হেলার মানুষ হিসেবে অনেকের চেয়ে ভাল।

হাডসন জানে কোনও মানুষকেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আলাদা করে বিচার করা যায় না। একটা বিশেষ সময়ের সামাজিক প্রথা মূল্যবোধ কেবল ওই সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে হেলারকে মোটেই অবহেলা করা চলে না। ও আউট-ল সত্যি, কিন্তু হাডসনের জানামতে পরিচিত গণ্ডিতে ওর যথেষ্ট সম্মান-প্রতিপত্তি আছে।

'না,' অবশেষে বলল সে, 'আমার তা মনে হয় না। লোকটা আউট-ল, তবে অনেক সদগুণও আছে।'

জবাব শুনে লরা আলতোভাবে ওর হাত ধরল, পাশাপাশি কিছুদূর এভাবে হাঁটল ওরা। হাডসনের মনে হলো এই ছোঁয়ার নিজস্ব ভাষা আছে; সে-ভাষা মায়া-মমতার। ওর চোখ ভিজে উঠল।

ওদের চারপাশে মরুভূমির রূপ বদলে যাচ্ছে। ফিকে হলুদ বালু আর মরাটে সাদা পাথরের রং কালচে হয়ে উঠছে ক্রমশ। পাহাড় থেকে নেমে-আসা প্রাচীন জমাট-বাঁধা লাভাস্রোত চোখে পড়ছে মাঝে-মধ্যে, বালুর ভেতর নিজেদের অনুসন্ধানী আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা।

জশুয়া গাছগুলো শূন্য আকাশের বুকে ন্যাড়া ডালপালা মেলে দিয়েছে, যেন কোনও এক আদিম অসীম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বরের বর প্রার্থনা করছে।

স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে ফিরছে হাডসন। হাই লোনসাম ক্যানিয়নের আগে বজ্র ক্যানিয়ন, ওটা একটা ফাঁদ। হতে পারে... আক্রমণের জন্যে আদর্শ জায়গা, এড়িয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ দিকপরিবর্তন করল হাডসন, পাহাড় এড়িয়ে তালগোল-পাকানো পাথরের অরণ্যে প্রবেশ করল। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর আবার বাঁক নিল পশ্চিমে।

'হেলারের মত লোক,' সহসা হাডসন বলল, 'উচ্ছৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জীবনেই শৃঙ্খলা প্রয়োজন। এটা তাকে কেউ দেয় না, অর্জন

করতে হয়। জীবনের কোনও এক মুহূর্তে বাঁকা পথ ধরেছে হেলার, এখন সুপথে ফিরে আসার দায়িত্বও তার।'

'তুমি এসেছ।'

'তোর মা ছিল··· ওর অনুপ্রেরণা ছাড়া আমিও হয়তো পারতাম না।'

'হেলার পারবে,' দৃঢ় সুরে বলল লরা।

'অনেক সময় পুরুষের জীবনে প্রেরণার দরকার হয়। অন্যের সাহায্য লাগে।'

'বাবা··· ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে।'

বিল হাডসনের মনে হলো মৃত্যুর শীতল হাত স্পর্শ করেছে তাকে। ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল সে: লরার কথাই যথার্থ– খোঁড়াচ্ছে ওটা।

একটা বোল্ডারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে খুর পরীক্ষা করল সে। নাল ভেঙে গেছে, অর্ধেকটা পড়ে গেছে কোথাও। বাকি অর্ধেকটাও ফেলে দিয়ে ছুরির সাহায্যে খুরটা চিরে দিল সে।

জশুয়া বনে ঢুকে পড়ল ওরা। সূর্য মুখের ওপর রোদ ছড়াচ্ছে, স্নান করিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড উত্তাপে। কিছুই নড়ছে না। মরীচিকা··· ঘাসের ডগা··· কিচ্ছু না।

হঠাৎ ট্রেইলের ওপর একটা খরগোশ লাফিয়ে পড়ল। ওদের দেখেই ছুটে পালাল।

নিমেষে পিস্তল বের করে পিছিয়ে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল হাডসন। লরাকে টেনে মাটিতে বসিয়ে দিল, ঘোড়াটাকে কাছে টেনে আনল। নীরব নিথর পরিবেশ। বাতাসে কান পাতল সে, কোনও সাড়া পেল না। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে ডান হাত বাড়িয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল।

'কিছু একটা গোলমাল আছে ওখানে,' বলল সে। 'ভয় না পেলে খরগোশটা ওভাবে এই গরমে লাফিয়ে পড়ত না।'

উইনচেস্টার বাগিয়ে হাডসন গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসল। ধীরে ধীরে হ্যামার টানতে শুরু করল, বালুতে গোড়ালি ঠুকে শব্দ চাপা দিল।

পেছনে তাকাতে যাবে এমন সময় পাথুরে ঢালে মোকাসিনের মৃদু খসখস শব্দ ওর কানে গেল। চকিতে ডান গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল সে, পিঠ ঘষা খেলো পাথরের গায়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপ দিল ইন্ডিয়ানটা।

হাডসনের হাতে রাইফেলটা ঝাঁকুনি খেলো, অ্যাপাচির গলা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল বুলেট। বিকট একটা হাঁ জেগে রইল সেখানে, লাল আঠাল পদার্থ বেরিয়ে এল।

গুলির আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলে মরুভূমির বুকে মিলিয়ে গেল।

সভয়ে পিছিয়ে গেল লরা, ওদের মাঝখানে পড়েছে লাশটা। শিশুসুলভ কচি মুখ। অতিউৎসাহে পরের জান কবচ করতে এসে বেঘোরে নিজের প্রাণটা খোয়াল বেচারা।

আবার নীরবতা নেমে এসেছে··· আরও আছে কাছেপিঠে? নাকি এ একাই ছুটে এসেছে আগে-ভাগে?

অ্যাপাচিটার কাছে একটা উইনচেস্টার আর মেক্সিকোতে-তৈরি চামড়ার

কার্টিজ বেল্ট পাওয়া গেল। খোপ থেকে বুলেটগুলো খুলে নিজের পকেটে পুরল হাডসন। রাইফেলটা পুরোনো। পাথরের বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল ওটা।

ইন্ডিয়ানটার দিকে একবার তাকাল লরা। 'কী নিষ্পাপ চেহারা,' অস্ফুট স্বরে বলল ও।

'কিন্তু পাকা শয়তান,' নির্মম কণ্ঠে বলল হাডসন।

বিল হাডসন ধৈর্যশীল মানুষ। কাছেই শত্রুরা কোথাও ওত পেতে আছে, সুতরাং আপাতত সে এখান থেকে নড়বে না বলে সিদ্ধান্ত করল। পালানোর উপায় ভাবতে লাগল বসে বসে।

ঘোড়াটাকে যে-করেই হোক বাঁচাতে হবে। নতুন নাল আর পেটে দানা-পানি পড়লে আবার তাজা হয়ে উঠবে ওটা। হাই লোনসামে পৌঁছুনোর পর ঘোড়াটা ওদের কাজে আসবে। এখন ওই পাথরের পাশ দিয়ে নেমে যেতে পারলে ওরা মরুভূমিতে গিয়ে পড়বে। সেখানে ওদের পায়ের শব্দ হবে না।

হাই লোনসাম ক্যানিয়ন এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। ইন্ডিয়ান এলাকায় ওটা কোনও নিরাপদ আশ্রয় নয়, তবে মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জল আছে, জায়গাটাও পরিচিত।

অন্ধকার নামলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তার একটা ছক কষে সিগারেট বানাতে বসল হাডসন। একজন মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তার সবই সে করেছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা...

ঠিক সন্ধ্যের মুখে, পাহাড়ের গা থেকে যখন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে, পা-ভাঙা নিহত ঘোড়াটা চোখে পড়ল বব হেলারের। গলার চারপাশে রক্তের ছোটখাট ডোবা সৃষ্টি হয়েছে, জমাট-বাঁধা কালো রক্ত। লাগাম টেনে ধরল হেলার, বাকি সবাই এসে দাঁড়াল ওর পাশে, অপলক চেয়ে রইল মরা জানোয়ারটার দিকে।

এই দৃশ্য বুঝতে কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ঘোড়াটা নিজেই তার করুণ পরিণতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, সম্ভবত আরও ভয়াবহ কোনও ঘটনার পূর্বাভাসও ফুটে উঠেছে এতে; ঘোড়া ছাড়া এই মরুভূমিতে, বিশেষত অ্যাপাচিরা যেখানে পিছু নিয়েছে, ওদের প্রায় কোনও আশা-ভরসাই নেই। এমনকী ইন্ডিয়ানরা না থাকলেও মাত্র একটা ঘোড়া সম্বল করে দুজন মানুষের পক্ষে এই দুস্তর পথ পাড়ি দেয়া এক কথায় অসম্ভব।

একজন লোক যে-কাজই করুক পেছনে তার ট্রেইল থাকতে বাধ্য, যাত্রাপথে সে তার স্বভাব চরিত্র এবং এমনকী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনারও কিছু ইঙ্গিত রেখে যায়। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি থাকলে এই ট্রেইল সহজেই চেনা যায়।

কোনও মানুষই এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নয়; চলার পথে, অতি সামান্য হলেও, অন্যের মনে সে রেখাপাত করে– এবং তারা কেউই পরবর্তীকালে আর আগের মত থাকে না। বব হেলার নামক লোকটার হৃদয়ে লরা হাডসন যে-দোলা দিয়ে গেছে তা নেহাত সামান্য নয়।

মৃত ঘোড়া আর ওই ট্র্যাকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল চার আউট-ল। এই

দৃশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল ওদের মনে। প্রত্যেকেই বিচলিত বোধ করছে, কিন্তু ওরা সবাই স্বল্পবাক, নিজের চিন্তা-ভাবনা অপরকে শোনাতে অভ্যস্ত নয়। আর নিজেদের মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না।

এরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কারণ দোকানে ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকেই লরার সাথে তার নিজের মতো করে একাত্মতা অনুভব করেছিল।

নিজেদের যে-ভাবমূর্তি ওদের মনে অঙ্কিত রয়েছে, তার প্রভাব থেকে ওরা মুক্ত নয়। নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী অভিযাত্রীর অন্তরে খোদিত নিজের এই ভাবমূর্তিতে যেমন তার স্বভাব-চরিত্র চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে, তেমনি সে যত সস্তা রোমাঞ্চোপন্যাস পড়েছে তারও প্রভাব পড়ে। কারণ, কোনও মানুষই তার সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

সস্তা রোমাঞ্চোপন্যাস পশ্চিমের যুবকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করে, পরোপকারের নেশায় পেয়ে বসে তাদের; একজন অশ্বারোহী নিজেকে দুর্বল অসহায় মানুষের ত্রাণকারী হিসেবে কল্পনা করে। এই স্বল্পবাক লোকগুলোর অবচেতন মনেও ওই ভাবমূর্তি সংগুপ্ত আছে– আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু। কারণ, লরা ওদের কল্পনায় প্রেমিকা, বোন, অথবা স্ত্রীরূপে ধরা পড়েছে।

'মেয়েটার ঘোড়া।'

গলা খাঁকারি দিল গিবসন। 'অঢেল সময় নেই আমাদের হাতে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ছুটতে শুরু করল ওরা··· একটা ঘোড়ার ট্র্যাক ওদের সামনে ধুলোর ওপর ফুটে উঠেছে।

হাডসন, ওরা প্রত্যেকেই ভাবছে, খুব ধূর্ত। লোকটার প্রতি আস্থা রাখা চলে, জানে কী করতে হবে··· নয়তো ভবিষ্যতে লরার চুল কোনও ইন্ডিয়ানের ঘরের শোভা বাড়াবে।

'আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে,' রূঢ় সুরে বলল হার্ডি। 'সনোরার পথে ওই মেক্সিকান মেয়েটার কাছে যাওয়ার জন্যে আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে।'

'পেড্রেগোসাস-এর টিনাজা থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়,' বলল হেলার। 'ঠিক আছে, ও-দিকেই চলো।'

এই ট্রেইল ছেড়ে দক্ষিণে টিনাজার উদ্দেশে মোড় নিল ওরা। সামনে যোজনবিস্তৃত ধু-ধু মরুভূমি, একেবারে শেষ-প্রান্তে মেক্সিকান সীমান্ত। লরা আর বিল হাডসন ওদের পেছনে পড়ে রইল।

বেলা ডোবার আগে শেষবারের মত আরেকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওদের চোখে পড়ল। খাড়া উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া, তারপর হঠাৎ পরপর দুবার ভেঙে গেল। এই দৃশ্য ঘনায়মান রাতের অন্ধকারে চিন্তার খোরাক জোগাল ওদেরকে।

মরুভূমিতে দ্রুত মিলিয়ে যায় অস্তরাগ, ঝুপ করে আঁধার নামে। ওদের মাথার ওপর বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে, নিঃসঙ্গ একটা তারা ফুটেছে আকাশে··· সন্ধ্যের গাঢ় নীল আকাশের দিকে ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান করে আছে সব পাহাড়ী খাঁজ। দূরে একটা কয়োটে চাঁদের কাছে ফরিয়াদ জানাল। আবার সব কিছু নীরব নিথর, শুধু ওদের ঘোড়ার খুর আর স্যাডলের খসখস শব্দ জেগে রইল।

সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল হার্ডির। 'কমপক্ষে ষাট হাজার থাকা উচিত। ষাট হাজার ডলারের সোনা!'

সাড়া দিল না কেউ। চারজন সশস্ত্র অশ্বারোহী, একনাগাড়ে ধেয়ে চলেছে সীমান্তের পানে; বন্দুকের জোরে রুটি-রুজির পথ বেছে নিয়েছে ওরা, এবং একদিন হয়তো এভাবেই মরবে। ওদের একজন মেক্সিকোতে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়; আরেকজনের সাধ বেহেড মাতাল হবে, একজন ইন্ডিয়ান আছে যার কোনও স্বপ্ন নেই। আরও যে-একজন আছে এই দলে, সে জানে না আসলে সে কী চায়।

তবে সহসা নিজেকে সে এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

হঠাৎ লাগাম টেনে ধরল কিওয়া। 'ধুলো,' বলল সে। 'কয়েকটা ঘোড়া।'

পরস্পর গা ঘেঁষে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ওরা, কান পাতল বাতাসে।

হাডসনদের ট্র্যাক ঘন্টাখানেকের পুরোনো, এই অসময় আর কোনও শ্বেতাঙ্গ এ-অঞ্চলে আসবে না, সুতরাং ওগুলো ইন্ডিয়ানদের না হয়ে যায় না··· সম্ভবত কাছে-পিঠেই কোথায় ক্যাম্প করেছে ওরা।

'বিরাট দল··· ওয়ার পার্টি।'

'কীভাবে বুঝলে?' হার্ডি জানতে চাইল।

'গন্ধে।' মৃদু সুরে বলল কিওয়া। 'রং··· ওষুধের গন্ধ।'

দাঁড়িয়ে আছে ওরা··· শুনছে। একটা ঘোড়া অস্থিরভাবে পা ঠুকল। অন্ধকারে শীতল হয়ে উঠেছে মরুভূমির আবহাওয়া। উত্তাপ ধরে রাখার মত গাছপালা বা জল না থাকায় মরুভূমির শুষ্ক স্বচ্ছ বাতাসে গরমের ভাব বেশিক্ষণ থাকে না।

অবশেষে ওরা রওনা হলো, একঘণ্টা বাদে পাথরের আড়ালে রাতের মত আশ্রয় নিল। প্রয়োজনবোধে এখানে প্রতিরোধও গড়ে তোলা যাবে। কাল অবশ্যই পথের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে ওদের। টিনাজার সংখ্যা বেশি নয়, একটা ছেড়ে গেলে চরম সর্বনাশ ঘটতে পারে।

আগুন জ্বালাল না ওরা। চলাফেরার সময় কাপড়ের খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দও হচ্ছে না। আজ রাতে ওদের পায়ে বুট রইল– শুধু টুপি আর গানবেল্ট খুলে রাখল শিয়রের কাছে, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল টেনে নিল।

তারার মেলা বসেছে আকাশে। ভীষণ অস্থির বোধ করছে কিওয়া, এক সময় চাপা গলায় বলল, 'লাকড়ির ধোঁয়া··· খুব কাছেই কোথাও আছে ওরা।'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না। হেলারের মনে পড়ল, একবার সে দুটো মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, খুলি ফেটে না যাওয়া অবধি ওদের মাথা আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল ইন্ডিয়ানরা··· গিবসনও একদা তার-দেখা একটা দৃশ্যের কথা ভাবছে: লাল পিঁপড়ের ঢিপির কাছে বাঁধা আছে একটা লোক, চিবুকের নীচ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে।

ওই ধোঁয়া একশো মাইল দূরবর্তী কোনও আগুনের হতে পারে– তবে মাত্র আধমাইল দূরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হেলার শ্রান্ত, তবে ঘুম পায়নি। 'তোমরা বিশ্রাম নাও,' সঙ্গীদের বলল। 'আমি পাহারায় থাকছি।'

গায়ে কম্বল জড়িয়ে একটা বিশাল পাথরের পাশে গিয়ে বসল সে, পাথরটা ওদের ক্যাম্পের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে। হিমেল বাতাস বইছে, বেশ আরামদায়ক। ধারে-কাছে কোথাও থামনোসমা গাছের ডাল ভাঙল কেউ। ইন্ডিয়ান প্রেতসাধকেরা এই গাছ ব্যবহার করে। একটা ঝাঁঝাল কটু গন্ধ ভেসে এল ওর নাকে।

কম্বলের তলায় সিগারেট ধরাল হেলার, হাতের তালু দিয়ে আগুন আড়াল করে একগাল ধোঁয়া টানল। শুকনো গরম তামাকের স্বাদ ভাল লাগল মুখে। অদূরে মহানন্দে ঘাস চিবুচ্ছে ঘোড়াগুলো··· থামনোসমা, ঘোড়া আর ওর ময়লা জামা-কাপড়ের উৎকট গন্ধ ভাসছে বাতাসে। মেক্সিকোয় পৌঁছে এগুলো ফেলে দেবে সে। ট্রেইলে কাপড় ধোয়ার ফুরসত মেলে না।

এখন হঠাৎ আবার লরাকে মনে পড়ছে কেন তার? চমৎকার বেশভূষা ছিল ওর, বহু ধোঁয়ার বিবর্ণ অথচ রুচিশীল। সে কি তবে ওই কৃশকায় শ্যামলা মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে? এর কারণ কি ফিনফিনে জামার তলায় ওর নরম দেহের ছোঁয়া? ওর প্রাণ-জুড়ানো একজোড়া ঠোঁটের স্মৃতি? নাকি আরও নিগূঢ় কিছু? তার অন্তস্তল উৎসারিত কোনও বেদনা– আপনার একাকিত্বের মাঝে লরার নিঃসঙ্গতাকে উপলব্ধি করা?

সে দার্শনিক নয়, এর জবাব তার জানা নেই। সুখটান মেরে বালুতে সিগারেট গুঁজে দিল হেলার। উঠে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ক্রীকের ধারে চলে এল। চরাচরে কোনও মানুষের সাড়া নেই। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা একঘেয়ে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের জাল বুনে চলেছে। বাতাস বড় একটা নেই, গাছপালা নিস্তব্ধ। ওর সামনে মরুপ্রান্তরে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না– ওর পেছনে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছ-পালায় অন্ধকার গা ঢাকা দিয়ে, মুখে মুড়ি দিয়ে বসে আছে। পাইন গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলছে। দূরে কোথাও কয়োটের কাতরধ্বনি উঠল এবং থেমে গেল।

সেখানে অনড় দাঁড়িয়ে অরুন্ধতীর দিকে অপলক চেয়ে রইল হেলার। এক সময় পুবের চাঁদ পশ্চিমে এল, ওর পেছনের ছায়া সামনে এসে পড়ল; চাঁদ অস্ত গেল, রাত ঘোর অন্ধকার হলো। সহসা বাতাস হু-হু করে উঠল, পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায়, তাই সে যেন ফুঁ দিয়ে আকাশের তারাগুলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। অবশেষে, পুবাকাশে নতুন দিনের পূর্বাভাস ফুটে উঠতে ওর চমক ভাঙল। গিবসনকে ঠেলা মেরে তুলে দিয়ে হেলার শুয়ে পড়ল। নীরবে উঠে পাহারায় বসল বিশাল-বপু।

একঘণ্টা বাদে যখন ওর ঘুম ভাঙল, গিবসন আগুনে কফি চড়িয়েছে। হার্ডি তার ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে। কিওয়া নেই, ভোর হওয়ার আগেই কোথায় যেন গেছে। কিওয়া এবং তার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে কফির আশায় আগুনের ধারে গেল হেলার।

একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিওয়া, ওদের কাছে এসে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। 'মোট্‌-চোদ্দজন··· নরমুণ্ডের মালা দেখলাম।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ওরা, মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে।

'না, সব পুরুষের, মেয়ে নেই একটাও।'

সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিল কিওয়া। 'এখন চলে গেছে, তবে একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে ওরা। আজ আরও কিছু শিকারের প্রত্যাশা করছে।'

'বিল বোকা নয়,' বলল গিবসন। 'ও ঠিক টের পাবে ইন্ডিয়ানরা ওর পিছু নিয়েছে।'

'যে-কোনও মুহূর্তে পিট রানিয়ন এসে পড়তে পারে,' বলল হার্ডি। 'আমাদের এখন রওনা দেয়া উচিত।'

মিষ্টি রোদে হেসে উঠেছে মরুভূমি, সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-পর্বত, দূরবর্তী পর্বতমালা যেন লাফিয়ে চলে এসেছে অনেক কাছে।

শুধু দিগন্তের আকাশে কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়ার কলঙ্ক লেগেছে।

নয়

আঁধার ঘনাতেই লাগামহাতে পাথরের আড়াল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল বিল হাডসন। বোঝা কমাতে স্যাডলটা ফেলে গেল, পরে সুবিধামত কোনও এক সময় নিয়ে যাবে এসে।

যখন নিশ্চিত হলো প্যাকস্যাডল মাউন্টেন ছাড়িয়ে এসেছে, বাঁয়ে গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে। আঁধারে চোখ বিশেষ চলছে না, তবে কোনও পাথর কিংবা ফণিমনসার ডালে বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মত অবস্থা নয়। সামনের পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে নিরেট কালো দেয়াল।

লরা ওর পাশাপাশি হাঁটছে। যথাসম্ভব নরম বালুতে থাকার চেষ্টা করছে ওরা। ইতস্তত-ছড়ানো মরুঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলছে, যাতে কাপড়ের সাথে ডালপালার ঘষায় কোনও রকম শব্দ না হয়। মরুভূমিতে রাতের বেলায় বহুদূর থেকে শব্দ শোনা যায়।

সহসা বাতাসে আর্দ্রতা অনুভব করে হাডসন বুঝতে পারল ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে গেছে ওরা। অভিজ্ঞ লোকের কাছে বাতাসের এই ঘনত্ব ইঙ্গিতের মত কাজ করে, সাধারণত এইসব গিরিখাত বেয়েই হিমেল হাওয়া নেমে আসে। ক্যানিয়নের দেয়াল দুপাশে খাড়া পাঁচশো ফুট উঠে গেছে। ওরা ভেতরে ঢুকতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘিরে ধরল ওদের।

সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে বালু ভিজে ভারি হয়ে থাকায় হাঁটতে সুবিধে হচ্ছে, তবে পেছনে ট্র্যাক রয়ে যাবে।

লরার সহ্যশক্তি দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারল না বিল হাডসন, এ-রকম একটা চৌকশ মেয়ের বাপ হতে পেরে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল। ভবিষ্যতে ও অনেক নিঃশঙ্ক পুরুষের জন্ম দেবে, ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চার মা হবে না। প্রচুর হাঁটতে পারে, এবং অনেক ব্যাটাছেলের চেয়ে ভাল রাইফেল ছোঁড়ে।

প্রায় মাইলদুয়েক গিয়ে বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। ভোর হতে আর বেশি দেরি

নেই, তবে ক্যানিয়নের ভেতর অন্ধকার এখনও জমাট বেঁধে আছে। রওনা হওয়ার পর থেকে এ-পর্যন্ত ছ-সাত মাইল পাড়ি দিয়েছে ওরা।

'ওখানে একটা কুঁড়ে আর গুহা থাকার কথা,' অদূরের পাহাড়টা দেখিয়ে চাপা গলায় বলল হাডসন। 'এক সময় গোপন ডেরা হিসেবে ব্যবহার হত। ঝরনাও আছে।'

একটা কিছু নড়েচড়ে উঠল আঁধারে। অস্থিরভাবে পা ঠুকল ঘোড়াটা। আচমকা ডালপালা ভেঙে দুড়দাড় শব্দে ছুটে পালাল কেউ। ভয় পেয়ে গা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা। হাডসন বজ্রমুঠিতে লাগাম চেপে ধরল। এক মিনিট পর শান্ত হলো সোরেল। 'সিংহ,' বলল হাডসন। 'বোধ হয় ভেবেছিল ও একা। পরে মানুষের গন্ধ পেয়ে পালিয়ে গেল।'

মিটিমিটি জ্বলছে শেষরাতের তারা। সঙ্কীর্ণ হয়ে এল ক্যানিয়ন, দেয়ালগুলো যেন আকাশ ছুঁলো। ধীরে ধীরে ওরা ওপরে উঠতে শুরু করল, খানিকবাদে আবার চওড়া হয়ে গেল গিরিখাত, ছোটখাট একটা মালভূমিতে উঠে এল ওরা। চারপাশে হাঁটু-সমান জংলা ঘাস, টাটকা জলের নির্মল গন্ধ এল ওদের নাকে।

'একটু জিরিয়ে নিই,' বলল হাডসন। 'সকাল হোক, তখন সব দেখা যাবে।'

হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে বসল লরা। দীর্ঘদেহী অশ্বারোহীর কথা ভাবছে সে–লোকটার চলাফেরা হুবহু কাঠুরিয়াদের মত; স্বচ্ছন্দ অথচ ক্ষিপ্র। কল্পনায় দেখতে পেল লরা, সে রাঁধছে আর হেলার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আগুনের পাশে এনে জড়ো করছে। কিংবা কোনও টিনের চৌবাচ্চায় স্নান করছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে ওর হাতের সব পেশী, সূর্যকিরণে মুক্তোর মত চিকচিক করছে চুলের ডগায় জমে-থাকা জলবিন্দু।

লোকটাকে দেখে মোটেই আউট-ল বলে মনে হয় না– এক সময় ওর বাবাও তো আউট-ল ছিল, কিন্তু পরে ওর মাকে বিয়ে করে আমূল বদলে গেছে। হয়তো-বা সে পশ্চিমে এলেও আসতে পারে··· ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে ও অন্য বাসায় উঠে যাবে, বাবার কাছাকাছি কোথাও···

লরা জানে এগুলো তার নিছক স্বপ্ন। এ-জীবনে ওর সাথে তার আর দেখা হবে না কখনও। এতক্ষণে ও হয়তো মারা গেছে, ছবি তোলার জন্যে ওর লাশ ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়া হয়েছে। নিহত আউট-লদের ছবি এভাবেই তোলে ওরা। আবার এমনও হতে পারে, কোনও নির্জন সেলে বসে বন্দীপ্রহর গুনছে।

তবে এ-দুয়ের কোনওটাই মেনে নিতে পারছে না ও। কারণ, অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করছে ও তাকে ভালবাসে– শুধু তাকে। অবশ্যি একজন আউট-লয়ের ঘরণী হওয়ার মত মানসিকতা যে ওর নেই, এ-কথাও লরা জানে। দুর্গম পথচলা আর রুক্ষ-কঠিন জীবন ওর অতিপরিচিত সত্যি··· স্কুল ছাড়ার পর থেকে সব কাজই বাবার সঙ্গে করেছে, কিন্তু ও জানে ও কী চায়– একটা নীড়, পাহাড়ী ঝরনার ধারে চোখ জুড়ানো বাথান, গোয়াল-ভরা গরু, আর ফুলের বাগান; যে-বাগানে ও নিজের হাতে চারা লাগাবে।

'চল, এবার রওনা দিই,' ওর বাবা বলল। 'অসুবিধে হবে না, আকৃতি দেখে অন্ধকারেও সব কিছু ঠিকমত চিনতে পারব আমি।'

আবেগ আছে লোকটার ভেতরে··· বব হেলারের বাহুডোরে ধরা দিয়ে ওর কী অনুভূতি হয়েছিল মনে পড়তে লজ্জা পেল লরা··· আচ্ছা, সে কী ভাবল ওর সম্পর্কে? কেবলমাত্র পাতলা একটা জামা ওর গায়ে সেঁটে ছিল তখন।

রওনা হলো ওরা, একনাগাড়ে ওপরে উঠতে লাগল। কোনও কোনও জায়গায় ঘোড়ার পক্ষে ওঠা শক্ত হচ্ছে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে লরা। ওর বাবাকে অক্লেশে এগিয়ে যেতে দেখে বিস্ময় বোধ করছে ও। কিছুতেই মাথায় আসছে না কীভাবে সম্ভব এটা। বাবাকে ওর মনে হচ্ছে কোনও ইস্পাতের তৈরি মানুষ বুঝি। অবশেষে ওরা চাতালে গিয়ে পৌঁছুল।

তিনদিকে পাথরের বেষ্টনী। একদিকে ঝরনা, মেসকুইট কটনউড আর উইলো গাছের আড়ালে খানিকটা ঢাকা পড়েছে। চাতালের প্রান্তে দাঁড়ালে আশপাশের পুরো এলাকা দেখা যায়।

ক্যানিয়নের শেষ-মাথায় উঠে এসেছে ওরা, দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে সুগভীর একটা খাদ, ওদের পায়ের নীচে আপন অতল-অন্ধকারে ঝুপ করে নেমে গেছে।

'আশা করি আমাদের খোঁজ পাবে না ওরা,' হাডসন বলল। মেয়ের দিকে তাকাল সে। 'আমার এখন ঘুম দরকার, লরা। তুই পারবি না জেগে থাকতে?'

ও মনে মনে এটাই চাইছিল, ঘুমোনোর একটুও ইচ্ছে নেই, ভাবতে চাইছে বসে বসে। অ্যাপাচিদের চেয়ে হেলারের স্মৃতি ওর কাছে অনেক বেশি জীবন্ত বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। তবে ও জানে এই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসবে··· ফিকে হতে হতে এক সময় ভুলে যাবে, অথচ সে ভুলতে চায় না, শুধু এই একটি স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

মনে রাখার মতো তেমন কিছু নেইও। লেখাপড়ায় ভাল হলেও স্কুলে সে অসুখী ছিল। মাকে ওর আবছা মনে পড়ে; ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, স্নেহময়ী। মায়ের মৃত্যুশয্যায় ও উপস্থিত থাকতে পারেনি, এক বন্ধু বাসায় ছিল তখন···ফলে ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি মনে আছে কেবল।

বাবা রুক্ষ মেজাজী, খানিকটা কঠোরও বটে, তবে ও জানে ওকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বেশ আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সে। গবাদি পশুর সঙ্গে তার সহজ ব্যবহারেই সেটা বোঝা যায়। সর্বদা আপন রুচি মাফিক চলে, কাউকে অনুকরণ করে না কখনও। ও জানে লোকে সমীহ করে তাকে··· ভয়ও পায়।

সকোরোতে থাকতে সবিস্ময়ে লক্ষ করেছে, সমাজে বাবার কত সম্মান– এমনকী ব্যাঙ্কার শেরিফ আর ধনী বাথান মালিকদের মত লোকেরাও খাতির করত তাকে। কারও হুকুমের চাকর ছিল না সে, তার কোমরে ঝোলানো পিস্তলের কথাও জানত সবাই। তবে এর পেছনে ওই পিস্তলের কোনও অবদান নেই; বস্তুত তার প্রখর আত্মসম্মানবোধের জন্যেই সবাই সমীহ করত তাকে।

ওই বরফশীতল চোখজোড়া যে-কোনও লোকের রক্ত হিম করে দিতে পারে··· ও স্বকর্ণে এ-কথা বলতে শুনেছে ওদের। তবু এত রূঢ়তা, এবং প্রায়শ কঠোর আচরণ সত্ত্বেও সে একজন আদর্শ স্নেহপরায়ণ পিতা।

পাহাড়ী লোকদের একটা গুণ তার আছে, ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ঘুমিয়ে

নিতে পারে। যেমন এখন, বালুর ওপর গুটিসুটি মেরে ঘুমুচ্ছে।

বারকয়েক উঠে চারপাশ দেখে এল লরা, নীচে ওত পেতে-থাকা কোনও অ্যাপাচির চোখে যাতে ওর নড়াচড়া ধরা না পড়ে সে-বিষয়ে সতর্ক রইল। বৈরী ইন্ডিয়ান এলাকায় চলতে হলে যে-সদাসতর্কতা প্রয়োজন, বাবার সাহচর্যে ইতিমধ্যেই ও তা অর্জন করেছে।

আঁধার ফিকে হয়ে এল, পূর্ব দিগন্তে সূর্যের লক্ষ লাল তীর সোনালি স্বর্গের দুয়ার মেলে ধরল ধীরে ধীরে। পাততাড়ি গুটাল সব ছায়া, কোথাও একটা পাখি গান গেয়ে উঠল, ভোরের বাতাসে মন-মাতানো তার সুর। নীলের কোলে ধূসর থেকে সবুজ হলো ফণিমনসার ঝোপ। আরও একটা সকাল এল ওদের জীবনে।

এখনও ঘুমুচ্ছে ওর বাবা, পাথরের ছায়ায় শিথিল শরীরে এই প্রথম তার মুখে বার্ধক্যের ছাপ দেখতে পেল সে, আজ প্রথম উপলব্ধি করল এই বয়সে সোমখ মেয়ে নিয়ে আবার গোড়া থেকে সব কিছু শুরু করতে, নতুন জীবন গড়তে কত কষ্টই না হচ্ছে তার।

এখনও তার মাঝে প্রাণশক্তি আছে, অক্ষয়লোহার মত কালের চাকা থামিয়ে রাখতে চাইছে যেন। কিন্তু পারছে না··· তার কিছু অস্থিরতা ওর চোখে ধরা পড়েছে, এবং এর কারণও ও জানে।

আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেছে, আবার যখন চারপাশে নজর ফেরাল একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল লরা। খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে আছে লোকটা, সরাসরি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কিওয়ার পাশাপাশি ছুটছে বব হেলার। অ্যাপাচিরা ওদের সামনের ওই দুজনের ট্রেইল ছেড়ে কিছুটা পশ্চিমে সরে গেছে এখন। সম্প্রতি-শোনা একটা গুজবের কথা মনে পড়ল ওর। কোন এক ইউমা ইন্ডিয়ান নাকি এক অ্যাপাচি রমণীকে অপহরণ করে বিয়ে করেছে। ঘটনাটা সত্যি হয়ে থাকলে, অ্যাপাচিদের দূর-পশ্চিমে ছোটার পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। বোধ হয় প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে ওরা।

পুরোনো ট্রেইলে ফিরে আসার অল্পক্ষণবাদে ভাঙা নালটা চার ঘোড়সওয়ারের চোখে পড়ল। সেখান থেকে শুরু হয়েছে দুজন পায়ে-হাঁটা মানুষের ট্র্যাক, ঘোড়াটাও আছে সঙ্গে। অতিকৃচিৎ ওর পিঠে চড়েছে, অজানা বিপদের আশঙ্কাতেই যে ওর শক্তি সঞ্চিত রাখছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাডসন আর লরার চিন্তা মাথা থেকে বিদায় করে দিল হেলার। ওরা পালাতে পারবে, আশা করা যায়।

আজ রাতটা সে সবাইকে নিয়ে ক্যাসল ডোমে কাটাবে।

ডোমের পশ্চিম প্রান্তে যে-ট্রেইলটা আছে সেটা ধরে পরবর্তী উপত্যকাটা অতিক্রম করবে ওরা, তারপর পর্বতমালার পুব দিয়ে সিলভার ক্রীকের পথ ধরবে। ও-দিকে গোটা দুয়েক ঝরনা আছে। ওই ঝরনাগুলো থেকে দূরে, পশ্চিমে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে···কিন্তু টাটকা জল আছে ওখানে।

হাডসনের ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, জোরে ছোটার

দরকার হলে কাজে আসবে না ওটা। আপনমনে গাল বকল সে… কেউ তাকাল না ওর দিকে, কোনও মন্তব্য করল না। ট্র্যাক দেখে সব কিছুই অনুমান করতে পারছে ওরা।

মুখের ঘাম মুছে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল হার্ডি। চঞ্চল চোখে অনবরত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। প্রচুর টাকা আছে ওদের সঙ্গে, এক সাথে এত টাকা এর আগে কখনও বহন করেনি ওরা, ভবিষ্যতে করবে তেমন আশাও নেই।

'বুঝলে,' সহসা হার্ডি বলল, 'ওদের, ওই ওবারোবাসীদের মুখের অবস্থা দেখতে ভীষণ সাধ হচ্ছে আমার।'

কেউ ওর কথায় কান দিল না… আজ কেন জানি ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে ওদের কাছে।

সঙ্গীদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানল হার্ডি, কিন্তু পাত্তা পেল না। ঠিক আছে, ভাবল ও, সনোরার ওই বেশ্যাগুলোর কাছেই নিজের বীরত্ব জাহির করবে সে। বলবে, সে-দিন ওবারো ব্যাঙ্কে সেও ছিল। এতে কাজ হবে, ওর হুকুম চুপটি করে শুনবে ওরা।

তবে, মনে মনে ও নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছে না। উপলব্ধি করছে কী এক কারণে যেন ব্যাঙ্ক ডাকাতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ওদের চোখ ট্রেইলের চিহ্ন পাঠোদ্ধার করছে: একজন বুড়ো লোক আর এক যুবতী পঙ্গু ঘোড়া নিয়ে ইন্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

'পোসি হয়তো সাহায্য করবে ওদের,' বলল গিবসন, দলের সবার মনোভাব মূর্ত হলো ওর কথায়।

'এবং আমাদের ট্রেইল থেকে সরে যাবে,' মেকি উল্লাসের সুরে বলল হার্ডি।

নীরবে ছুটে চলল চার অশ্বারোহী; ধূলিধূসর শান্ত উদ্বিগ্ন চেহারা। পোসি তাড়া করছে ওদের, সামনে ইন্ডিয়ান ওয়ার পার্টি, এবং দক্ষিণে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সীমান্ত। সেখানে ওদের পরিচিত র‍্যাঞ্চ আছে। সনোইটা কিংবা হারমোসিওতে সরে যাওয়ার আগে ওই র‍্যাঞ্চে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে।

সহসা পঞ্চাশ গজ সামনে বাঁয়ের ঝোপ থেকে একঝাঁক কোয়েল ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ল।

নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল ট্রেইল। লুকিয়ে পড়ল ওরা। কোয়েলের দিশেহারা আচরণ হুঁশিয়ারি হিসেবে যথেষ্ট, চোখের পলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ওরা। বিপদের সাথে দীর্ঘদিন ঘর করার ফলেই এই ক্ষিপ্রতা অর্জিত হয়েছে।

একটা বালিয়াড়ির মুখে উইনচেস্টার বাগিয়ে বসল হেলার, ওর চোখ শত্রুকে খুঁজে ফিরছে। পঞ্চাশ গজ সামনে ওই একই বালিয়াড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে গিবসন। অন্যদের কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

দু-চার মিনিটের ভেতর কোনও অঘটন ঘটল না। ঘোড়ার চারপাশে নজর বোলাল হেলার, পেছনের বালিয়াড়িটা ভালমত পর্যবেক্ষণ করল একবার। ঘামে ধুলোয় চটচট করছে ওর শরীর… জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিল। প্রখর সূর্যকিরণে তাকানো যাচ্ছে না। আড়চোখে আশপাশে শত্রুর সন্ধান করছে, এমন সময় রাইফেলের আওয়াজে নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

ওদেরই কেউ ছুঁড়েছে গুলিটা, প্রত্যুত্তরে ডজনখানেক বুলেট উড়ে এল ওদের পানে।

পেছন থেকে শান্ত ভঙ্গিতে হেলারের দিকে এগিয়ে এল হার্ডি। হাসতে হাসতে বলল, 'কিওয়ার মত দৃষ্টিশক্তি আমি আর কোনও লোকের দেখিনি। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে অনায়াসে একটা তামার পয়সা ফুটো করতে পারবে।'

কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ক্রল করে হেলারের পাশে চলে এল হার্ডি।

'ওই কোয়েলগুলো যখন উড়ে যায়, কিওয়া তখন ইন্ডিয়ানটার মাত্র দশ গজ দূরে ছিল। পাথরের ভিড়ে ওর কবরের ব্যবস্থা করেছে সে।'

গিবসনের পাত্তা নেই। আবার গুলি ছুঁড়ল কিওয়া, কিন্তু এবার পাল্টা জবাব দিল না কেউ।

হেলার কপাল মুছল যাতে ঘামে চোখ ভিজে না যায়। আগুন হয়ে উঠেছে ধরাপৃষ্ঠ; ট্রেইলে চলাকালে যা-মনে হয়েছিল, এখন বালুতে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম অনুভূত হচ্ছে। ঘামে ভিজে চপচপ করছে ওর শার্ট।

আবার গুলি করল কিওয়া, হঠাৎ একজন ইন্ডিয়ান লাফিয়ে উঠল শূন্যে, রাইফেলটা ফেলে দিল হাত থেকে; তারপর ক্রিওসোট ঝোপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

শান্ত হয়ে গেল সব কিছু, ঝড়ের পূর্বলক্ষণের মত। বালু সূর্য এবং ওদের নোংরা পোশাকের দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই যেন।

আচমকা বিকট শব্দের কলতান উঠল, কিওয়া যেখানে লুকিয়ে আছে দুজন ইন্ডিয়ান সে-দিকে ধেয়ে গেল। বালিয়াড়ি থেকে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠল এক সাথে। দুজন ইন্ডিয়ান লুটিয়ে পড়ল। দ্রুত আরেক দফা ট্রিগার টিপল হেলার, প্রায় একই সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল গিবসন।

কিওয়া ইচ্ছে করেই ওকে আক্রমণের জন্যে উস্কানি দিয়েছিল ইন্ডিয়ানদের। জানত ওরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলেই ওর বন্ধুদের রাইফেলের সামনে পড়বে। ইন্ডিয়ানরা বোধ হয় ভেবেছিল ওরা পালিয়ে গেছে।

কয়েকটা মন্থর মুহূর্ত কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। অবশেষে দেখা দিল কিওয়া। ঘোড়া ছুটিয়ে বালিয়াড়ির প্রান্তে এসে লাগাম টেনে ধরল সে। এদিক-ওদিক তাকাল। ঘোড়া নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওই তিনজন। গিবসনের মুখের এক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

'ছররা,' বলল সে; 'কোনও পাথরে ধাক্কা খেয়ে এসে থাকবে।'

ওদের আর কেউ আহত হয়নি। কোনও ইন্ডিয়ান নেই, এমনকী লাশও নয়, তবে বালুতে চাপ-বাঁধা রক্ত চোখে পড়ল।

'দুজন,' বলল কিওয়া, 'তিনজনও হতে পারে।'

অ্যাপাচিরা ভাল লড়িয়ে, কিন্তু নির্বোধ নয়। এই খোলা প্রান্তরে ওদের প্রতিরোধের সামনে টিকতে পারবে না উপলব্ধি করে সরে পড়েছে। তবে হাডসন আর লরাকে যে-দলটা অনুসরণ করছে এরা তাদের কেউ নয়। সম্ভবত জলের সন্ধানে তিরিশ জনের এক একটা ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে পড়েছে।

'এখানেই আসছিল ওরা,' বলল কিওয়া। 'জল আছে ওখানে।' ইশারায়

একটা মরা ঝরনা দেখিয়ে সেখানে গেল ও। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটুতে ভর রেখে দুহাত দিয়ে বালু খুঁড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর ভেজা বালুর নীচে জল দেখা দিল। আজলাভরে পান করল ওরা, তারপর একে একে ঘোড়াগুলোকেও খাওয়ার সুযোগ দিল। খানিক বাদে দেখা গেল আর একফোঁটা জলও অবশিষ্ট নেই গর্তে।

'এ-ধরনের জায়গায় সাধারণত জল থাকে, তবে বৃষ্টির পর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়,' বলল কিওয়া।

কয়েক টুকরো মেঘ ভেসে এসে মরুভূমির বুকে ছায়াদ্বীপ সৃষ্টি করল। কোনও ধোঁয়ার লেশমাত্র নেই দিগন্তে।

'দূরের ওই পাহাড়ে,' আচমকা বলল গিবসন, 'একটা লুকানোর জায়গা আছে। হাই লোনসামের মাথায়।'

'পিট রানিয়ন ওটা চেনে।'

'তা হলে তোমার ধারণা এখনও আসছে সে?' হার্ডি শুধাল।

'এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারো তুমি।' ফেলে-আসা ট্রেইলের পানে তাকাল হেলার। 'ও যে নাছোড়বান্দা লোক তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'সে জানে ক্যাসল ডোম গুহার কথা?'

'বোধ হয় না···তবে বলা যায় না কিছুই, জানতেও পারে।'

সিগারেট বানাতে শুরু করল গিবসন, ওর বিশাল দেহটাকে বিশ্রামের সুযোগ দিল। 'কেবল সে আমলের লোকেরাই এটার হদিস জানে,' বলল ও। 'হেলারকে আমিই বলেছি।' জোড়া দেয়ার জন্যে সিগারেট পেপারের একপ্রান্তে জিভ ছোঁয়াল। 'সম্ভবত হাডসনও এটার খোঁজ জানে, আর হাই লোনসাম তো চেনেই।'

'সামনের ওই চুড়োটা পেরিয়ে,' বলল কিওয়া, 'ডানে মোড় নেব আমরা।'

ঝলসানো রোদের হাত থেকে বাঁচতে চোখ কুঁচকে পথেরদিকে তাকাল ওরা। ওই বৃদ্ধ আর তার মেয়ের ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানদের খুরের আঘাতে প্রায় মুছে গেছে ওদের পায়ের ছাপ।

গিবসন তাকাল ট্র্যাকগুলোর দিকে, তারপর বারকয়েক পলক ফেলল, লোনা ঘামে ওর চোখ জ্বালা করছে।

হাই লোনসাম ক্যানিয়নের দিকে চোখ তুলে তাকাল হেলার।

দশ

লরা তার বাবাকে ডেকে তোলার আগেই ইন্ডিয়ান অশ্বারোহী উধাও হয়ে গেল।

'ভয় পাস না,' ওকে বলল সে। 'তুই ভুল দেখিসনি।'

তপ্ত প্রভাতী আকাশের নীচে মরুপাহাড়টাকে মনে হচ্ছে যেন একটা বাঁকাচোরা নোংরা তামার চাদর, তাতে বুটির মত ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে সবুজ আগাছা।

শোয়ার আগে বিল হাডসন নিজেদের অবস্থান নিয়ে বহু ভাবনা-চিন্তা করেছে,

জানে তারা যে-কোনও দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে। তবে দুদিকে তেমন কোনও আড়াল নেই, ফলে ওই দুটো অঞ্চল দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছে সে।

যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক লুকানোর সুবিধে আছে এমন জায়গা থেকে পথের দিকে নজর রাখবে, এবং হাডসনও নিশ্চিত যে ইন্ডিয়ানরা সেখানে দেখা দেবে। কিন্তু মূল আক্রমণ আসবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোনও অঞ্চল দিয়ে।

গা ঢাকা দেয়ার ব্যাপারে অ্যাপাচির জুড়ি নেই, গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল তার নখদর্পণে। তা ছাড়া সে এমন এক দেশে বাস করে যেখানে লুকানোর বিশেষ জায়গা নেই, ফলে ওই রকম প্রতিকূল অবস্থায় যুদ্ধ জেতার কায়দা-কানুন রপ্ত করে নেয় সে।

লরাকে এমন এক জায়গায় মোতায়েন করল বৃদ্ধ যেখান থেকে নিশ্চিত অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হামলাগুলো ঠেকাতে পারবে ও। মূল আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। সৌভাগ্যক্রমে, ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই বেষ্টনীটা আয়তনে খুব বড় নয়, তবে ঘোড়া লুকিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

'ওই হেলার...' শুরু করে দম নেয়ার জন্যে থামল হাডসন, তারপর বলল, 'তোর উপযুক্ত বর হতে পারত।'

লরার চোখে খরা কেটে গেল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বিল হাডসন জীবনে প্রথম তার মেয়ের হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি চলে এল। আবার হেলারকে দেখতে পাবে এমন আশা সে করে না, কিন্তু তার সাথে ওই ক্ষণিক সান্নিধ্যের মুহূর্তটি ওর জীবনে একমাত্র ভালবাসার ক্ষণ, সত্যিই ওকে ভালবাসে সে।

পিতা-পুত্রীর মাঝে যে-অদৃশ্য দেয়ালটা ছিল সহসা ওই একটামাত্র বাক্যে তা ভেঙে দিল বিল হাডসন। কল্পনায় তার ভালবাসার এই দুই পুরুষের সাথে নিজেকে যেন এক কাতারে দেখতে পেল লরা।

উদাস দৃষ্টিতে দূর-দিগন্তে চেয়ে রইল সে। শ্রান্ত বার্ধক্য-পীড়িত একজন লোকের কথা ভাবছে। লোকটা ওর বাবা। ভীষণ গোঁড়া, কেবল ওর নিরাপত্তার স্বার্থেই নয়, নারীজাতির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ওই রকম। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে বাবা। তার অভাববোধ, কিছুটা হলেও, দূর করতে হবে ওকে।

ঝোপের ভেতর কোনও রকম নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। লরা ওর রাইফেল তৈরি রাখল। ও অনেক পশু মেরেছে, তবে শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে; কোনও মানুষকে লক্ষ্য করে কখনও গুলি ছোঁড়েনি। কথাটা ভাবতেই ওর গা শিউরে উঠল...কয়েক মিনিটের মধ্যে ও নিজেও মারা যেতে পারে মনে হতে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করছে ও, সামনের প্রতিটা পাথর ঝোপ ধীরে-সুস্থে খুঁটিয়ে দেখছে। জানে, চোখের কোণেই নড়াচড়ার আভাস সর্বপ্রথম, এবং সব চেয়ে ভাল ধরা পড়ে।

কিছুই দেখতে পেল না ও, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই...তারপর একটা ঝোপের গোড়ায় ক্ষীণ চাঞ্চল্যের আভাস পেয়ে সে-দিকে তাকাল। একটা পা চকিতে সরে

যেতে দেখল। বাদামি রং।

ও সযত্নে মনে মনে দূরত্ব হিসেব করল, ঝোপটাকে বিবেচনায় আনল। যেখানে লুকিয়েছে লোকটা, সেখান থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার মত কোনও জায়গা ধারে-কাছে নেই। তাই ঝোপের যে-অংশে পা দেখতে পেয়েছিল সেখান থেকে ঈষৎ ডানে নজর ফেরাল। লম্বা একটা শ্বাস টেনে তার কিছুটা বের করে দিল, তারপর রাইফেল তাক করল নিশানা বরাবর। নড়ে গেল নল, আবার লক্ষ্য স্থির করল, ট্রিগারে খেলা করছে আঙুল। হঠাৎ ওর হাতে ঝাঁকুনি খেলো রাইফেলটা।

ঝট করে বেরিয়ে পড়ল পা-খানা, তারপর ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেল খানিকটা, এবং ওখানেই পড়ে রইল।

'একটা খতম, বাবা।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।'

নিমেষে তিনটে ইন্ডিয়ান ওর দিকে ছুটে আসার উপক্রম করল। চটজলদি গুলি করল ও। তিনজনই পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হলো।

এতক্ষণ একবারও দৃষ্টি ফেরায়নি হাডসন, সহসা মরুভূমি থেকে ভূতের মত উঠে এল ওরা। অথচ মাত্র একমিনিট আগেও কিছু ছিল না ওখানে। নিশানা স্থির করে ট্রিগারে চাপ দিল সে··· একবার··· দুবার··· তিনবার।

একজন পটল তুলল, একটা আহত হলো।

চোখ থেকে ঘাম মুছল সে। কিচ্ছু নেই। এইমাত্র ছিল, আবার হাওয়া হয়েছে।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়তে সাহস পেল না সে। ওরা আসবেই– বেশিক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখার মত কোনও উপায় তার কাছে নেই।

সূর্যের পানে তাকাল। সবে সকাল। কতক্ষণ হলো নজর রাখছে ওরা? হঠাৎ একটা কিছু নড়ে উঠতে দেখে গুলি ছুঁড়ল সে। তারপর, ওদের কীর্তিকলাপ সে যে টের পাচ্ছে, তা জানিয়ে দেয়ার জন্যে লক্ষ্যহীনভাবে আর একবার ঘোড়া টিপল।

সহসা ওর মনে হলো আজকের সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য তার হবে না।

হ্যাঁ, দুঃখ-কষ্টের হলেও, একটা পরিপূর্ণ জীবন সে উপভোগ করেছে। কিন্তু লরার কথা ভেবে তার প্রাণ হু-হু করে উঠছে। এর চেয়ে অনেক ভাল কিছু আশা করতে পারে সে···এই নির্জন পাহাড়ী প্রান্তরে একটা বুলেটের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার কথা নয় ওর···হ্যাঁ, ওর জন্যে একটা বুলেট সে বাঁচিয়ে রাখবে। আর কিছু না হোক, ওর প্রতি এ-দায়িত্বটুকু তার আছে। ওকে সে জন্ম দিয়েছে; এবং এখন সম্ভাব্য যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে প্রয়োজনবোধে মৃত্যুদণ্ডও দেবে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে ওর চোখ জ্বালা করছে। লরা··· ঈশ্বর জানেন ওর জন্যে সুখী জীবন সে কামনা করেছিল। আচ্ছা, সে কেমনতরো মানুষ যে, ওকে এমন দুর্যোগের মাঝে টেনে আনল? নিজের জন্যে এমন মৃত্যুই তো তার প্রত্যাশিত ছিল··· এবং তেমন সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর– হয় এখনকার মত কোনও বেঘোরে, কিংবা পশ্চিমের কোনও ধূলিমলিন রাস্তায়, অথবা কোনও বারের কঠিন মেঝেতে।

অথচ লরার কাঁচা বয়েস; কেবল শুরু হয়েছে জীবন। এই তো সে-দিন, মাত্র

কয়েকঘণ্টা আগে, জীবনে প্রথম কোনও পুরুষের দিকে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ও, এবং সে, ওর বাবা, ওই লোককে ঘিরে ওর সে-স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিল হাডসন, সীমান্তবাসী এবং একদা আউট-ল, স্বপ্নের মর্ম বোঝে। সে নিজেও একদা স্বপ্ন দেখেছে।

তরুণরা কেন ভাবে যে স্বপ্ন দেখার অধিকার কেবল তাদের একচেটিয়া? বুড়োরাও স্বপ্ন দেখে, হয়তো-বা তাতে আশার জ্যোতি কম থাকে, তবু দেখে।

তেমনি সেও লরাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে। ভেবেছে ওর একটা ভাল বিয়ে হবে, সুন্দর বাড়ি হবে।

ঘামে-ভেজা হাতের তালু প্যান্টে মুছল সে। 'লরা, তুই ঠিক আছিস তো মা?' শুধাল।

'হ্যাঁ, বাবা।'

'সন্ধ্যে অবধি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে হয়তো আমরা পালাতে পারব এখান থেকে।'

হয়তো-বা পারবে··· তবে তার সম্ভাবনা কম। বস্তুত, অতক্ষণ ওরা টিকে থাকতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও জানে ওদের আশা অতি ক্ষীণ। ওই ইন্ডিয়ানরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না, তা ছাড়া ওদের রক্ত ঝরিয়েছে সে। ওদের ধৈর্য আছে, কিন্তু মেয়েটাকে হস্তগত করার জন্যে ওদের প্রত্যেকেই মুখিয়ে থাকবে।

'কটা গুলি ছুঁড়লি তার হিসেব রাখিস,' বলল হাডসন, তারপর লরা যাতে একটা স্বপ্ন নিয়ে মরতে পারে, সে-জন্যে যোগ করল, 'আমার আসলে অতটা রাগ করা উচিত হয়নি। হেলার ভাল লোক। ও পশ্চিমে এলে আমি খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, বাবা।' পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের প্রতি নজর বোলাল লরা। 'আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে ও··· খুব ভাল। আমার··· আমার বিশ্বাস ও আমাকে ভালবাসে।'

'ও মন্দের ভাল!' পরক্ষণেই চুপ মেরে গেল হাডসন। তাই তো, কেন নয়? তার যদি একান্তই একটা জামাই দরকার হয়, তবে হেলার হলে আপত্তি কীসে? হেলারকে বুঝতে পারবে সে··· ওরা পরস্পরকে বুঝতে পারবে। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে; তোকে ভালবাসে ও!'

কিছুই নড়ছে না··· তবে ওরা যে ওখানে লুকিয়ে আছে তাতে কোনও ভুল নেই। স্ত্রীর কথা ভাবল বিল হাডসন··· সে কি ওদের দেখছে এখন? মৃত ব্যক্তি জানতে পায় জীবিতরা কেমন আছে? এর আগে কখনও এ-সব চিন্তা ওর মাথায় আসেনি।

রোদ তেতে উঠেছে। প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে সূর্য, ওদের দিকে যেন আগুন ছড়াচ্ছে। কোথাও সামান্যতম ছায়া পর্যন্ত নেই।

'ক্যালিফোর্নিয়া খুব সুন্দর জায়গা, লরা। ওখানে একটা বাড়ি কিনব আমরা। আমি ভাবছি··· বোধ হয় মেক্সিকোতে একটা খবর পাঠানো যাবে··· ওই ছেলেটাকে আসতে বলব।'

কোনও জবাব এল না।

'লরা, তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না, বাবা, কিন্তু–'

ওর রাইফেলের গর্জনে কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেল। পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল লরা, তারপর হাডসন একটা ইন্ডিয়ানকে আগাছার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল, অথচ ওখানে একটা সাপের পক্ষেও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তার। ইন্ডিয়ানটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই ওর বুক সে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। পোড়া বারুদের গন্ধ পাচ্ছে সে, এবং ভয়ের··· হ্যাঁ, তার অন্তরের ভীতিকে সে এখন অনুভব করতে পারছে।

'আর পেলি?' জিজ্ঞেস করল হাডসন।

'না।'

'এ-পাশে একটা পড়েছে।'

হামাগুড়ি দিয়ে ক্যান্টিনটা নিজের কাছে টেনে এনে দ্রুত এক ঢোক জল গলায় ঢালল সে। পান করার আগে ভাল করে কুলি করল একবার! আরও খাওয়ার লোভ অতিকষ্টে সংবরণ করে ক্যান্টিনটা নামিয়ে রাখল।

ভয় উত্তেজনা মানুষকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। অনেক সময় লড়াইয়ের পর সে এমনভাবে পান করবে যে মনে হবে তার পেট বুঝি অন্তহীন জালা।

সূর্যের দিকে এক ঝলক তাকাল হাডসন। দুপুর পর্যন্ত টিকতে পারলে ওদের সৌভাগ্য বলতে হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে এ-বার লরার দিকে তাকাল। অক্ষতই আছে ও, তবে ওদের ঘোড়াটা গেছে। গুলি লেগেছে গায়ে, মাটিতে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধুঁকছে।

একপক্ষে ভালই হয়েছে বলতে হবে, এমনিতেও রাত্রিবেলায় ওকে এখান থেকে বের করা মুশকিল হত।

তবু হাডসনের মনে হলো তার সব আশা যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল। পায়ে হেঁটে ওরা এই মরুভূমি পাড়ি দেবে কীভাবে? এর অর্থ, ইউমাতে পৌঁছুনোর আগে পর্যন্ত দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হবে ওদের।

অদূরের ঝোপটার দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল সে। আর কতক্ষণ? এক ঘণ্টা? দুঘণ্টা?

'এসে পড়লাম বলে,' বলল গিবসন। 'সন্ধ্যের আগেই গুহায় পৌঁছে যাব।'

আবার রওনা হবে, হঠাৎ দূর থেকে একটা ভোঁতা কর্কশ শব্দ ভেসে এল ওদের কানে– গুলির আওয়াজ।

সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা, চাপা উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল সমস্ত পেশী, কান খাড়া হয়ে গেল। আরও কয়েকটা শব্দ– তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে আবার একটা।

মুখ লুকিয়ে ধুলোর ওপর থুতু ফেলল গিবসন, সঙ্গীদের দিকে তাকাতে চাইছে না সে। 'ওরা হাই লোনসামে আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওটা চিনি।'

আরেকটা শব্দ হলো, এবং তারপর একসাথে কয়েকটা বন্দুক গর্জে উঠল। শেষেরগুলো নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়ানদের।

স্যাডলে চাপল ওরা, পর্বতমালার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। হার্ডির দৃষ্টি ঈষৎ সরে সীমান্তের পানে স্থির হলো। একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখনও

কোনও পোসি যদি ওদের পেছনে লেগে থাকে, তবে ওরা দক্ষিণে বাঁক নেয়ার পর তারা ক্ষান্ত হবে। কারণ, সে-ক্ষেত্রে সীমান্তের এ-পারে ওদেরকে আটক করার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

ষাট হাজার ডলার··· সব সোনা!

পাহাড়ের দিকে তাকাল হেলার। ভীষণ শূন্যতা বোধ করছে সে। নির্বোধ ঝগড়াটে বুড়ো! কোন আক্কেলে মেয়েকে নিয়ে এই বিপদে পা বাড়াল?

তবে এর কারণ জানে। হাডসন পালাচ্ছে। মেয়েকে নিয়ে এমন এক জায়গায় যেতে চাইছে যেখানে তার আসল পরিচয় কেউ জানে না, ওকে একটা সুযোগ দিতে চাইছে সে– নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ।

কিন্তু এখন হবে জীবনের সমাপ্তি। ওরা যদি ওখানে, নিয়মিত ট্রেইলের বাইরে, আটকা পড়ে গিয়ে থাকে, তবে ওদের আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। বস্তুত, কোনও কিছুরই আশা নেই।

পোসি এতক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে নিশ্চয়ই। হয়তোবা বাড়তি ঘোড়াও এনেছে সঙ্গে। রানিয়নের ভুল হবে না এ-ব্যাপারে। এবং সম্ভবত প্রায় সারা রাতই ট্রেইলে কাটিয়েছে। ওরা এখানে এসে পৌঁছুনো অবধি হাডসন আর লরা টিকতে পারবে বলে মনে হয় না।

'বর্ডার এখন আর খুব একটা দূরে নেই,' বলল হার্ডি। 'ওই মেক্সিকান মেয়েটার চকচকে চোখ দুটো যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি আমি!'

হাই লোনসামের ওই পুরোনো ডেরাটা মোটামুটি সুরক্ষিত··· প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব– অবশ্যি ওরা যদি অতদূর পৌঁছে থাকে। তবে কমপক্ষে চার-পাঁচজন লোক দরকার, মাত্র দুজনের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

তিন··· তিনজন হলে হয়তো-বা একটা আশা আছে।

সেই ঋজু বর্ষণসিক্ত দেহখানির কথা হেলারের মনে পড়ল, যাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল বুকের মাঝে, যার শান্ত অভিমানী চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছিল তার প্রতি গভীর বিশ্বাস।

কীসের বিশ্বাস? একটা পুরুষের কাছে ও কী প্রত্যাশা করে? মেয়েটা ওর ব্যাপারে এতটা নিশ্চিন্ত হলো কী করে?

হেলার স্যাডলে-বাঁধা থলেটা খুলে গিবসনকে দিল। 'সীমান্তের ও-পারে আমরা ভাগাভাগি করব এটা।' ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা এইবেলা সরে পড়। আমি আসলে একটা সেন্টিমেন্টাল ফুল।'

হাই লোনসামের পথে কালো ঘোড়াটাকে দুর্বার গতিতে ছোটাল সে।

ধুলো উড়ল এবং থিতিয়ে গেল; ওর ছেড়ে যাওয়া জায়গা থেকে সরে এসে তপ্ত ভারি বাতাসে জমা হলো ধীরে ধীরে। স্যাডলে নিশ্চল বসে আছে ওরা, পর্বতছায়ায় ছায়ার মত বিলীয়মান খুরধ্বনি শুনছে চুপ করে।

'পাগল, আস্ত পাগল!' স্বগতোক্তির মত করে বলল গিবসন। 'গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সোজা ওদের মাঝে গিয়ে পড়বে। অ্যাপাচিদের সাথে লড়াই করার এটা কোনও কায়দা নয়।'

কিওয়া তার রাইফেলের কলকবজা টেনে পরখ করল, কোনও কথা বলল না

সে। অবশ্যি চুপ করে থাকাই ওর স্বভাব। এই খর্বকায় তরুণ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। ওর স্ফিংকসের মত মুখ আর গভীর কালো চোখ দুটি সদানির্লিপ্ত, অচঞ্চল।

'গিবসন লাগাম হাতে নিল। 'ঠিক আছে, তা হলে ওই কথাই রইল, সীমান্তের দক্ষিণে।'

কিওয়া তাকাল ওর দিকে, তারপর রাইফেলটা ফের স্ক্যাবার্ডে চালান করল।

'ও মারমূর্তি ধরলে,' হার্ডি বলল, 'স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না অ্যাপাচিদের।'

গিবসন ওর ঘোড়াকে চার কদম হেঁটে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। এবার সে ঘুরে হেলারের দেয়া থলেটা ছুঁড়ে দিল হার্ডির দিকে, ও নিজে যেটা বহন করছিল সেটাও ছিল। তারপর স্পার দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা মারল, বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা– তবে সরাসরি ক্যানিয়নের পানে নয়, অন্য একটা পাহাড়ী ট্রেইলের দিকে। ওটা বিপদসঙ্কুল চড়াই, কিন্তু এই পথে গেলে হেলারের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হতে পারবে সে।

প্রথম আধমাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল হেলার, তারপর গতি মন্থর করে দুলকি চালে নামিয়ে আনল। খরতাপে অতিপরিশ্রম ঘোড়ার সহ্য হয় না– মরে যায়– অথচ ওর মন বলছে এই নরক থেকে ও যদি প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারে, একটা ভাল ঘোড়া ওর প্রয়োজন হবে। অ্যাপাচিরা ইতিমধ্যেই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে না থাকলে ক্যানিয়নে অ্যামবুশ হওয়ার সম্ভাবনা কম, এবং কোনও হামলার আশঙ্কায় প্রস্তুত থাকবে না ওরা। উইনচেস্টারখানা ডান হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সে।

সামনে একটা রাইফেলের ভোঁতা কর্কশ শব্দ উঠল, প্রায় একই সঙ্গে কাছাকাছি আরও কয়েকটা গুলি হলো। সহসা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল সে, শেষ বন্ধুর চড়াইটা ক্ষীপ্রগতিতে অতিক্রম করে তৃণভূমির অপর প্রান্তে গুপ্ত আশ্রয়ের দিকে ছুটে চলল।

আরেকটা গুলির শব্দ পেল সে, পাঁই করে দিকপরিবর্তন করল, রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওরা তা হলে কুঁড়েতে নেই, সামান্য আগে ঘাঁটি গেড়েছে। ওই তো ও-ধারে…পাথরেঘেরা বৃত্তের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে।

হঠাৎ ওর সামনে পাথরের আড়াল থেকে একটা ইন্ডিয়ান বেরিয়ে এল। ওকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল অ্যাপাচিটা, কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকাল, কিন্তু হেলার তার নিজের রাইফেল তুলে ধরার আগেই অন্য একটা গুলিতে মারা পড়ল অ্যাপাচি– ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল ওর প্রাণহীন দেহটা।

হেলার সবিস্ময়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল, পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে আসছে গিবসন, ঘোড়ার পায়ের আঘাতে ছিটকে যাচ্ছে নুড়িপাথর। 'যাও!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমি কাভার দেব।'

রাইফেলটা সজোরে স্ক্যাবার্ডে ফেরত পাঠিয়ে সিক্স-শুটার বের করল হেলার। ওর স্পারের গুঁতো খেয়ে পাগলের মত সামনে ধেয়ে গেল বিশাল কালো ঘোড়াটা, শিথিলভাবে একপাশে ঝুলছে লাগাম। পেছন থেকে ওকে কাভার দিচ্ছে গিবসনের উইনচেস্টার।

নাক বরাবর একজন ইন্ডিয়ানকে রাইফেল তাক করতে দেখল সে, পরমুহূর্তে ওর ঘাড়ের ওপর উঠে পড়ল কালো স্ট্যালিয়ন, খুরের আঘাতে থেঁতলে গেল অ্যাপাচির মাথা। অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল হেলার। আরও একজনকে পড়ে যেতে দেখল, তারপর হঠাৎ অনুভব করল স্যাডলের নীচে ঘোড়ার পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে– বাঁকা হয়ে যাচ্ছে শরীর।

এক ঝটকায় রেকাব থেকে পা খসিয়ে নিল হেলার, বাড়তি অ্যামুনিশনের স্যাডলব্যাগটা আঁকড়ে ধরে নেমে গেল ঘোড়া থেকে, মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেলো। একটা ইন্ডিয়ান, ও দেখল, তেড়ে আসছে– হঠাৎ সামনের বেষ্টনী থেকে বুলেট ছুটে এসে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

হেলার নিশ্চিত, ওর অবস্থান লক্ষ্য করেছে ওরা, নিঃসাড়ে ঘাসের ওপর শুয়ে রইল সে। পেছন থেকে গিবসন অনবরত গুলি চালাচ্ছে।

আচমকা থেমে গেল গোলাগুলি, নির্ঘোষ প্রতিধ্বনি তুলে ক্যানিয়নের গভীরে হারিয়ে গেল সমস্ত কোলাহল।

খরাক্লিষ্ট ঘাসের গন্ধ আসছে ওর নাকে, অনতিদূরে বিধ্বস্ত ক্রিওসোট ঝোপের মিষ্টি সুবাস ম-ম করছে বাতাসে, উষ্ণ তাজা ভাপ উঠছে মাটি থেকে। সহসা হেলার এক নতুন সত্য উপলব্ধি করল– সে জীবনকে ভালবাসে।

মরার মত পড়ে রইল সে। গিবসনের রাইফেল থেমে গেছে। ওরা কি বিশাল-বপুকে নিকেশ করে দিল? ওর সন্দেহ আছে··· এত সহজে নিভে যাওয়ার পাত্র নয় গিবসন।

ক্যাকটাস ঝোপের কাছে মৌমাছি উড়ছে, গোলাগুলিতে ওর মনোযোগ এতটুকু নষ্ট হয়নি। হেলার কাত হলো, পিস্তলের খালি টোটাগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন গুলি ভরল। তারপর উইনচেস্টারের-ম্যাগাজিনে দুটো বুলেট ঢোকাল। মোট সতেরোটা আঁটে, সবগুলোই ওর দরকার পড়বে।

মাথা তুলে নিজের প্রকৃত অবস্থান জানতে ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো, কিন্তু সাহস পেল না। এই মরণখেলায় পুরোভাগে যে থাকে, সচরাচর সে আগে মরে– কিন্তু ও মরতে চায় না। মরার আদৌ কোনও ইচ্ছে ওর নেই।

স্যাডলে অনড় বসে রয়েছে কিওয়া। তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে হার্ডির দিকে। 'হেলার তোমার পার্টনার ছিল। সর্বদা এক সঙ্গে ঘুরতে তোমরা,' হঠাৎ বলল ও।

'সে-জন্যেই তো আমি ওর ভাগ সযত্নে তুলে রাখব। ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে এই টাকা ওর দরকার হবে।'

'আসলে তুমি একটা ভীতু।'

চোখ পাকিয়ে দোআঁশলার দিকে তাকাল হার্ডি। কিওয়া ওকে বিদ্রূপ করছে, তবে এতে কোনও ভুল নেই। একটা অবশ্যম্ভাবী কিছু ঘটার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে সে।

হার্ডির রক্ত হিম হয়ে এল। অ্যাপাচিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ সে বোঝে, বন্দীদের সাথে ওরা কী আচরণ করে দেখেছে। এর আগেও সে ওদের বিরুদ্ধে লড়েছে, ওর অনেক বন্ধুকে মারা পড়তে দেখেছে ওদের হাতে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে··· বুঝতে পারল আসলে সে ওদের ভয় পায়।

হেলার বোকা, তবে ওই মেয়েটার সাথে অদৃশ্যবন্ধন গড়ে উঠেছে ওর– পরস্পরের প্রতি ওদের তাকানোর ধরন দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারবে।

সোনা-বোঝাই থলে দুটো সে কিওয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল। 'এটা চার ভাগ করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।' ঝটিতি ঘুরে গিবসনের ট্রেইল ধরে ছুটতে শুরু করল সে।

কিওয়া হাসল। ওর তিন সঙ্গী ইতিপূর্বে কখনও হাসতে দেখেনি ওকে।

থলেগুলো জায়গামত বাঁধল সে, তারপর পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলো। যথেষ্ট সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। ওর ধমনীতে আদিইন্ডিয়ান রক্ত এখন জেগে উঠেছে, জানে কী করছে।

চুড়োয় পৌঁছে ও আরেকচোট প্রাণভরে হাসল।

তার কোনও ঈশ্বর নেই, কোনও মানুষই তার স্বজন নয়; সে মারা গেলে এই বিশ্বচরাচরে কেউ তার আত্মার শান্তি কামনা করে দুফোঁটা অশ্রু ফেলবে না। সর্বদা একা চলাফেরা করতে ভালবাসে ও, এমনকী যখন কোনও দলে থাকে তখনও। তবে যুদ্ধে তার আনন্দ– বীরকে সে শ্রদ্ধা করে। জানে হার্ডি না গেলে ওকে সে খুন করত।

হাই লোনসাম বেসিনের দিকে তাকাল কিওয়া। কোনও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই, থমথমে পরিবেশ। এতটুকু হাওয়া নেই। বিকেলের রোদে কাঠগড়ায়-দাঁড়ানো অপরাধীর মত নিথর পুড়ছে ঘাস। হঠাৎ একটা রাইফেলের নলে রোদের প্রতিফলন ধরা পড়ল ওর চোখে।

সজাগ হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি। দেখল একটা পাথরের বেষ্টনীতে আশ্রয় নিয়েছে মেয়েটা। ও তা হলে বেঁচে আছে, ভাবল কিওয়া। এক মিনিট পর বিল হাডসনকেও দেখতে পেল।

হেলারের ছায়ামাত্র চোখে পড়ল না কোথাও। গিবসন কিংবা হার্ডির চিহ্নও নেই।

লাগাম ঢিলে দিয়ে ও নামতে শুরু করল। খর্বাকৃতি একটা লোক সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে, জমাট-বাঁধা মরুলাভার মত গায়ের রং মিশে গেছে ঘোড়ার সাথে।

ডান হাতে উইনচেস্টার ধরে আছে। ভাবলেশহীন দুটি কালো চোখে ফুটে উঠেছে শ্যেন দৃষ্টি। সমব্রেরোটা ঈষৎ হেলে আছে পেছনে।

হঠাৎ আপনমনে আবার হেসে উঠল সে। মুখে রং মাখতে পারলে মন্দ হত না। শত হলেও সে একজন ইন্ডিয়ান, এবং যুদ্ধে যাচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত সহজ একটা ঢাল বেয়ে নামার সময় দুটো ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল, বুকে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ঝোপের ভেতর দিয়ে।

কিওয়া রাশ টেনে ধরল। সরাসরি তাকাল দৃষ্টিআকর্ষণের ভয় আছে বলে আড়চোখে দেখল ওদের। রাইফেল তুলল সে, একচোখ বুজে অপরটা গানসাইটে রাখল, ধীরে ধীরে একজন ইন্ডিয়ানের মেরুদণ্ড বরাবর ঘুরতে শুরু করল মাজল।

প্রথমে একজন, তারপর অন্যজনের ওপর নিশানা স্থির করল। নাকের কাছে একটা মাছি জ্বালাতন করছিল, হাত ঝাড়া দিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে দিল। এক পা এগোল মাসটাং, নিশ্চল বসে রইল সে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ঘোড়াটা আবার শক্ত জমিতে স্থির হতেই কাঁধে বাঁট ঠেকাল কিওয়া, দ্রুত সাইটে চোখ রাখল, ট্রিগার টেনে ধরল··· সপ্রাণ বস্তুর মত লাফিয়ে উঠল রাইফেল, চিৎকার করে উঠল অ্যাপাচিটা··· ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার। দ্বিতীয়জন দৌড়ে পালাতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে মাজল ঘুরে গেছে, একটা তপ্ত সীসা ফুটো করে দিল ওর গলা– ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল আকাশের পানে।

রাইফেল নামিয়ে আবার শ্লথ গতিতে নামতে শুরু করল কিওয়া।

এগারো

এতক্ষণ মাটি কামড়ে পড়েছিল হেলার, এবার ধীরে ধীরে স্প্রিন্টারের ভঙ্গিতে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। ডান হাতে রাইফেলটা টেনে আনল সামনে। গুপ্ত আশ্রয়ের গা ঘেঁষে যে-ঝোপ আর পাথরগুলো রয়েছে মনে মনে সেগুলোর দূরত্ব হিসেব করতে চেষ্টা করল।

পেছনে একটা রাইফেল গর্জে উঠল··· ওটা নিশ্চয়ই গিবসনের হেভি ক্যালিবার রাইফেল। সামান্য দূর থেকে আরেকটা গুলির শব্দ ভেসে এল, তারপর আরও একটা। সহসা অনাবিল আনন্দে ওর অন্তর ছেয়ে গেল··· ওই আওয়াজ নিঃসন্দেহে হার্ডি কিংবা কিওয়ার রাইফেল থেকে এসেছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ের পাতায় কেন্দ্রীভূত করে হঠাৎ সামনে ছুটে গেল সবেগে। গুণে চার কদম দৌড়াল, তারপর ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই গড়ান দিল চারবার। পেছন থেকে একঝাঁক বুলেট তাড়া করল ওকে, তার শব্দে ঝালাপালা হয়ে গেল ওর কান।

নিঃসাড়ে পড়ে রইল হেলার, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করছে। বাঁয়ে, ওর সামান্য আগে, ওপরে আরেকটা গুলির শব্দ হলো। ও যে-পাথরগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে সেখান থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ঘামে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে ওর মুখ। ঘামাচি বেরিয়েছে, জ্বালা করছে চামড়া। রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। রাইফেল বাগিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে সামনে তাকাল সে। এখন লরা আর তার বাবা যেখানে লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে··· পাথরের গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো আছে, ওই ফুটোতে চোখ রেখে বসল হেলার।

হঠাৎ পেছনে থেকে একটা বুলেট এসে আছড়ে পড়ল ওর সামনের একটা পাথরে, দ্রুত পিছিয়ে গেল সে, টুকরো গ্রানাইটের আঘাতে মুখ ছড়ে গেল।

ধৈর্যের পরীক্ষায় নামল হেলার, বহুক্ষণ ধরে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাইরের জগৎ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকাই যুদ্ধের কঠিনতম পরীক্ষা। কোথায় কী ঘটছে জানার কোনও উপায় থাকে না এ সময়।

ওরা কি সবাই শেষ হয়ে গেছে? লরা কি মারা গেছে? হাডসন? গিবসনেরই-বা কী হলো?

নিজের রাইফেল-ধরা শ্যামলা হাতের দিকে তাকাল সে। শক্তিশালী হাত, রকমারি কাজ আর অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ। নির্মাণের পাশাপাশি ধ্বংসক্ষমতাও আছে এই হাতের। হঠাৎ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল হেলার, এ-যাবৎ সে কেবল ধ্বংসই করে এসেছে। অন্যের গায়ের রক্ত জল-করা সম্পদ বিনাশ করেছে– এবং একদা যা তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে শুরু হয়েছিল, পরে তা অশুভ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অথচ এতে তার কোনও লাভ হয়নি– নিজের বলতে একটা কেবিন নেই, একচিলতে জমি নেই, এমনকী কোনও ঘোড়া পর্যন্ত নেই। একটু আগে ওর কালো স্ট্যালিয়নটা মারা গেছে। অদূরে পড়ে আছে ওর লাশ।

হঠাৎ একপশলা গুলিবৃষ্টি হলো। হেলার দেখল এই সুযোগ, ওর প্রতি কোনও ইন্ডিয়ান নজর রেখে থাকলে, গুলির শব্দে তার মনোযোগ ব্যাহত হবে। তড়াক করে উঠে পড়ল সে, যেন ওর নিজের গায়েই চোট লেগেছে।

ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল এক ইন্ডিয়ান, এতক্ষণ সে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। অ্যাপাচির গলা লক্ষ্য করে সজোরে উইনচেস্টারের ব্যারেল হাঁকাল হেলার। চোয়াল আর গলার সংযোগস্থলে আটকে গেল মাজল, কিন্তু গানসাইটের ঘষায় একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো।

ঝট করে রাইফেলটা একপাশে সরিয়ে এনে ওর খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত হানল।

সশব্দে ফেটে গেল খুলি, খানিকটা হলদেটে আঠাল পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল, দুহাঁটু ভাজ করে ওর সামনে লুটিয়ে পড়ল অ্যাপাচিটা। হেলার পাশ কাটাল ওকে, এক হাতে পাথর আঁকড়ে ধরল, শূন্যে দোল খেয়ে নেমে এল বেষ্টনীর ভেতরে। মাটিতে পড়েই দেখল ওর দিকে চেয়ে আছে বিল হাডসন, পেটের কাছে রাইফেলের শীতল ছ্যাঁকা অনুভব করল হেলার। মনে পড়ল হাডসন বলেছিল ওকে ফের দেখতে পেলে খুন করবে সে।

এক মুহূর্ত পরস্পর তাকিয়ে রইল ওরা, তারপর হাডসন রাইফেল নিচু করল। তার একটা কিছু হয়ে গেলে এই লোক তার মেয়েকে দেখতে পারবে। সহসা অন্তস্তল থেকে অনুভব করল সে এই বরং ভাল হলো…

'একটা চেয়ার টেনে বসো, বাবা,' বলল হাডসন। 'প্রচুর আছে, আমাদের সবার ঠাঁই হয়ে যাবে।'

শব্দ করে হাসল হেলার। 'বসব, বিল। তবে আমার বন্ধুরাও আসছে… অবশ্যি যদি ইন্ডিয়ান ব্যূহে আটকা পড়ে না থাকে।'

এরপর গিবসন ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল, বেড়া টপকে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর ঘাড়ে লাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, ছেঁড়া জামায় রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে।

সন্দেহ দৃষ্টিতে হাডসন তাকাল ওর দিকে। 'যেখানে গোলমাল, সেখানেই

তুমি...খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে।'

একটা বাড়তি কার্তুজ বেল্ট কাঁধে ফেলে পাথরের দিকে এগিয়ে গেল গিবসন। সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে পজিশন নিল। কিছুক্ষণ বাদে আরেকটা ট্রেইল ধরে হার্ডি এল।

ওদের চেনা ঘোড়া, আরোহীকে দেখতে পেল না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ঘোড়াটা, নাকের পাটা ফুলে আছে, হার্ডি ইন্ডিয়ানদের মত করে একহাত-একপায়ে ঝুলছে এক পাশে।

ঘোড়াটা ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হার্ডি শূন্যে গা ভাসাল, ওর একপাটি বুট আপনা থেকেই উড়ে এসে পড়ল এ-পারে। ধপাস করে আছড়ে পড়ল সে, উঠতে গিয়ে মোজার দিকে চোখ গেল– মোটা বুড়ো আঙুলটা উঁকি দিচ্ছে।

লরাকে দেখে ওর হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হলো। 'আমার ভাবী বধূকে প্রথমেই বলব এটা সেলাই করে দিতে!'

ঘুরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেড়ার ধারে গিয়ে বসল হার্ডি। চারজন লোক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে, প্রতিমুহূর্তে হামলার আশঙ্কা করছে। কিন্তু কোনও হামলা এল না।

চমৎকার জায়গা এই হাই লোনসাম বেসিন, বহুদিন থেকেই এটা আউট-লদের গা ঢাকা দেয়ার জন্যে একটা আদর্শ স্থান। জল আছে, ঘাস আছে– প্রচুর পরিমাণে শিকারও মেলে। ভবিষ্যতে কখনও শান্তি ফিরে এলে কোনও ভবঘুরে লোক বাড়ি বানাবে এখানে এসে, বাথান চালু করবে। এখানেই রয়ে যাবে সে, ছেলে-পুলে মানুষ করবে, প্রকৃতির একান্তসংলগ্ন হয়ে নিজের শেকড় বিস্তার করবে।

এখানে শক্তি আর শ্রম দিয়ে অফুরন্ত সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব; পরের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা নয়, নিজের ঘাম নিংড়ে অর্জিত সম্পদ। তারপর কোনও এক সন্ধ্যায় সমস্ত কাজ শেষে বারান্দায় এসে বসবে সেই লোক, দেখবে আজ যেখানে ইন্ডিয়ানরা ওত পেতে আছে সেখানে তার গবাদি পশু কচি ঘাস চিবুচ্ছে মহাআনন্দে।

ওটা তখনই সম্ভব হবে যখন অ্যাপাচিরা চলে যাবে, কিংবা নিজে থেকেই সব বিবাদ মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করবে। যেদিন মানুষকে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে আর বন্দুক তুলে নিতে হবে না, সেদিনই সম্ভব হবে এটা।

'ধোঁয়া,' আচমকা বলল হাডসন।

ওর আঙুলের ইশারা লক্ষ্য করে ওরা দেখল একটা ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠে যাচ্ছে আকাশে। পরপর দুবার ভেঙে গেল রেখাটা। হত্যার নেশায় আরও ইন্ডিয়ানকে ছুটে আসার আহ্বান জানাচ্ছে ওই সঙ্কেত।

পেছনে ডাল ভাঙার শব্দ হলো, ঝট করে এক সাথে ঘুরল ওরা।

আগুন জ্বালানোর আয়োজন করছে লরা। 'ভাবলাম তোমাদের কফি দরকার হতে পারে,' বলল ও। 'খানিকটা মাংসও আছে।'

ওর দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ অন্যত্র সরিয়ে নিল হেলার, গলাটা ধরা ধরা ঠেকল। হুবহু বাপের বেটি, জানে কী আছে ওদের কপালে; তবু কত শান্ত

নিরুদ্বিগ্নভাবে কফি বানাতে লেগে পড়েছে, এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেও মেয়েলী স্বভাব নষ্ট হয়নি। আবার রাইফেলটা নাগালের মধ্যে রাখতেও ভোলেনি।

কোন পুরুষ না চাইবে ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে? ও তো কেবল ছায়ার মত নীরবে অনুসরণ করবে না, বরং দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে, সব কাজ মিলে-মিশে করবে– দুজনের মিলিত পরিশ্রমে সুন্দর করে তুলবে জীবন।

একটা পাহাড়ী ঝোপের ভেতর এখনও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে কিওয়া, ঘোড়া অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখে এখানে ক্রল করে এসেছে, তবে ওর দুটো স্যাডলব্যাগ, রাইফেল আর ক্যান্টিনটা আনতে ভোলেনি।

এখানে কোনও বড় পাথর নেই, ঘাসও খুব কম। কিছু রংচঙে নুড়িপাথর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ওর লুকোনোর পক্ষে এটা আদর্শ জায়গা, তাই সে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে শুয়ে রয়েছে।

গুপ্ত আশ্রয়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে দু-একটা ইন্ডিয়ান চোখে পড়ছে।

বেলা পড়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সূর্য পশ্চিমের পাহাড়গুলোর ও-পাশে হেলে পড়েছে। তবে ওর তেজ কমেনি, আকাশও বেশ পরিষ্কার। তবে রাত নামবে, আর কিওয়ার হাতে তাই প্রচুর সময় আছে।

একজন ইন্ডিয়ান তার জীবনের শুরুতেই অপেক্ষা করতে শেখে। তার ধৈর্যশক্তির তুলনা হয় না। কিওয়া এখন পুরোদস্তুর ইন্ডিয়ান বনে গেছে। শ্বেতাঙ্গ রক্ত ওর ধমনীতে বইছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে ও কখনও মাথা ঘামায় না। ওর রুচিবোধ অতিসাধারণ, আদিম; জৈব তাড়না ছাড়া আর কোনও চাহিদা নেই, কিন্তু সেটার অভাব ঘটলে এতটুকু বিচলিত হয় না। ও জানে প্রতিটা জিনিসেরই অন্ত আছে, তাই অপেক্ষা করতে হয়।

এ-রকম হালকা ঘাসে শুয়ে থাকতে ও খুব পছন্দ করে। চমৎকার ঈষদুষ্ণ রোদ্দুর, সুন্দর পজিশন, আর অল্পক্ষণ বাদে সে লড়াই শুরু করবে…অবশ্যি আদৌ যদি সে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে এ-সিদ্ধান্ত ও কোনও দিন জেনে-শুনে নেয়নি– এটা ওর রক্তঅস্থিমজ্জায় মিশে আছে। স্বভাবজাত।

এতক্ষণে, ইচ্ছে করলে, অন্তত কয়েকটা ইন্ডিয়ান মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। যখন হবে যা প্রয়োজন সে করবে।

পকেট থেকে গরুর জার্কি বের করল সে। ময়লা লেগে আছে দেখে দাঁতে কেটে ফেলে দিল খানিকটা, তারপর মুখে পুরে চুষে নরম করে নিয়ে চিবুতে শুরু করল। ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানে বাজপাখি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওকে, তবে ওর প্রতি কোনও আগ্রহ নেই তাদের… অন্তত এখনও নেই।

কিওয়া লক্ষ করল পাহাড়ী ফাটল আর ক্যানিয়নের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে সব ছায়া। পর্বতচুড়োগুলোকে যেন সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে অস্তরাগ।

ঠাণ্ডা নামল মরুভূমিতে। সেই ধোঁয়ার সঙ্কেতটাও ওর চোখে পড়ল, কিন্তু

পরমানন্দে জার্কি চিবুতে চিবুতে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

গুপ্ত আশ্রয় থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। এর অর্থ, মেয়েটা বেঁচে আছে। কোনও পুরুষই এই দুর্যোগে রান্নার শখ করবে না। এটা মেয়েলোকের কাজ, একজন নারী শতঝামেলার মাঝেও তার মরদ কিংবা নিজের দায়িত্বের কথা ভোলে না। ও বয়ে যায়নি, এই মেয়েটা। সুগৃহিণী হওয়ার সমস্ত গুণ ওর আছে।

প্রেম শব্দটার অর্থ কিওয়া বোঝে না। ওর স্বজাতির লোকের গান গায়, কিন্তু সেগুলো যুদ্ধের গান। প্রেমের মর্মোপলব্ধির জন্যে ও কোনও উপন্যাস বা কবিতা পড়েনি। একটা মেয়ের যোগ্যতা ও বিচার করে তার দৈহিক গড়ন আর কাজের ধরন দেখে। তবে মাঝে-মধ্যে আরও একটা অনুভূতি হয়- বিশেষ কোনও মেয়েকে কাছে পেলে ওর মন উড়ুউড়ু হয়ে ওঠে।

বারদুয়েক এই অনুভূতি ওর হয়েছে। একবার মেক্সিকোতে এবং দীর্ঘ দিন বাদে একটি নাভাজো মেয়ের জন্যে- ওই মেয়েটার কুটিরে সে কিছু দিন ছিল। ওখান থেকে যখন চলে আসে অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা গ্রাস করেছিল ওকে, হাহাকার করে উঠেছিল মন। তাই আবার ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু তখন আর ও ছিল না- একা পেয়ে একটা গ্রিজলি মেরে ফেলেছিল ওকে।

মেয়েটা যেখানে নিহত হয় সে-জায়গায় ও গিয়েছিল। গুম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে সেই যে চলে এসেছে আর কখনও যায়নি ওই অঞ্চলে।

ও গবাদি পশু চুরি করতে শুরু করে পেটের জ্বালায়। তখন প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল সে, হঠাৎ খোলা প্রান্তরে একটা গরুকে ছাড়া-অবস্থায় পেয়ে বধ করে। দুজন কাউহ্যান্ড ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ওকে গুলি করতে নেয়। কিন্তু ওরা ছিল খুব ধীর: একজন তার পিস্তল খাপমুক্ত করার আগেই স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ে, অন্যজন বুকে জখম নিয়ে ফিরে যায় র‍্যাঞ্চে।

তারপর এক বিশাল পোসি তাড়া করে ওকে এবং ঘুরপথে ও তাদের ফাঁকা র‍্যাঞ্চে হামলা চালায়। একটা গরু জবাই করে ওদের উনুনে ঝলসে খেয়ে ওর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে- একটা নতুন উইনচেস্টার রাইফেল, একশো বুলেট আর দুটো নাভাজো কম্বল।

বব হেলারের সাথে ওর পরিচয় হয় এর দশ বছর পর। এবং সেই থেকে ওর সঙ্গেই আছে সে। কারণ, হেলার পিস্তলে ওর চেয়ে ক্ষিপ্র এবং দক্ষ ট্র্যাকার। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও তার কোনও তুলনা হয় না। তা ছাড়া ও খুব ধীর-স্থির, আত্মবিশ্বাসী, সাবধানী- আর কিওয়াও এ-সব গুণের কদর বোঝে।

হাই লোনসাম মালভূমিতে অন্ধকারের কালো পর্দা নেমে এসেছে, লক্ষ করল সে। ইন্ডিয়ানদের ধর্তব্যের বাইরে রাখলে জায়গাটা ভারি চমৎকার, কিন্তু নিজে একজন ইন্ডিয়ান হয়ে তা করল না।

ইতিমধ্যে ওদের গুপ্ত ঘাঁটিগুলো সে চিনে নিয়েছে। ওরা এখন জোট বাঁধতে শুরু করবে। তবে কিওয়া জানে তা সত্ত্বেও দু-একজন আগের জায়গায় রয়ে যাবে- তাই চাপা উল্লাস অনুভব করছে সে।

আকাশে যখন প্রথম তারাটা ফুটল, কিওয়া উঠে দাঁড়াল।

বারো

হাই লোনসাম বেসিনে শান্তি বয়ে আনল অন্ধকার। কোথাও একটা নিঃসঙ্গ কোয়েল মিনতি জানাল।

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে গরম কফি পান করছে হেলার। চমৎকার স্বাদ, তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছে। ওর পেট একদম খালি, মনে পড়ছে না সর্বশেষ কখন খেয়েছে।

ও-পাশে দুই বুড়ো, গিবসন আর হাডসন, পাশাপাশি ঘুমুচ্ছে।

হার্ডি একটা বড় পাথর-চাঁইয়ের মাথায় বসে। ওখান থেকে আঁধারে যতটা সম্ভব চারপাশে নজর রাখতে পারবে সে, অথচ কোনও ছোরাধারী ইন্ডিয়ান ঘাতক ওর কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

লরা রাঁধছে– গরুর জার্কির সঙ্গে বাঁধাকপি আর বুনো আলুর সুপ। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। ওপরে আকাশ অন্ধকার। চাপা শিখার উজ্জ্বল আলো ধুলো-সাদা মাটিতে ঈষৎ লালচেভাবে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছে। সেই লালচে বৃত্তের পেছনে বসে আছে ও, পরনে রং-জ্বলা নীল জিন্স আর গোলাপি শার্ট, বুকের একটা বোতাম খোলা। যে-আলো সাদা বৃত্তটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, তেমনি সে-আলোতে ওর উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে একটু বেড়ে উঠল শিখা, ওর ছায়া-ঢাকা মুখটাও আলোকিত হয়ে উঠল সেই সাথে। লরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হেলার লক্ষ করছে ওকে। দুজোড়া চোখ এক হলো, এবং তারপর লরা দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

পাথরের মাথায় নড়েচড়ে বসল হার্ডি। 'ব্যাপার কী? কিওয়ার পাত্তা নেই?' বলল ও।

হেলার সরে একটা মসৃণ পাথরের গায়ে হেলান দিল, আগেরটা বিঁধছিল পিঠে।

হার্ডি নিজেই তার জিজ্ঞাসার সমাধান করল। 'নিশ্চয়ই মেক্সিকোতে।'

'অসম্ভব। ও লড়াই ভালবাসে।'

কোনও মন্তব্য করল না হার্ডি। খানিকবাদে প্রশ্ন করল, 'কজন আছে বলে তোমার ধারণা?'

'বারো থেকে বিশের মধ্যে। আরও আসবে, সকাল হোক।'

সোনার থলে দুটোর কথা ভাবতে লাগল হার্ডি। ষাট হাজার! অত টাকা সে কখনও চোখে দেখেনি। কিন্তু ওই টাকা সে বারোজনের মধ্যে নির্দ্বিধায় ভাগ করে নিতে রাজি আছে যদি ওদের সাহায্য করতে এখানে আসে ওরা।

আঁধারে দৃষ্টিতে চলছে না, তবু চারপাশে তাকাল সে। তা হলে এটাই হাই লোনসাম। এর কথা ও শুনেছে। এই বেসিন থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে আরেকটা ক্যানিয়ন চলে গেছে··· ওটা দেখেছে সে।

'হাফমুন ভ্যালি,' হার্ডির এক প্রশ্নের জবাবে বলল হেলার। 'একটা চওড়া উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে এবং সেখান থেকে সোজা মেক্সিকোতে চলে গেছে।'

দুটো কাপে সুপ ঢেলে হার্ডি আর হেলারকে খেতে দিল লরা। হেলার নিজের কাপ নিয়ে পাথরের ধারে গিয়ে বসল আবার। অ্যাপাচি রাতে লড়তে পছন্দ করে না, কিন্তু ওই ইন্ডিয়ানদের ভেতর অন্য গোত্রের লোকও আছে। ওদের একতিল বিশ্বাস করে না সে।

লরা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। 'কী নির্জন!' বলল ও।

'ওরা ওত পেতে আছে।'

'ঠেকানো যাবে ওদের?'

'জানি না!'

সুপ খেতে শুরু করল সে, উপভোগ করছে প্রতিটা চুমুক। কানও সজাগ হয়ে আছে সেই সাথে।

'আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি এসেছ বলে,' বলল ও।

'এই...' –কী বলবে বুঝতে না পেরে দিশেহারা বোধ করল হেলার– 'এসে পড়লাম আর কী।'

অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, দুজনের নিশ্বাসে সংঘর্ষ হচ্ছে, একে অন্যের উপস্থিতি টের পাচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু চাইছে না।

সহসা একটা প্যাঁচার ডাক অন্ধকারে মাথাকুটে মরল। তারপর আবার।

'ইন্ডিয়ানরা তাড়াতে পারে না ওদের?' লরা জিজ্ঞেস করল।

'ওটাও তো ইন্ডিয়ান।'

'ওই প্যাঁচা? কী বলছ?'

'ওর স্বরই বলে দিচ্ছে। মানুষের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনি হয়। কিন্তু প্যাঁচার ডাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা একজন মানুষের পক্ষে নকল করা অসম্ভব...ওর ডাক প্রতিধ্বনি তোলে না।'

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার উঠেই মাঝপথে থেমে গেল। ভয়চকিতভাবে ঘুরে দাঁড়াল লরা।

'ও...ও কীসের শব্দ?'

'একজন মারা গেল।'

লরার বাবা ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। 'শুনলে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

আর কোনও শব্দ হলো না। কয়েক মিনিট পর হার্ডিকে শুনিয়ে হাডসনকে বলল হেলার, 'কিওয়া এসেছে।'

'ওই ইন্ডিয়ানটা?' চারদিকে তাকাল হাডসন। 'হতে পারে।' অন্ধকারে হেলারের পানে তাকাল সে। 'তোমার ধারণা ওকে শেষ করল ওরা?'

'না, ও-ই ওদের একজনকে খতম করল... বেশিও হতে পারে। হয়তো-বা ওই একজনই চেঁচানোর সুযোগ পেয়েছিল।'

থমথমে রাত, বাতাস বইছে। কিছুক্ষণ পর হার্ডি নেমে এসে গিবসনকে তুলে দিল। হেলারের জায়গা নিল হাডসন। ওরা দুজন শুয়ে পড়ল।

ওদেরকে কম্বল মুড়ি দিতে দেখল লরা, তারপর দুই বৃদ্ধের জন্যে ও সুপ বাড়ল।

আধো-অন্ধকারে হেলারের ঘুম ভাঙল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাণ্ডুর। উঠে বসল সে, আঙুলের সাহায্যে চুল আঁচড়ে বুটজোড়ার দিকে হাত বাড়াল। হাডসন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে যেখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখতে পাবে সে। লরা ঘুমুচ্ছে। গিবসনকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কচি লেবুপাতার মত ঘাসের রং, নিরেট কালো দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে গাছপালা, ঝোপে-ঝাপে এখনও জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে।

উঠে দাঁড়াল হেলার। কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়ে নিজের উইনচেস্টারখানা তুলে নিল। একে একে সবকটা অস্ত্র পরীক্ষা করল।

'শান্ত?'

ওপর-নীচ মাথা দোলাল হাডসন। 'হ্যাঁ…ভীষণ শান্ত।'

এবার গিবসনকে দেখতে পেল হেলার। দুই শিলাখণ্ডের মাঝখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে, ওদের একটু সামনে। বিশালবপু হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বুকে হেঁটে ওর কাছে গেল হেলার।

'ওটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো?'

ইশারায় একটা ইন্ডিয়ানকে দেখাল গিবসন, ঝোপের ধারে সটান দাঁড়িয়ে-দূর থেকে অসম্ভব লম্বা লাগছে।

নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই ওর মাঝে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হেলার। 'গিবসন,' ফিসফিস করে বলল সে, 'ওই ইন্ডিয়ান মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'লক্ষ্য করো… একটা গাছের সাথে বাঁধা, পা মাটিতে নেই।'

'কিওয়া?'

'বুকের ছাতি অত চওড়া লাগছে না। না, এটা ওদেরই একটা।' গিবসনের দিকে একঝলক তাকাল হেলার। 'বোধ হয় কিওয়া খুব ব্যস্ত ছিল রাতে।'

নীরবে তাকিয়ে রইল ওরা। আচমকা ঝোড়ো বাতাসে নুয়ে গেল ঘাস। একটা টামবলউইড খসে পড়ল ঝোপ থেকে, বারকয়েক গড়ান খেয়ে নিহত ইন্ডিয়ানটার কাছাকাছি এসে স্থির হলো। আরেকটা দমকা বাতাস এল, আবার গড়ান খেলো ওটা, এবং তারপর আবারও।

ওরা দুজনেই পর্যবেক্ষণ করছে লাশটাকে…বাতাস উঠল, ফের গড়ান দিল টামবলউইড।

হেলারের দৃষ্টি টামবলউইডের দিকে ঘুরে গেল। বিশাল কালো আগাছা, তবে এর চেয়ে বড়ও সে দেখেছে। আবার ডিগবাজি দিল ওটা।

'একটা মানুষ লুকিয়ে থাকার পক্ষে,' উচ্চস্বরে বলল সে, 'ওটা যথেষ্ট বড়।'

গিবসন রাইফেল তাক করল, কিন্তু হেলার আলতোভাবে কাঁধে হাত রাখল। 'দাঁড়াও,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি।'

ধৈর্য ধরল গিবসন, নজর রাখল।

এ-বার বাতাস ওরা যেখানে বসে আছে তার বিশগজের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে এল আগাছাটাকে। তারপর আর একটু কাছে এল।

'আমার ধারণা,' বলল হেলার, 'একজন সঙ্গী পেতে যাচ্ছি আমরা।'

হঠাৎ ঝোপের প্রান্তে বন্দুকের নল ঝিক করে উঠল। হেলার আর গিবসন গুলি করল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে টামবলউইডের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওদের উদ্দেশে ছুটে এল কিওয়া।

'তিরিশজনের মত হবে,' কিওয়া বলল। 'আমি দুটোকে সাবাড় করেছি।'

সহসা হাডসনের রাইফেল গর্জে উঠল, পরমুহূর্তে দ্বিতীয় গুলির শব্দে প্রথমটার আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল।

'তোমরা এসো, নাস্তা করবে,' বলল হাডসন। 'ওরা আসছে।'

আচমকা তীব্র আক্রমণ চালাল অ্যাপাচিরা। এক দীর্ঘদেহী ইন্ডিয়ানের বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করল হেলার। লোকটাকে দেখে অ্যাপাচি বলে মনে হলো না ওর, ইউমা গোত্রের সাথেই চেহারার মিল বেশি। প্রচুর সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল সে, তারপর ট্রিগার টিপল।

মাঝপথে থমকে দাঁড়াল ইন্ডিয়ানটা। এলোমেলোভাবে একটা পা বাতাসে ছুঁড়ে অন্য পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে গেল, যেন ব্যালে নৃত্যের কোনও অসম্ভব কসরত দেখাচ্ছে– তারপর কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

হামলা থেমে গেল, তবে হামলাকারীরা পালাল না; ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিল।

থেমে গেল গোলাগুলির শব্দ, থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ। সূর্যের পথ আগলে দাঁড়াল ধূসর মেঘ। কালচে লাল শৈলশৃঙ্গ ঢাকা পড়ল ঈষৎ কুয়াশার আড়ালে। বাতাসের সামনে মাথা নোয়াল ঘাস।

হঠাৎ গুলি ছুঁড়ল গিবসন। বুলেটের আঘাতে মাংস ছেঁড়ার বিদঘুটে শব্দ ভেসে এল।

একটা সিগারেট বানানো শেষ করে রাইফেলের ম্যাগাজিনে টোটা পুরলো হেলার। ইন্ডিয়ানরা এবার নিকটবর্তী কোনও অবস্থান থেকে হামলা চালাবে। সহসা ওর মনে হলো একটা অতিক্ষীণ শব্দ তার কানে ধরা পড়েছে, আঁচড় কাটছে কেউ। সতর্ক হয়ে উঠল সে, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না। সাপ?

ওরা এ-বার ঝটিকা আক্রমণ চালাল– আচমকা, চারদিক থেকে। নিমেষে রাইফেল তুলল হেলার, মৃদু পশ্চাৎধাক্কা অনুভব করল কাঁধে, বিকট গর্জনে কানে তালা লেগে গেল। নাক কোঁচকাল বারুদ-পোড়া গন্ধে। মরিয়াভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগল সে।

চতুর্দিকে তুমুল গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। ওর পার্শ্ববর্তী বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে সবেগে ঠিকরে পড়ল একটা বুলেট। থেমে গেল আক্রমণ, আনত মেঘের তলা দিয়ে পর্বতমালার ও-পারে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

একটা কাশির শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল হেলার। মারাত্মক আহত হয়েছে হার্ডি। প্রবল রক্তপাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ওর পাশে বসে আছে লরা।

'তুমি··· তুমি হেলারের সাথে থেকো··· ও··· সেরা। দোয়া করি তোমরা সফল হও।'

ওর কাছে গেল হেলার। 'হার্ডি, তুমি মহৎ। এ-সময় তোমার পাশে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

'এই ভাল হলো···ফাঁসির চেয়ে ঢের ভাল।'

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। নিজের জায়গায় ফিরে গেল হেলার। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি অব্যাহত রয়েছে, তবে ইন্ডিয়ানরা এখন সুবিধেজনক অবস্থানে আছে, বৃত্তের ভেতরে এসে পড়ছে ওদের গুলি– ফলে প্রতিটা বুলেটই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

ঈষৎ সরে বসল হেলার। পরনের ময়লা কাপড় আর ঘামের দুর্গন্ধ আসছে নাকে, শেভ করাও দরকার। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল তার আদৌ পছন্দ নয়।

হঠাৎ জামায় টান অনুভব করল সে, দেখল বুলেটের ঘষায় কাঁধ ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ঝোপের এক অংশে কম্পন লক্ষ্য করে গুলি চালাল হেলার, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে বুলেট আছড়ে পড়ল পাথরের গায়ে, ক্রুদ্ধ হিংস্র শিস কেটে ওপর দিকে উঠে গেল একটা।

ওকে আবার কফি দিল লরা। 'আর নেই,' ও বলল। 'পানিও ফুরাল বলে, মাত্র আধ ক্যান্টিন আছে।'

পুবাকাশে সামান্য পাতলা হয়েছে মেঘ, দূর-পাহাড়ের চুড়োয় রোদ দেখা যাচ্ছে। 'হার্ডি কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নেই।'

ভীষণ করুণ শোনাল লরার গলা, চকিতে ওর দিকে তাকাল সে। ম্লান শোকাহত চেহারা, বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ডাগর চোখ দুটো। ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল হেলার।

একঢোকে কফি শেষ করে খালি কাপটা ফেরত দিল। ঝট করে ওর চোখের পানে তাকাল লরা, তারপর চলে গেল।

একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ওদের পক্ষে আর কেউ আহত হয়নি, প্রতিবারেই অল্পের জন্যে রেহাই পেয়েছে। ওরাও মারতে পারেনি কাউকে, এমনকী লক্ষ্যস্থিরের মত কোনও নিশানা পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

এ-বার ঘোড়ায় চেপে আকস্মিক হামলা চালাল ওরা। ঝোপ ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে এল। প্রতিপক্ষ গুলি চালাতেই, কাছাকাছি যে-সব ইন্ডিয়ান লুকিয়েছিল তারা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হেলার গুলি করল। একটা ঘোড়া সামনের দুই পা শূন্যে তুলে দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল আরোহীকে। পরমুহূর্তে একজন ইন্ডিয়ান রক্তাক্ত দেহে পাথর টপকে এ-পাশে চলে এল। ওর কপাল লক্ষ্য করে সপাটে রাইফেলের কুঁদো হাঁকাল হেলার। থেঁতলে গেল মুখ, তোবড়ানো কপালের পেছনে অদৃশ্য হলো দুচোখ। পরক্ষণে রাইফেল নামিয়ে আরেকটাকে গুলি করল। ইতিমধ্যে পাথরের ফাঁক গলে একজন ইন্ডিয়ান ঢুকে পড়েছিল ভেতরে, তার ধাক্কায় ও পড়ে গেল

মাটিতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল রাইফেল, অ্যাপাচিটা কুঠার তাক করল, পয়েন্ট ফোর-ফোর বের করে ওর কপালে ত্রিনয়ন সৃষ্টি করল হেলার।

ওদিকে হঠাৎ গুলি লাগল গিবসনের বুকে, ওর বিরাট দুথাবায় একটা ইন্ডিয়ানের টুঁটি চেপে ধরে পাথরের গায়ে ঢলে পড়ল বিশাল-বপু। ছাড়া পাওয়ার জন্যে উন্মত্ত মরিয়া চেষ্টা চালাল যোদ্ধা; কিন্তু গিবসনের বজ্রমুঠি প্রবল শক্তিতে আরও এঁটে বসল।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল গিবসনের, তবু মৃত ইন্ডিয়ানের টুঁটি ছাড়ল না। আবার থেমে গেল হামলা– কেবল হাঁটু ভেঙে পড়ে রইল গিবসন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট, প্রকাণ্ড মুখটা ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কথা বলতে চাইল, পারল না। এবং ওভাবেই মারা গেল সে– হাঁটুতে ভর দিয়ে অ্যাপাচির টুঁটি চেপে ধরে।

দুজন শেষ··· অথচ সামনে গোটা দিন পড়ে রয়েছে।

তেরো

গম্ভীর আকাশ। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তাজা ঘোড়ায় চেপে ট্রেইল ধরে ছুটে চলেছে পোসি। দস্যুদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না এখনও, হয়তো ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে সীমান্ত, কিন্তু ওদের পিছু ধাওয়ার্তে এতটুকু ঢিলে নেই। ওবারো শহরের মর্যাদা নির্ভর করছে ওর ওপর, পিট রানিয়নের ব্যক্তিগত ঝালও আছে– বোকা বানানো হয়েছে তাকে।

'ওরা যেখানেই থাকুক,' বলল ওলি উইডিন, 'বিপদে পড়েছে। অ্যাপাচিদের এতটা পশ্চিমে আসতে দেখে অবাকই লাগছে আমার।'

'দলছুট··· নানান গোত্র থেকে এসে জট পাকিয়েছে।'

পিট রানিয়ন শঙ্কিত বোধ করছে। ইন্ডিয়ানরা সংখ্যায় প্রচুর, অথচ তার দলে আছে মাত্র পঁচিশজন– স্বাভাবিক অবস্থায় যথেষ্ট শক্তিশালী দল, তবে এখন পরিস্থিতি মোটেও তা নয়। আউট-লদের বিরুদ্ধে পোসি পরিচালনা করার পেছনে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু লুটেরা অ্যাপাচিদের হাতে কেউ নিহত হলে তীব্র সমালোচনা হবে তার।

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল দুপুরের মধ্যে কোনও ফল না পেলে বাড়ি ফিরে যাবে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝল দুপুর হতেও আর বেশি বাকি নেই।

'সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হবে,' সায় দিল উইডিন। 'তবে মানুষ আশা ছাড়তে চায় না সহজে।'

পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়া খতিয়ে বিচার করল পিট রানিয়ন, হেলার সম্পর্কে যা জানে সব মনে করতে চেষ্টা করল। অন্যরাও পরিচিত, তবে ওদের পাকড়াও করে ওই টাকা উদ্ধার করতে হলে তাকে হেলারের মতি গতি আঁচ করতে হবে আগে।

হেলার, কোনও সন্দেহ নেই, এই অঞ্চল চেনে, এবং খবর যা পাওয়া গেছে

তাতে মনে হচ্ছে গিবসনও নতুন নয়। ইন্ডিয়ান এলাকার বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়ার মত বুকের পাটা হেলারের আছে। টিনাজার সন্ধান জানা থাকলে চারজন লোকের পক্ষে দুর্গম পথে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু পোসি তা পারবে না; তাদের দল বড়– চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

সমস্যাটা বিবেচনা করে উইন্ডিনও একমত হলো রানিয়নের সঙ্গে। 'ও সীমান্তের পানে মোড় নিয়ে থাকলে আমাদের আর কোনও আশা নেই। তবে একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, সীমান্তই যদি ওর লক্ষ্য হবে তা হলে এতটা পশ্চিমে সরে এসেছে কেন।'

ওদের ট্র্যাকার, মার্ক অ্যারো, একজন ইন্ডিয়ান। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ট্রেইল পরীক্ষা করল সে, তারপর ওদের জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'সোজা গেছে,' বলল সে। 'ওই লোকটা আর মেয়েটার পথে।'

ভ্রূ কুঁচকে অ্যারোর-দেখানো ট্র্যাকগুলোর দিকে তাকাল রানিয়ন। ওই জোড়ের ছাপ ইতিপূর্বে চোখে পড়েছে তাদের। শাভেজ স্টোরের আশপাশে, যেখানে নিঃসন্দেহে হেলার তার বাড়তি ঘোড়াগুলো রেখেছিল, ওদের ট্র্যাক সেও দেখেছে।

দক্ষিণে, সীমান্তের ও-পারে গেলে বব নিরাপদ: সে-ক্ষেত্রে ও কেবলই পশ্চিমে যাচ্ছে কেন? হেলারের স্বভাব-চরিত্রের কথা মনে রেখে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল রানিয়ন। অ্যারোর দিকে তাকাল।

'তুমি নিশ্চিত যে ওটা মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ছোট ছোট ট্র্যাক, লঘু চপল পায়ে হাঁটে। হ্যাঁ, ওটা মেয়েই। ও যেখানে ঘুমিয়েছিল সে-জায়গাটাও দেখেছি আমি। বয়েস খুব বেশি হবে না।'

মার্ক অ্যারো যখন বলেছে ওটা মেয়েলোকের ট্র্যাক, তখন আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমে ওই লোক আর মেয়েটা,' যোগ করল সে, 'তারপর বেশ কজন ইন্ডিয়ান। সবশেষে সদলে হেলার।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল উইন্ডিন, দাঁত দিয়ে চুরুটের গোড়া কাটল। 'হেলারকে আমরা চিনি,' শান্ত গলায় বলল সে; 'এটাই তো ওর জন্যে স্বাভাবিক। হুনির দোকানে নিশ্চয়ই দুজনের সাথে ওর পরিচয় হয়েছে... তারপর দেখেছে ইন্ডিয়ানরা পিছু নিয়েছে ওদের।'

'একটা ঘোড়ায় দুজন,' বলল পিট রানিয়ন। 'কোনও আশাই নেই ওদের।'

মাটির দিকে ইশারা করল অ্যারো। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। প্রথমে একজন গেছে... অন্যরা তার পিছু নিয়েছে, প্রতিবারে একজন করে।'

পোসি সদস্যরা পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন ছাড়া ওদের সবাই পশ্চিমের লোক। হেলারের মনোভাব বুঝতে পারল ওরা। দাঁওটা সে বড়ই মেরেছে, ষাট হাজার ডলারের সোনা আছে তার কাছে, একবার বর্ডার পেরুতে পারলে কেউ তার টিকিও ছুঁতে পারবে না– কিন্তু এখানে একজোড়া নরনারী বিপদে পড়েছে। মোটে একটা ঘোড়া আছে তাদের সঙ্গে, ইন্ডিয়ানরা তাদের পেছনে লেগেছে... এবং ওরা হয়তো জানেও না সেটা।

পরিষ্কার ছবি: হেলার সাহায্য করতে গেছে, অন্যরা অনুসরণ করেছে তাকে।

'ওই গিবসন লোকটার মাঝেও,' বলল উইডিন, 'মানবতা আছে।'

'তো আমরা যাদের খুঁজছি,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বলল রানিয়ন, 'তারা হাই লোনসামে গেছে। চলো আমরাও যাই।'

তবে একটা ব্যাপারে অস্বস্তিতে পড়ল রানিয়ন। পশ্চিমের মানুষের যা স্বভাবধর্ম, তার মাঝেও সততা আর ন্যায়বোধটি প্রবল। জানে একজন মানুষকে তার উদ্দেশ্য আর পরিণাম দিয়ে বিচার করতে হয়। এবং ওই বোধ থেকেই সে উপলব্ধি করছে হেলার আর তার দলের লোকেরা ক্ষণিকের পরিচিত দুটি বিপদগ্রস্ত নরনারীকে সাহায্যের জন্যে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হেলায় বিসর্জন দিয়েছে।

এই ঘটনার পর হেলারকে আটক করতে আনন্দ লাগবে না, অথচ এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই তাদের। ধরতে হবে কিংবা মেরে ফেলতে হবে।

মৃদুস্বরে নিজেকে অভিসম্পাত দিল রানিয়ন। উইডিন তাকাল ওর দিকে। 'ওলি, ওই বোকাটা আমাকে তুলোধুনো করতে পারত। সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে– দুবার।'

'তাই।'

'আর এখানেই আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে খেলছিল ও!'

'একমত হতে পারলাম না,' নির্মম নিষ্ঠুর শোনাল উইডিনের মন্তব্য। আমিও দেখেছি লড়াইটা। তুমি যাই মনে করো না কেন, ও তোমাকে সুযোগ দেয়নি। কালক্ষেপণ করছিল। আসলে তোমাকে নিয়ে নয়, ওর মাথাব্যথা ছিল ব্যাঙ্কের ওই লুটেরাদের নিয়ে।'

মনে মনে নিজের ওপর রাগে গজরাচ্ছে রানিয়ন। লড়াই চলাকালে ও ঠিকই অনুমান করেছিল কোথাও একটা গোলমাল আছে, হেলারের ভাবগতিক বেখাপ্পা ঠেকেছিল। ও ঠাট্টা-তামাসা করার লোক নয়– পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে, কিন্তু বিদ্রূপ করবে না। আসলে তার বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়ার জন্যেই তাকে খেপিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সে।

'তবে,' নরম সুরে বলল উইডিন, 'ও আমাদেরই একজন। কাজটা বাইরের কেউ করো

রানিয়ন তার সঙ্গীদের মেজাজ-মর্জি বোঝে, তাই উপলব্ধি করছে প্রথমটায় ঠকে গিয়ে ক্ষিপ্ত হলেও, একটা ব্যাপারে ওদের রাগ পড়ে এসেছে: হেলার একদা ওবারো শহরের লোক ছিল। ওদের বন্ধু ছিল। এই দলের অনেকেই যেমন উইডিন, ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইন্ডিয়ানদের সাথে লড়েছে। গরুর গায়ে মার্কা লাগিয়েছে।

এপার্সন উত্তেজনাপাগল লোক। তাই পোসিতে সেও যোগ দিয়েছে। রানিয়নের পাশে চলে এল সে। 'পিট, ওই ইন্ডিয়ানরা বোধ হয় আগেই কেল্লা ফতে করে দেবে।'

'আমাদের ঝামেলা কমবে তাতে,' বলল একল্‌স্।

উইডিনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল এপার্সন। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠেছে সেখানে। 'ঈশ্বর করুন, অমন কপাল যেন কারও না হয়,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে।

'আউট-ল,' জবাব দিল একল্‌স্। 'ক্ষতি কী?'

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে গতি বৃদ্ধি করল রানিয়ন। একলস্ এখানে নতুন। জানে না অ্যাপাচিরা কী করতে পারে। এমনিতে ছেলেটা ভালই, তবে শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিয়েছে। আরেকটা ভ্যাপসা গুমট দিন শুরু হতে যাচ্ছে। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওর নাকে আসছে, দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টি এলে ওই গন্ধ হয়।

তার দলের অধিকাংশ লোকই বিবাহিত। বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ে আছে। ওদের এখন বাসায় থাকার কথা, ভাবছে সে, ইন্ডিয়ান প্রান্তরে আউট-লদের পিছু ধাওয়া করার কথা নয়। ষাট হাজার ডলার এমন কী টাকা? কত লোকের জীবন কেনা যাবে ওই টাকা দিয়ে? এদের কেউ নিহত হলে ওই টাকা দিয়ে কি তার শোক ভোলা যাবে?

ও যখন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে, হঠাৎ দূরে হাই লোনসামের আশপাশে কোথাও গুলির শব্দ হলো।

শান্ত পরিবেশে অনেকক্ষণ তার গুঞ্জন জেগে রইল। স্যাডলে আরেকটু সোজা হয়ে বসল ওরা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। পরমুহূর্তেই যেন ঢাকে বাড়ি দিল রাইফেলের আওয়াজ।

ক্যানিয়নের নীচে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যুদ্ধের দামামা।

'পিট, বুঝলে কিছু?'

'হাই লোনসাম··· ওরা রুখে দাঁড়িয়েছে ওখানে।'

সহসা চুপ করল ওরা, ক্ষীণতম শব্দের অপেক্ষায় কান সতর্ক হয়ে উঠল। প্রখর দিবালোকে ছুটে চলল পঁচিশজন সশস্ত্র লোক।

হার্ডি, গিবসন··· দুজন নির্ভরযোগ্য লোক নেই।

হেলার বেষ্টনীর মাঝে ঘুরে ঘুরে ওদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করল। প্রত্যেকের গা থেকে কার্তুজ বেল্ট আর পিস্তল খুলে নিল।

কিওয়া সিগারেট বানাচ্ছে। ওর কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, লরা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। 'মনে হচ্ছে পারব না আমরা,' বলল কিওয়া।

'বোধ হয়।'

গিবসনের রাইফেলে টোটা পুরে বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে রাখল হেলার। হাতের কাছে লোডেড রাইফেল একজন বাড়তি লোকের মতই কাজ দেয় প্রায়-তবে অতটা বিশ্বস্ত নয় এই যা।

'কিওয়া··· ওরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, লরাকে মেরে ফেলো।'

'আচ্ছা।'

সিগারেটে টান দিল কিওয়া। ওর একটা চোখ ফুলে আছে, হেলার অনুমান করতে চেষ্টা করল রাতে ওই ঝোপ-ঝাড়ে কী ঘটেছে। 'তবে যাই বলো, আমরা লড়ছি কিন্তু জবর। ওদের অনেকগুলো অক্কা পেয়েছে,' বলল দোআঁশলা।

ভালই লড়ছিল ওরা। তার চারপাশের এই লোকগুলো, জীবিত এবং মৃত, বহুবার বন্দুক ব্যবহার করেছে এর আগে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে, লোক

শিকার করেছে। হরিণ পাহাড়ী মেষ আর ভাল্লুক মেরেছে। জানে কীভাবে গুলি করতে হয়– এবং কখন।

ক্যানিয়নের ঢালে তাকাল হেলার। কোথায় পোসি? তার কপালে যাই হোক, এখন মনে-প্রাণে ওদের সাহায্য সে কামনা করছে। লরাকে বাঁচাতে চায় সে, চায় হাডসন আর কিওয়া বাঁচুক।

তবে মুশকিল একটাই: ইন্ডিয়ানদের সর্বদা আগেভাগে দেখা যায় না। ওরা নিশ্চয়ই জানে এ-পক্ষের দুজন মারা গেছে, বৃত্তের ভেতরে একটা মেয়ে আছে। সত্যি বলতে কী, ওদের অধ্যবসায়ের অন্যতম কারণ লরা এবং অস্ত্রশস্ত্র। ইন্ডিয়ানরা সব সময় রাইফেল আর গোলাবারুদের অভাবে ভোগে।

ঘাস ঝোপ আর গাছ-গাছালির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে। দুজন লোক মারা গেছে, অথচ ওদের কারোরই আসার দরকার ছিল না এখানে।

ওরা এসেছিল কিছুটা তার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে; কিছুটা এই হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটার মায়ায় জড়িয়ে; আর কিছুটা ওরা সবাই, কমবেশি, মনে মনে বীরধর্মকে পুজো করে বলে।

কোনও শব্দ বা নড়াচড়ার আভাস নেই। এই প্রতীক্ষার পালা ভীষণ বিরক্তিকর, পরিণামফলের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মৃদু-মন্দ হাওয়ায় ঘাসলতাপাতা কাঁপছে। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ হেসে উঠেছে। পাহাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে ভোরের সূর্য। নীচে হাই লোনসাম ক্যানিয়নে সময় যেন থমকে গেছে।

হেলারের পাশে এসে বসল হাডসন। 'তোমার মত লোককে জামাই করতে চাইনি আমি– তবে যদি এই নরক থেকে বেরুতে পারো, হেলার, তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল।'

'এর চেয়ে বেশি কিছু আমি চাইও না, বিল।'

বেরোবে? কে বেরোতে যাচ্ছে?

হঠাৎ একজন ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল, একটা উঁচু টিলার ওপর উঠছে। ইন্ডিয়ানরা ওখানে উঠতে পারলে ওদের আর কোনও সুযোগই থাকবে না। এতক্ষণ ওরা চেষ্টা করেনি তার কারণ ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক চড়াই।

হেলার রাইফেল তুলল। মগডালের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ইন্ডিয়ানটা, মসৃণ দেয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে মাকড়সার মত। গুলি করল হেলার, ওরা দেখল অ্যাপাচির বাড়ানো হাতটা লাল হয়ে গেল। হাডসন গুলি করল। ট্র্যাপিজের মুদ্রার মত বাঁকা হয়ে গেল ওর পিঠ, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল।

এ-বার ধেয়ে এল ওরা।

রাইফেল নামিয়ে রেখে ওর সিক্সগুটার দুটো বের করল হেলার। পাথরের কিনারে রেখে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল।

একটা কিছু সজোরে আঘাত করল তাকে। আধপাক ঘুরল সে। বারুদের ধোঁয়ার আড়াল থেকে একটা হিংস্র মুখ উঁকি দিচ্ছে। গুলি করল সে, নিমেষে অদৃশ্য হলো মুখটা।

লরার অবস্থা দেখতে ঘুরল হেলার। এক বিশালদেহী যোদ্ধার সাথে হাডসনকে হাতাহাতি করতে দেখল, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছুরি বের করতে। যন্ত্রের

সঙ্গে নিশানা স্থির করল সে এবং পরমুহূর্তে ইন্ডিয়ানের কানে তপ্ত সীসা ঢুকে গেল। দেখল হাডসনের চোখজোড়া ওর দিকে ঘুরে গেছে, তারপর নিজেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ইন্ডিয়ানটা সুযোগ পেয়ে ওর বুকের ওপর চেপে বসল– ওর গা থেকে লুট-করা সস্তা পারফিউমের গন্ধ বেরুচ্ছে।

উঠতে চেষ্টা করল হেলার, সজোরে ওর কাঁধে কামড় বসাল আদিবাসী। আরেকটা অ্যাপাচি বেড়া টপকে ভেতরে আসতে নিয়েছিল, শোয়া অবস্থা থেকেই তাকে গুলি করল সে। কিওয়া উবু হয়ে ওর দিকে একটা বউই নাইফ এগিয়ে দিল।

কিওয়া উঠে দাঁড়াবে, হেলার দেখল, আচমকা এক সঙ্গে তিনটে গুলি এসে বিঁধল ওর বুকে-পেটে। পাথরের গায়ে ছিটকে পড়ল সে। হেলার তাকাল ওর দিকে, মনে হলো কিওয়ার ঠোঁটে যেন স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছে, হাত তুলে তাকে বিদায় জানাতে চেষ্টা করছে। তারপর এক দিকে ঢলে পড়ল মাথাটা।

হঠাৎ ওর চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে সে-দিকে তাকাল হেলার। এক ইন্ডিয়ান জাপটে ধরেছে লরাকে। চকিতে সারা শরীরের জোর খাটিয়ে গা ঝাড়া দিল সে। বুকের ওপর থেকে অ্যাপাচিটা পড়ে যেতেই ওর মাথায় গুলি করল।

ঝাঁকুনি খেয়ে পিস্তলটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে। কিওয়ার ফেলে-যাওয়া বউই নাইফ তুলে নিয়ে লরাকে বাঁচাতে ইন্ডিয়ান ব্যূহে ঢুকে পড়ল।

ডানে-বাঁয়ে ছুরি চালাতে লাগল, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠল ব্লেড। ওর জামা ছিঁড়েছুটে গেল, তবু ইন্ডিয়ানরা রণে ভঙ্গ না দেয়া পর্যন্ত খ্যাপা ষাঁড়ের মত লড়াই চালিয়ে গেল সে··· হঠতে শুরু করল ওরা··· আরও সরে গেল···

দৌড়ে গুপ্ত আশ্রয়ের বাইরে চলে এল সে। ডানে-বাঁয়ে শত্রুর খোঁজ করল রক্তের নেশায়। কোনও গোলমাল হয়েছে– একটাও ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল না। আধপাক ঘুরেছে হঠাৎ শুনতে পেল লরা কী যেন বলল, ওর দিকে একটা উইনচেস্টার ছুঁড়ে দিল।

শূন্যে খপ করে ওটা ধরল সে, তারপর ছুটতে শুরু করল– কেন বা কোথায় জানে না। পা বেধে ভেজা ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল, উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পরিবর্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। ঝোপের ছায়া ঘিরে ধরল তাকে, পশুর মত হামা দিয়ে গভীরতর অন্ধকারে ঢুকে গেল সে। একটা কথাই শুধু মনে আছে, লরা কী যেন চেঁচিয়ে বলছিল তাকে।

কী বলছিল? কোনও হুঁশিয়ারি? ইন্ডিয়ানরাই-বা গেল কোথায়?

দূর থেকে মেঘগর্জনের মত শব্দ ভেসে এল, শরীরে ভূকম্পন অনুভব করল সে। বজ্রনির্ঘোষ কাছে এসে সহসা মিলিয়ে গেল··· একা হয়ে পড়ল সে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এঁটে বসল চারদিক থেকে, স্মৃতিশক্তি লোপ পেল··· মৃত্যুর সময় কি এ-রকম অনুভূতিই হয়?

পিট রানিয়নের নেতৃত্বে ওবারো পোসি ঝড়ের বেগে হাজির হলো। অর্ধবৃত্তাকারে এল ওরা, ওদের খুরের আঘাতে বজ্রপাণির বজ্রবান ছুটল।

রাইফেল বাগিয়ে হাই গোলসামে ছুটে এল ওরা। মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে

এসেছে। শূন্য বেসিন। ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় থমথমে পরিবেশ বাসা বেঁধেছে।

কিছুক্ষণ আগে যে-জায়গা রাইফেলের শব্দে মুখর ছিল, এখন সেখানে বাতাস বইছে। একটা শকুন চক্কর দিচ্ছে আকাশে, শিগগিরই আরও এসে যোগ দেবে।

শবযাত্রীর মত ধীর গতিতে এগিয়ে গেল ওরা। জানে মৃত্যুপুরীতে ঢুকছে, এভাবে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মেসকুইট ঝোপের ধারে একটা নিঃসঙ্গ ধূসর গেল্ডিং দাঁড়িয়ে। আশপাশে অসংখ্য অ্যাপাচি আর ইউমার লাশ। চিরাচরিত রীতি ভেঙে নিহত সঙ্গীদের ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে ইন্ডিয়ানরা।

ওদের সামনেই গুপ্ত আশ্রয়··· ভেতরে···?

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল, সারা গায়ে রক্তের ছোপ। সঙ্গে একটা মেয়ে, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভয়-বিস্ফারিত চোখ, তবে সুন্দরী।

'ওদের কোনও আক্কেল নেই, পিট,' বলল উইডিন। 'জিততে পারবে না জেনেও লড়তে এসেছিল।'

বিল হাডসন আর লরা দাঁড়িয়ে রইল। 'হাই,' বলল হাডসন। 'শেষ-সময় এসেছ তোমরা।'

পিট রানিয়ন ওর পাশ দিয়ে বৃত্তের মাঝে তাকাল। তারপর ঘোড়া নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেল। স্যাডল থেকে ভেতরটা, যেখানে ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা অ্যাপাচির মৃতদেহ দেখতে পেল, তারপর গিবসনকে– পাথরের ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে পড়ে, সামনে অদূরে একটা কার্তুজ পড়ে আছে মাটিতে। ওর পাশে ধুলোয় লুটাচ্ছে এক ইন্ডিয়ান। জিভ বেরিয়ে গেছে আধহাত, চোখ উল্টে রয়েছে।

গিবসন··· সাতটা রাজ্যে ওই বিশালবপুর নামে হুলিয়া রয়েছে। হার্ডি··· চাবুকের মত শরীর, শক্তপোক্ত, দক্ষ পিস্তলবাজ। যেখানে শেষ গুলিটা লেগেছিল সেখানেই পড়ে আছে। ওর মুখের কাছে নুড়িপাথরগুলো কালো হয়ে গেছে রক্তে।

'ওই যে থলেগুলো,' বলল এপার্সন। তবে তোলার ব্যাপারে একটুও আগ্রহ দেখাল না– স্রেফ তাকিয়ে রইল।

একল্স্ চারপাশে তাকাতে লাগল। কিওয়ার লাশ চোখে পড়ল, তারপর আরও সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। মুখ খুলতে গেল সে, কিন্তু উইডিন বাধা দিল।

'জবর লড়াই হয়েছে। সতেরো-আঠারোটা ইন্ডিয়ান মরেছে।'

সাবধানী দৃষ্টি মেলে আশপাশে তাকাল উইডিন। বাকি সবাই অস্বস্তিভরে দূরে তাকিয়ে রইল– আকাশে পাহাড়ে। একজন পাথরে তার গোড়ালি ঠুকল, খুক করে কেশে উঠল আরেকজন।

'আমাদের সরে পড়া উচিত, পিট,' নির্লিপ্ত সুরে বলল উইডিন। 'দলে ভারি হয়ে লাশ নিতে আসবে ওরা।'

ঝট করে দুজন তাদের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। তৃতীয় এবং চতুর্থজন অনুসরণ করল ওদের। অধিকাংশই নামেনি স্যাডল থেকে।

ওরা কেউই ধূসর গেল্ডিংটার দিকে তাকাচ্ছে না।

'অ্যাপাচিদের ঘোড়া থেকে আমরা দুটো নেব,' বলল হাডসন। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় যাব।'

'এতসবের পরেও?'

'গন্তব্যে পৌঁছুতেই হবে।'

গেল্ডিংটা দেখানোর জন্যে হাত তুলতে যাচ্ছিল একল্স্, উইডিনের সাথে চোখাচোখি হতেই মাঝপথে ওর হাত থেমে গেল, দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল সে।

পিট রানিয়ন একটা সোনার থলে উইডিনকে ধরিয়ে দিয়ে আরেকটা নিজে নিল। ধীরে ধীরে চারপাশে নজর বোলাতে লাগল সে, সতর্ক রইল যাতে কোনও রকম কৌতূহল প্রকাশ না পায়। মাটিতে পায়ের ছাপ আর ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে পুরো কাহিনি আঁচ করতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পর সামনে ক্যানিয়নের দেয়াল-সংলগ্ন ঝোপটার দিকে তাকাল।

'ওখানে কিছু নেই,' মৃদু স্বরে বলল বিল হাডসন। 'ওরা অন্য দিক দিয়ে এসেছিল।'

'এরা আউট-ল,' বলল রানিয়ন। 'ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করেছে।'

বিল হাডসন সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল। 'তিনজন ছিল, না?'

'উঁ, হ্যাঁ,' আস্তে আস্তে বলল রানিয়ন। তাই-তো, এ-দিকটা তো ভেবে দেখেনি সে! 'হ্যাঁ, তিনজন।'

ঘোড়ার কাছে গেল রানিয়ন, স্যাডলে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওর হাত। ক্যান্টিন খসে পড়ে গেল মাটিতে, ভ্রূক্ষেপ করল না। জিনে চেপে বলল, 'চলো, কিছুটা এগিয়ে দিই তোমাদের বাপ-বেটিকে।'

ওদের-দেয়া ঘোড়ায় চাপল হাডসন। লরা আগেই স্যাডলে বসেছে, ফ্যাকাসে হয়ে আছে মুখ। দিগন্তে তাকিয়ে আছে ও, যেন ওখানে একটা কিছু ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে... অথবা এমনও হতে পারে যে, আর কোথাও তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

উইডিন আর মারফির দিকে আড়চোখে তাকাল হাডসন— দুজনেই পশ্চিমের পোড়-খাওয়া লোক। 'ওরা, ওই তিনজন আউট-ল, সময়মত এসে পড়েছিল। একেবারে সময়মত,' বলল সে।

'ওদের জন্যেই বেঁচে গেছ, সন্দেহ নেই,' বলল উইডিন।

পোসি বাহিনী বাড়ির পথ ধরল। উইডিনের দিকে তাকাল রানিয়ন। 'ওলি, তামাক হবে তোমার কাছে?'

'নাহ্, পিট। পড়ে গেছে কোথাও।'

গিরিখাত বেয়ে নেমে গেল ওরা, ইচ্ছে করেই পেছনে তাকাল না কেউ। কয়েক মিনিট পর লরা আর বিল হাডসন মিলিত হলো ওদের সঙ্গে।

'আমাদের ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছিল,' অনেকটা আপনমনেই যেন বলল মারফি, 'তবে এতে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই।'

নিস্তব্ধ বিকেল। কোনও উৎকট শব্দের কোলাহল নেই। কচি ঘাসের ডগায় কাঁপন তুলেছে বাতাস। একটা নিহত অ্যাপাচির চুল এলোমেলো হয়ে গেল।

ক্যানিয়নের দেয়াল-সংলগ্ন ঝোপ থেকে গুটিপায়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক যুবক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল সে, কীভাবে যেন ওটার লাগাম আটকে রয়েছে ডালে। হেলারের পা থেকে রক্ত ঝরছে, কপাল কেটে গেছে, তবে রাইফেলটা হাতছাড়া করেনি।

ওর গানবেল্ট ঝুলছে পোমেলের সাথে। পরিত্যক্ত ক্যান্টিনটা কুড়িয়ে নিল হেলার, ওটার গায়ে কালো রঙের মালিকের নাম খোদাই করা··· পিট। তামাকের থলেটা চোখে পড়তে ওটাও তুলে নিল।

আবার স্যাডলে বসল সে, কিওয়া যে-ট্রেইলটা ব্যবহার করেছিল সেটা ধরে হাই লোনসামের ওপর দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

দূর পুবে, মূল ট্রেইলে, একটা ছোট্ট কালো বিন্দু ওর দৃষ্টি কাড়ল, সেই সাথে ধুলোর মেঘ– তিনজন আউট-লয়ের লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে পোসি।

পাহাড়ের মাথায় ঘোড়া থামাল সে, চোখে রোদ এসে পড়েছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল গজিয়েছে। রক্তক্ষরণের ফলে ভীষণ দুর্বল, শ্রান্তি বোধ করছে; কিন্তু ভুলেও দক্ষিণে, সীমান্তের পানে, তাকাচ্ছে না। সব পাহাড়কে ছাপিয়ে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসল ডোম।

পাহাড়ের আশপাশে হালকা বেগুনি ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে। দূরে, স্যান্ড ট্যাঙ্ক পর্বতমালা ইতিমধ্যেই প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে কালো পর্দার আড়ালে। ঢাল বেয়ে রওনা হলো সে– পশ্চিমে, ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে।

ভবঘুরে জীবন সাঙ্গ হবে এবার। নিরাপত্তা স্বাধীনতার জন্যে আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না। সামনে প্রচুর কাজ, হাড়ভাঙা খাটুনি, তিলে তিলে ভরিয়ে তুলতে হবে গোলা। এখন তার সঙ্গে থাকবে একটি মেয়ে, যে তার বুকে নিরাপদ আশ্রয় আর প্রেম খুঁজেছিল, যে-অনুভূতির কথা সে ভুলতে বসেছিল।

আহত পা-খানা নাড়ল সে, ক্ষতস্থানে লতাগুল্মের পট্টি ভাল করে বসিয়ে দিল।

তার পেছনে ঘাসে কাঁপন তুলল বাতাস; এতদিন ধরে যে-পাহাড়গুলো নীরবতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষণিকের গোলাগুলি আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে তারা। ক্যানিয়নের ছায়ায় আপনমনে হারিয়ে গেছে সব প্রতিধ্বনি, পোড়া বারুদের গন্ধ নেই··· আছে শুধু ঘাস।

একতালে এগিয়ে যাচ্ছে গেল্ডিং, সমস্ত ক্লান্তির ছাপ দূর হয়ে গেছে বব হেলারের মুখ থেকে। নীচের ওই সমতল প্রান্তরে, কয়েক মাইল পশ্চিমে, এক বৃদ্ধ আর তার মেয়ে ওর পথ চেয়ে রয়েছে।

ওর পেছনে হাই লোনসাম গিরিখাতে দুরন্ত হাওয়া উঠল– দক্ষিণে সীমান্তে, দক্ষিণে মেক্সিকোর পানে হু-হু করে ছুটে গেল সেই বাতাস। সন্ধ্যাতারা ফুটল আকাশে।

***